পঞ্চদশ অধ্যায়

বাংলাদেশের সামাজিক সমস্যা ও এর প্রতিকার

অধ্যায়ের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সংৰেপে জেনে রাখি

- **সামাজিক নৈরাজ্য :** সামাজিক মূল্যবোধের যথাযথ অনুশীলন সমাজের গুরবত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে এই মূল্যবোধ অবৰয়ের কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমাজে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও শিথিলতা ঘটলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমাজে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও শিথিলতা ঘটলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আইনশৃঙ্খলা রৰাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। সমাজের সংস্কৃতি পরিপন্থী কর্মকাণ্ড, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী।
- **মূল্যবোধের অবৰয় :** যেসব ধ্যান ধারণা, বিশ্বাস, লৰ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোৰভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন : বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এ মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়।
- **নারীর প্রতি সহিংসতার ধারণা :** পুরবষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ায় কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। নারীর প্রতি এই সহিংস আচরণ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থসামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘটিয়ে থাকে।
- **নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি :** নারীর প্রতি সহিংসতার নানা প্রকৃতি রয়েছে। নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় তাকে বলে পারিবারিক সহিংসতা। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ি, ননদ ও পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারী এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে স্ত্রী প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, শিৰাবঞ্চনা, সম্পত্তির অধিকারের বঞ্চনা, অত্যাধিক কাজে বোঝা চাপানো, কন্যা শিশুকে মারপিট, যৌনপীড়ন প্রভৃতি। যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিৰেপ, নারী ও শিশু পাচার প্রভৃতি হলো বর্বর, নির্মম ও পৈশাচিক সহিংসতা।
- **শিশু শ্রম :** দৰিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশু শ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া আসা করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়। বাংলাদেশে শিশু শ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে– অর্থনৈতিক দুরবস্থা।
- **কিশোর অপরাধ :** কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। আমাদের সমাজে এবং সারা পৃথিবীব্যাপী উলেৱখযোগ্য হারে এ সমস্যাটি বিদ্যমান রয়েছে। সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকারীদের সঙ্গী হয়ে শিশু–কিশোর অপরাধী হয়ে উঠে।
- **কিশোর অপরাধী যারা :** জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে এ সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশে শিশুদের সংজ্ঞায়নে বিভিন্ন ধরনের আইন রয়েছে এবং বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪–এর সংজ্ঞা অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই শিশু।
- **মাতৃকল্যাণ :** মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরৰা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিৰণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রবগ্নতা এবং মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যাণের অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ দিক।
- **এইচআইভির ধারণা :** এইচআইভি হলো অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের এন্টি ভাইরাস। এই ভাইরাসের পুরো নাম হিউম্যান ইমউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno deficiency Virus) সংৰেপে এইচআইভি (HIV), যা মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ব রোগ–প্রতিরোধ ৰমতাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়।
- **এইডসের ধারণা :** এইডস এর পূর্ণাঙ্গ ইংরেজি রূ প হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS)। এইচআইভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে আক্রান্ত ব্যক্তির রোগ–প্রতিরোধ ৰমতা এক পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে ধ্বংস করে দেয়। এইচআইভি সংক্রমণের এই সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস।
- **সড়ক দুর্ঘটনা :** বাংলাদেশের শহরে গাড়ির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দৰ চালক তৈরি হয়নি। অদৰ ও প্রশিৰণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অন্য গাড়ি ওভারটেক করা, বেপোরোয়াভাবে গাড়ি চালানো, ট্রাফিক আইন না মানা,
  অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন করা প্রভৃতি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এছাড়া ত্রবটিপূর্ণ সড়ক, ত্রবটিপূর্ণ গাড়ি, পথচারীদের অন্যমনস্কতা ও অসতর্কতার কারণেও অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।
- **জঙ্গিবাদ :** জঙ্গির ইংরেজি প্রতিশব্দ Mililant ল্যাটিন শব্দ Militare থেকে এসেছে। Militare শব্দের অর্থ হলো সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বুঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে।
- **দুর্নীতি :** ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধপন্থায় নীতিবহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি, যেমন– ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি উভয় কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের অপব্যবহারকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ৰমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে।

বোর্ড বইয়ের অনুশীলনীর প্রশ্ন ও উত্তর

■ বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

১. মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১ অনুযায়ী মানব পাচারের জন্য দায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি নিচের কোনটি?

ক সশ্রম কারাদণ্ডসহ দুই লৰ টাকা অর্থদণ্ড
● মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লৰ টাকা অর্থদণ্ড
গ বিনাশ্রম কারাদণ্ডসহ পাঁচ লৰ টাকা অর্থদণ্ড
ঘ মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড

২. শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা একজন পুরুষকে সহিংস করে তোলে, এর মূল কারণ হলো–

● ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ ক মূল্যবোধের অবৰয়
গ গোঁড়ামিপূর্ণ মনোভাব ঘ আধিপত্যভাব

৩. সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হলো–

i. দারিদ্র্য
ii. সামাজিক কুপ্রথা
iii. সামাজিক বিশৃঙ্খলা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii ক i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৪. এইডস কেন হয়?

ক সংক্রমিত ব্যক্তির চোখের পানির সংস্পর্শে
● এইচআইভি ভাইরাস আক্রমণ করলে
গ সংক্রমিত ব্যক্তির থালা বাসন ব্যবহার করলে
ঘ আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে আলিঙ্গান করলে

নিচের ঘটনাটি পড় এবং ৫ ও ৬ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :

শৈশব থেকেই পিতা–মাতার পারিবারিক দ্বন্দ্ব, ঝগড়া–বিবাদ, মারামারির মধ্যে লিমনের বয়ঃপ্রাপ্তি ঘটেছে। পিতা–মাতার বিবাহ বিচ্ছেদের পর শৈশব হতে সে একাই বড় হয়েছে। পাড়া–প্রতিবেশীর মধ্যেও সে একই আচরণ লৰ করছে। নিজের বিয়ের পরে তার সংসারেও প্রতিদিন একই ঘটনা ঘটছে। লিমনের পরিবার এ সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে সমাজকর্মীর শরণাপন্ন হয়েছে।

৫. স্ত্রীর প্রতি লিমনের সহিংস আচরণের মূল কারণ কী?

ক যৌতুক প্রাপ্তির বাসনা খ চরম দারিদ্র্যের মধ্যে বড় হওয়া
গ পাড়া–প্রতিবেশীর প্রভাব ● শৈশবে বঞ্চনার অভিজ্ঞতা

৬. লিমনের পরিবারের জন্য সমাজকর্মী যে পদৰেপ গ্রহণ করতে পারেন, তা হলো–

i. সুস্থ পরিবার গঠন বিষয়ে উদ্বুদ্ধকরণ
ii. প্রচলিত আইন সম্পর্কে সচেতন করা
iii. আইনরৰাকারী বাহিনীর হাতে সোপর্দ করা

নিচের কোনটি সঠিক?

● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

■ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ এইডসের কারণ ও প্রভাব

রিমির বাবা সিঙ্গাপুরে চাকরির উদ্দেশ্যে গিয়েছিলেন। চাকরিরত অবস্থায় সেখানে তিনি শারীরিকভাবে অসুস্থতাবোধ করলে দেশে ফিরে আসেন এবং দু সপ্তাহের মধ্যে মৃত্যুবরণ করেন। পিতার মৃত্যুর ছয়মাস পর তার মাও অসুস্থ হয়ে পড়েন। নির্মল হাসি নামক উন্নয়ন সংস্থার সহায়তায় চিকিৎসা শুরু করলে পরীৰা–নিরীৰার পর ডাক্তার তাকে এইডস রোগে আক্রান্ত বলে নিশ্চিত করেন। বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ে। পরিবারটি এখন বহুমুখী সমস্যা মোকাবিলা করছে। এ সমস্যা প্রতিরোধে নির্মল হাসি সংস্থা রিমির পরিবারের পাশে এসে দাঁড়ায়।

ক. এইচআইভি কী?
খ. এইডস রোগ ছড়ানোর একটি উপায় ব্যাখ্যা কর।
গ. ডাক্তার কীভাবে নিশ্চিত হলেন যে, রিমির মা এইডস দ্বারা আক্রান্ত হয়েছেন? ব্যাখ্যা কর।
ঘ. রিমির পরিবারের সমস্যা মোকাবিলায় নির্মল হাসি সংস্থার গৃহীত পদৰেপ বিশেৱষণ কর।

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইচআইভি হলো অতি ক্ষুদ্র এক বিশেষ ধরনের এন্টি ভাইরাস।

খ এইডস হচ্ছে এমন একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি যা এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের মাধ্যমে রোগীর দেহে প্রবেশ করে। এইচআইভি সংক্রমিত পুরুষ বা মহিলার সাথে যৌনমিলন কিংবা এইচআইভি বহনকারী অন্যের রক্ত শরীরে সঞ্চালনের ফলে এ রোগ হয়।

গ উদ্দীপকে দেখা যায়, রিমির পিতার মৃত্যুর ছয় মাস পর তার মা অসুস্থ হয়ে পড়েন এবং ডাক্তার পরীৰা–নিরীৰা করার পর তাকে এইডস আক্রান্ত হিসেবে শনাক্ত করেন। অর্থাৎ এই ছয় মাস তার মধ্যে এইচআইভি ভাইরাস সুপ্ত অবস্থায় ছিল এবং শেষ পর্যন্ত তিনি এইডসে আক্রান্ত হন। এইচআইভি ভাইরাস মানবদেহে প্রবেশ করে দেহের নিজস্ব রোগ প্রতিরোধ ৰমতাকে ধীরে ধীরে ধ্বংস করে দেয়। এইচআইভি ভাইরাস অনেক দিন পর্যন্ত শরীরে সুপ্ত অবস্থায় থাকে, তবে সাধারণত এর সুপ্তিকাল প্রায় ৬–৭ মাস পর্যন্ত। যাদের দেহে এইচআইভি আছে, তারাই শেষ পর্যন্ত এইডসে আক্রান্ত হন। যদি রক্ত পরীৰার মাধ্যমে কারও দেহে ভাইরাসটি শনাক্ত করা যায় তবেই তাকে এইচআইভি পজেটিভ বলা হয়। উলিৱখিত পদ্ধতিতে পরীৰা করে ডাক্তার নিশ্চিত হলেন যে, রিমির মা এইডস রোগে আক্রান্ত।

ঘ রিমির বাবা এইডসে মারা গেছেন। তার মাও এখন এইডসে আক্রান্ত। বিষয়টি এলাকায় ছড়িয়ে পড়ায় পরিবারটি নানামুখী সমস্যায় পড়েছে। এ অবস্থায় পরিবারটি অসহায় বোধ করছে। এ পরিবারের জন্য এখন প্রয়োজন মানসিক ও সামাজিক সমর্থন। 'নির্মল হাসি' সংস্থার গৃহীত পদৰেপ এৰেত্রে ইতিবাচক ও উপযোগী। এইডসে আক্রান্ত রোগীর জন্য প্রয়োজন চিকিৎসা ও সামাজিক সমর্থন। এইডসে আক্রান্ত রোগীর জ্বর, ডায়রিয়া এবং ব্যথা থাকলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হয়। নিয়মিত খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হয়। রোগীকে ঘৃণা নয়, রোগকে ঘৃণা করার নীতি মেনে চলতে হয়। রোগীর সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, স্নেহ, ভালোবাসা দিয়ে রোগীর মন প্রফুল্ল রাখতে হবে। রোগীকে সাবধানে রাখতে হয়, যাতে সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত না হয়। যেহেতু 'নির্মল হাসি' সংস্থা রিমির পরিবারের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে সেহেতু বলা যায়, সংস্থাটি উলিৱখিত বিষয়গুলোর প্রতি খেয়াল রেখে রিমির মায়ের চিকিৎসার ব্যাপারে সহায়তা করছে। সামাজিকভাবে যেন সমর্থন পায় সে ব্যাপারে কাজ করছে, এবং মানসিকভাবে উৎফুল্ল রাখার জন্য সহযোগিতা করে যাচ্ছে।

প্রশ্ন– ২ সড়ক দুর্ঘটনা পরিস্থিতি ও হ্রাসের উপায়

১৯৯৭ সালে সড়ক ও জনপদ বিভাগের এক তথ্যানুযায়ী বাংলাদেশে প্রতি ১০,০০০ গাড়ি প্রায় ১২৫টি দুর্ঘটনায় পতিত হয়। দুর্ঘটনার এই হার এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশি এবং নরওয়ে ও সুইডেনের তুলনায় ১০০ গুণ বেশি। বাংলাদেশের সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর শুধু শিশু মারা যায় ৩৪১২ জন। ইনজুরিজনিত সমস্যায় পঙ্গুত্ববরণ করে ১২০০ শিশু। এ হিসেব মতে প্রতিদিন গড়ে ৩.৫ জন শিশু পঙ্গুত্বের শিকার

হয়। বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের এক প্রতিবেদনে দেখা যায় ২০০০–২০০৪ সাল পর্যন্ত সড়ক দুর্ঘটনায় আহতদের ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে। ৩০% লোকের বয়স ১৬–৫০ বছরের মধ্যে। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা কেন্দ্রের পরিসংখ্যানে দেখা যায় ২০–৪৪ বছরের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক দুর্ঘটনার শিকার।

?

ক. বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদন অনুসারে ২০০১ সালে বাংলাদেশে কয়টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে?

খ. সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ব্যাখ্যা কর।

গ. সমাজজীবনে শিশু ও কর্মক্ষম ব্যক্তির পঙ্গুত্ববরণ ও মৃত্যুর অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ. উপরোক্ত তথ্যের আলোকে সড়ক দুর্ঘটনারোধের পদক্ষেপগুলো বিশ্লেষণ কর।

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদন অনুসারে ২০০১ সালে বাংলাদেশে ৪০৯১টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

খ বাংলাদেশের শহরে গাড়ির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দক্ষ চালক তৈরি হয়নি। অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অন্য গড়ি ওভারটেক করা, বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালানো, ট্রাফিক আইন না মানা, অতিরিক্ত যাত্রী ও মালামাল বহন করা প্রভৃতি কারণে সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। এছাড়া ত্রুটিপূর্ণ সড়ক, ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি, পথচারীদের অন্যমনস্কতা ও অসতর্কতার কারণেও অনেক সময় সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

গ শিশু ও কর্মক্ষম ব্যক্তির পঙ্গুত্ববরণ ও মৃত্যুর অর্থনৈতিক ও মানসিক প্রভাব সমাজজীবনে ব্যাপক। কেননা উপার্জনক্ষম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের দুর্বিষহ জীবনযাপন করতে হয় এবং তারা আর্থিকভাবে ক্ষতির সম্মুখীন হয়। ওই পরিবারের শিশুদের শিক্ষা ব্যাহত হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনাকবলিত শিশু ও ব্যক্তি শারীরিকভাবে পঙ্গু হলে কর্মক্ষমতা হারিয়ে ফেলে, যা তাদের ব্যক্তি জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। মানসিক ভারসাম্যহীনতা ব্যক্তি জীবনকে নানাভাবে প্রভাবিত করে। এ সমস্যা কোনো কোনো ক্ষেত্রে হত্যায় রূ প নেয়। আবার অনেক সময় পঙ্গু ব্যক্তিটি ভিক্ষাবৃত্তিতে জড়িয়ে পড়ে কেউ কেউ জীবন নির্বাহের জন্য অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। কেউ কেউ চরম হতাশা লাঘবে মাদকাসক্ত হয়ে পড়ে।

ঘ উদ্দীপকের তথ্য অনুযায়ী এশিয়ার দেশগুলোতে সড়ক দুর্ঘটনার হার বেশি। বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনায় প্রতিবছর শিশু মারা যায় ৩৪১২ জন, পঙ্গুত্ববরণ করে ১২০০ শিশু। প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিসংখ্যান অনুযায়ী ২০–৪৪ বছরের কর্মক্ষম জনগোষ্ঠী অধিক দুর্ঘটনার শিকার হয়। এ দুর্ঘটনা রোধ করতে হলে নানাবিধ পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে হবে : ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল হতে হবে। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা, জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমকে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা। রাস্তায় গাড়ি বের করার আগে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করা, গাড়ির ছাদে যাত্রী বা মালামাল বহন না করা, প্রতিযোগিতা করে গাড়ি না চালানো। ভারী যান চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা, সকল সিগন্যাল পয়েন্টে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল স্থাপন করা, আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনরায় নির্মাণ করা। বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি না চালানো, গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল পরিবহন না করা, অন্য গাড়িকে ওভারটেক না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন করতে হবে।গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইন মেনে, সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা ইত্যাদি। উল্লিখিত পদক্ষেপগুলো যথাযথভাবে পালনের মাধ্যমে সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব।

■ সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ এইডস আক্রান্ত হওয়ার কারণ কী?

উত্তর : এইচআইভি ভাইরাস সংক্রমণের কারণে এইডস হয়। এইচআইভি সংক্রমিত পুরুষ বা মহিলার সাথে যৌনমিলন কিংবা এইচআইভি বহনকারী অন্যের রক্ত শরীরে সঞ্চালনের ফলে এ রোগ হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ কীভাবে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে?

উত্তর : সামাজিক মূল্যবোধের যথাযথ অনুশীলন সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে এই মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমাজে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ও শিথিলতা ঘটলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাহায্য প্রার্থী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে। সমাজের সংস্কৃতি পরিপন্থী কর্মকাণ্ড, অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা, দুর্নীতি প্রভৃতি সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন : বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মানপ্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এ মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ পাচারকৃত নারী ও শিশু কীভাবে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে?

উত্তর : পাচারকৃত নারী ও শিশুরা নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয়ে থাকে। এদেরকে বলপূর্বক বিভিন্ন অবমাননাকর এবং অমানবিক কাজ যেমন: দেহ ব্যবসা, উটের জকি, অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রি ইত্যাদিতেও ব্যবহার করা হয়। এভাবে তারা সহিংসতার শিকার হন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা কর্তৃক সেবাগ্রহীতার দাপ্তরিক ফাইল আটকানোকে দুর্নীতি বলা হয় কেন?

উত্তর : সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে। অবৈধ সুযোগ–সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাও দুর্নীতি। অনেক সময় অফিসের প্রধান কর্মকর্তার টেবিলে দীর্ঘদিন নানা কারণে ফাইলবন্দি হওয়ার কারণে অধস্তন কর্মচারীরা সুযোগ গ্রহণ করে এবং ফাইল তাড়াতাড়ি ছাড় করানোর কথা বলে ঘুষ গ্রহণ করে। এ ক্ষেত্রে ফাইলবন্দি করাও দুর্নীতি।

■ বর্ণনামূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ 'সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টির মূল কারণ সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন'– কথাটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতি নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা তখনই প্রতিভাত হবে যখন ব্যক্তির ওপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাবে। অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। একটি উদাহরণের মাধ্যমে বিষয়টি ব্যাখ্যা করা হলো– সামাজিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হলো পরিবার। পরিবার সদস্যদের সামাজিক নিয়মনীতি অনুযায়ী জীবন পরিচালনার সুযোগ সৃষ্টি করে।

কিন্তু পরিবারে ভাঙন বা বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে সদস্যরা তাদের যথাযথ সামাজিক ভূমিকা পালনে ব্যর্থ হয়। এর ফলে তারা নানা রকম অপরাধকর্ম যেমন: অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, নারী নির্যাতনসহ নানা রকম অপরাধে লিপ্ত হয়। যার ফলে সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের সৃষ্টি হয়। পরিশেষে বলা যায় যে, সামাজিক প্রতিষ্ঠানগুলো যদি তার ভূমিকা যথাযথভাবে পালন করতে ব্যর্থ হয় তবে সমাজের সদস্যরা বিভিন্ন অপরাধ কার্যে লিপ্ত হয় যা সমাজে বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ 'সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা'– দৃষ্টান্তসহ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি। তাই যেসব ধ্যান–ধারণা, বিশাল, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন : বড়দের শ্রদ্ধা করা অতিথিকে সম্মান করা ছোটদের স্নেহ ও মমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এই মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যা সামাজিক অসংগতির মূল কারণ। মূল্যবোধের যথাযথ অনুশীলন সুন্দর সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। সমাজে এই মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। নৈরাজ্যে ও মূল্যবোধের অবক্ষয় পরস্পর সম্পর্কিত ধারণা। সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় হলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় আবার নৈরাজ্য সৃষ্টি হলে সামাজিক মূল্যবোধ থাকে না।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ 'যৌন হয়রানি ও ফতোয়া' নারীর প্রতি বর্বর ও পৈশাচিক সহিংসতা কেন? ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সাম্প্রতিক সময়ে যৌন হয়রানি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা। এটি নৈতিকতার চরম অবক্ষয় এবং একটি সামাজিক বিপর্যয়, যা সারা পৃথিবীর মতো বাংলাদেশকেও গ্রাস করেছে। আমাদের দেশে নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে কিশোরী, তরুণী এমনকি বিবাহিত নারীও জঘন্য যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে এবং এ যৌন হয়রানিকে ইভটিজিং বলা হয়, যা দিন দিন অপ্রতিরোধ হয়ে উঠছে। ইভটিজিং শব্দটি যৌন হয়রানির প্রতিশব্দ যা প্রকৃত অবস্থাকে ব্যাখ্যা না করে বর্তমানে বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। ইভটিজিং হচ্ছে লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা। গৃহ অভ্যন্তরে, কর্মক্ষেত্রে অথবা যাতায়াতের পথে কখনো বা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরুষ কর্তৃক নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হতে পারে।

ফতোয়া : গ্রামীণ এলাকায় নারীর প্রতি ফতোয়ার মাধ্যমে সহিংসতার ঘটনা ঘটে। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মনগড়া আইনের মাধ্যমে বিচার কার্য পরিচালনা করে, যা দেশের প্রচলিত আইনের পরিপন্থী।

যৌন হয়রানি ও ফতোয়ার কারণে নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতনে কখনো কখনো নারীর অঙ্গহানি ঘটে। এর ফলে নারীর শারীরিক মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। এছাড়া যৌন হয়রানি ও ফতোয়ার কারণে নারীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ 'উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই সড়ক দুর্ঘটনার অধিক শিকার'– কথাটি যুক্তি দিয়ে ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের গবেষণা ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি। উপার্জনক্ষম ব্যক্তিই বেশি সড়ক দুর্ঘটনার শিকার হয় কারণ তারা প্রতিনিয়ত কাজের জন্য বাইরে যায়। এক্ষেত্রে তাদের চলাচলের জন্য বিভিন্ন যানবাহনে চড়তে হয়। অনেক সময় যাত্রী পরিবহনে আসন সংখ্যার চেয়ে অতিরিক্ত হয়। যার কারণে যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত হয়। এছাড়া অনেক সময় কর্মক্ষেত্রে তাড়াতাড়ি পৌঁছানোর জন্য মানুষ প্রচণ্ড ভিড়ের মধ্যে গাড়িতে উঠতে গিয়ে বিভিন্ন দুর্ঘটনার শিকার হয়। অতিরিক্ত ব্যস্ততার কারণে অসাবধানভাবে রাস্তা পার হতে গিয়েও অনেকে দুর্ঘটনার শিকার হয়। সুতরাং আলোচনার শেষে বলা যায় যে, উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা কাজের প্রয়োজনে বেশি বাইরে যায়, বেশি যানবাহনে চড়ে ফলে তারা বেশি দুর্ঘটনার শিকার হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ 'পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় জীবনে জঙ্গিরা অপরাধী'– কথাটি দৃষ্টান্ত দিয়ে বুঝিয়ে লিখ।

উত্তর : জঙ্গি অর্থ যুদ্ধবাজ। আচরণগত দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজে অননুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে। জঙ্গিরা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজে বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করতে চায়। জঙ্গি কর্মকাণ্ডে তারা বোমা, গুপ্ত হত্যায় ব্যবহৃত স্থলমাইন, সামরিক অস্ত্র এবং অনেক ক্ষেত্রে আধুনিক মারণাস্ত্র পর্যন্ত ব্যবহার করে থাকে। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রভাব ভয়াবহ ও মারাত্মক। জঙ্গি কর্মতৎপরতার কারণে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া জঙ্গি কার্যক্রম আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে পারে। আমরা বিশ্বের বহু দেশের জঙ্গিদের দ্বারা সংঘটিত অনেক অপরাধকর্ম সম্পর্কে কমবেশি জানি। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কারণ এই জঙ্গিবাদ। আমাদের দেশে যশোর জেলায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে এবং পয়লা বৈশাখে রমনার বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিরীহ শান্তিকামী মানুষকে হত্যা জঙ্গিদের কাজ। জঙ্গি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের পরিবারের জন্যও হুমকিস্বরূপ। মূলত এদের কোনো সুস্থ সামাজিক জীবন থাকে না। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র এদের অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখে। অনেক সময় তাদের পরিবার ও সমাজ জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে। জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।

বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

■ গুরুত্বপূর্ণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১. নারী ও শিশুর প্রতি নির্যাতনের জন্য সর্বনিম্ন শাস্তি কত বছর?
● ২ ⓚ ৩ ⓖ ৪ ⓘ ৫

২. জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী শিশু কারা?
ⓚ ৭ বছরের কম বয়সীরা ⓚ ৭–১৬ বছর বয়সীরা
ⓖ অনূর্ধ্ব ১৬ বছর ● অনূর্ধ্ব ১৮ বছর

৩. ১০ বছর বয়সী অরু পকে দিয়ে ঝালাইয়ের কাজ করাচ্ছেন দোকান মালিক রকিব উদ্দিন। তিনি কোনটির পরিপন্থী কাজ করছেন?
● বাংলাদেশের শ্রম আইন, ২০০৬
ⓚ জাতিসংঘের শিশু অধিকার সনদ, ১৯৮৯
ⓖ বাংলাদেশের শিশু আইন, ১৯৭৪
ⓘ জাতীয় শিশুনীতি, ২০১১

৪. সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা কী?
ⓚ এসিড নিক্ষেপ ⓚ নারী ও শিশু পাচার
● যৌন হয়রানি ⓘ সড়ক দুর্ঘটনা

৫. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণীত হয় কত সালে?

● ২০০০ ⓚ ২০০১ ⓖ ২০০২ ⓘ ২০০৩

৬. বিশ্ব এইডস দিবস কবে?
● ১ ডিসেম্বর ⓚ ১ সেপ্টেম্বর ⓖ ১ অক্টোবর ⓘ ১ নভেম্বর

৭. এইডস কেন হয়?
ⓚ সংক্রমিত রোগীর চোখের পানির সংস্পর্শে
● 'এইচআইভি' ভাইরাস আক্রমণ করলে
ⓖ সংক্রমিত রোগীর থালাবাসন ব্যবহার করলে
ⓘ আক্রান্ত রোগীর সাথে আলিঙ্গান করলে

৮. শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা একজন পুরবষকে সহিংস করে তোলে। এর মূল কারণ হলো–
ⓚ ত্রবটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ ⓚ মূল্যবোধের অবৰয়
ⓖ সামাজিক পরিবর্তন ● আধিপত্যপূর্ণ মনোভাব

৯. সড়ক দুর্ঘটনার বেশিরভাগ কারণ–
● অদৰ ও প্রশিৰণবিহীন চালক ⓚ ছোট রাস্তা
ⓖ অধিক জনসংখ্যা ⓘ অধিক যানবাহন

১০. Militant (জঙ্গিবাদ) শব্দটি এসেছে–
● ল্যাটিন ভাষা থেকে ⓚ বাংলা ভাষা থেকে
ⓖ ইংলিশ ভাষা থেকে ⓘ হিন্দি ভাষা থেকে

১১. 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন' অনুযায়ী কত বছর বয়স পর্যন্ত শিশু বলে বিবেচিত হবে?
● ১৮ বছরের কম ⓚ ১৭ বছরের কম
ⓖ ১৬ বছরের কম ⓘ ১৫ বছরের কম

১২. জাতিসংঘ শিশু অধিকার আইন প্রণীত হয় কত সালে?
ⓚ ১৯৮৮ ● ১৯৮৯ ⓖ ১৯৯০ ⓘ ১৯৯১

১৩. সর্বপ্রথম কত সালে বাংলাদেশ HIV ধরা পড়ে?
ⓚ ১৯৮৭ সালে ● ১৯৮৯ সালে ⓖ ১৯৯১ সালে ⓘ ১৯৯৩ সালে

১৪. কোনটিতে এইডস ছড়ায়?
ⓚ কাপ ⓚ গরাস
ⓖ কাপড় ● এইডস ভাইরাসযুক্ত সিরিঞ্জ

১৫. বিশ্বে প্রথম এইচআইভি রোগী ধরা পড়ে —— সালে।
ⓚ ১৯৭৯ ⓚ ১৯৮০ ● ১৯৮১ ⓘ ১৯৮২

১৬. সমাজে নৈরাজ্য কখন দেখা দেয়?
● যখন রাষ্ট্রযন্ত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণ নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থ হয়
ⓚ যখন বিদেশিরা আক্রমণ করে
ⓖ যখন অর্থসংকট দেখা দেয়
ⓘ যখন সামাজিক পরিবর্তন দ্রবত হয়

১৭. সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হচ্ছে–
ⓚ অপরাধ ⓚ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
ⓖ নৈতিকতা অবনতি ● সামাজিক নৈরাজ্য

১৮. এইডস কেন হয়?
ⓚ সংক্রামিত রোগীর চোখের পানির সংস্পর্শে
ⓚ আক্রান্ত রোগীর সাথে আলিঙ্গান করলে
ⓖ সংক্রামিত রোগীর থালা–বাসন ব্যবহার করলে
● এইচআইভি ভাইরাস আক্রমণ করলে

১৯. বিশ্বে প্রথম এইচআইভি রোগী শনাক্ত করা হয় কত সালে?
● ১৯৮১ সালে ⓚ ১৯৮৯ সালে ⓖ ১৯৯৫ সালে ⓘ ২০০১ সালে

২০. বাংলাদেশ কত সালে 'জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ' অনুসমর্থন করেছে?
ⓚ ১৯৮৯ ● ১৯৯০ ⓖ ১৯৯১ ⓘ ১৯৯২

২১. এইচআইভি (HIV) কী?
ⓚ এক ধরনের রোগ ⓚ এক প্রকার ব্যাকটেরিয়া
● এক প্রকার ভাইরাস ⓘ মরণব্যাধি

২২. গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের মূল্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়–
ⓚ বৈষয়িক উন্নতির মাধ্যমে ⓚ আর্থিক স্বচ্ছলতার মাধ্যমে
ⓖ সমৃদ্ধি লাভের মাধ্যমে ● জীবনধারার মাধ্যমে

২৩. জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী কত বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু?
ⓚ ১৬ ⓚ ১৭ ● ১৮ ⓘ ১৯

২৪. কখন বিশ্বে প্রথম এইচআইভি রোগী শনাক্ত করা হয়?
ⓚ ১৯৮৫ সালে ⓚ ১৯৮৪ সালে ● ১৯৮১ সালে ⓘ ১৯৮০ সালে

২৫. 'HIV' এর সুপ্তিকাল কত মাস?
ⓚ ৩–৪ মাস ⓚ ৪–৫ মাস ⓖ ৫–৬ মাস ● ৬–৭ মাস

২৬. নৈতিক অবনতি ব্যাপক হলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানে কী প্রভাব পড়ে?
ⓚ ৰতি হয় ● ভাঙন শুরব হয়
ⓖ সংকুচিত হয় ⓘ কার্যক্রম বেড়ে যায়

২৭. সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় কেন?
ⓚ সচেতনতার অভাবে ● মুল্যবোধের অবৰয় ঘটলে
ⓖ রাজনৈতিক কারণে ⓘ আইনশৃঙ্খলার কারণে

২৮. ২০০১ সালে HIV ভাইরাস বহনকারীর সংখ্যা কত?
ⓚ ১৮০ ● ১৮৮ ⓖ ১৮৪ ⓘ ১৯২

২৯. সামাজিক মূল্যবোধ অবৰয়ের মূল কারণ কোনটি?
ⓚ বিশৃঙ্খল পরিবেশ ● মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তন
ⓖ বিদেশি সংস্কৃতি ⓘ সহনশীলতার অভাব

৩০. কোনটির প্রভাবে সমাজে দুর্নীতি বেড়ে যায়?
ⓚ দারিদ্র্য ⓚ বেকারত্ব
ⓖ যৌতুক প্রথা ● মূল্যবোধের অবৰয়

৩১. নারীর প্রতি সহিংসতা কাকে প্রভাবিত করে?
ⓚ শিশু পাচার ● নারীর প্রতি সহিংসতা
ⓖ এসিড নিৰেপ ⓘ শরীলতাহানি

৩২. 'ফতোয়া' বলতে কী বোঝায়?
● প্রভাবশালী ব্যক্তিদের মনগড়া আইন ⓚ সরকারের নির্ধারিত আইন
ⓖ বিদেশিদের পাঠানো আইন ⓘ প্রচলিত আইন

৩৩. এসিড দ্বারা কোনো কিশোরীর কোনো অঙ্গ আঘাতপ্রাপ্ত হলে তার সর্বোচ্চ শাস্তি কী?
ⓚ অনধিক ১২ বছর কারাদণ্ড ● অনধিক ১৪ বছর কারাদণ্ড
ⓖ অনধিক ১৬ বছর কারাদণ্ড ⓘ অনধিক ২০ বছর কারাদণ্ড

৩৪. নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের করণীয় কোনটি?
ⓚ আইনের প্রয়োগ ● সচেতনতা সৃষ্টি
ⓖ বিধবা ভাতা প্রদান ⓘ সামাজিক আন্দোলন

৩৫. বাংলাদেশের আইনে শিশু ধরা হয়েছে কত বছর পর্যন্ত?
ⓚ ১৫ ⓚ ১৬ ⓖ ১৭ ● ১৮

৩৬. কিশোর–শ্রমিকদের কর্মঘণ্টা কত?
ⓚ ৪ ● ৫ ⓖ ৬ ⓘ ৮

৩৭. কখন কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না?
● সন্ধ্যা ৭টা–ভোর ৭টা ⓚ সকাল ৭টা–সন্ধ্যা ৭টা
ⓖ সকাল ৮টা–বিকাল ৮টা ⓘ বিকাল ৩টা–সন্ধ্যা ৭টা

৩৮. কত সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুশ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে?
● ১৯৮৯ ⓚ ১৯৯০ ⓖ ১৯৯১ ⓘ ১৯৯৯

৩৯. কত সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে অনুসমর্থন করে?
ⓚ ১৯৮৪ ⓚ ১৯৮৭ ● ১৯৯০ ⓘ ১৯৯৪

৪০. কিশোর অপরাধের বিচার ব্যবস্থার উদ্দেশ্য কী?
ⓚ কিশোরদের সাজা দেওয়া
ⓚ শিৰার ব্যবস্থা করা
● কিশোরদের সংশোধনের সুযোগ দেওয়া
ⓘ নৈতিক শিৰা প্রদান

৪১. বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪–এ কত বছরের কম বয়সী সবাই শিশু?
ⓚ ১৫ ● ১৬ ⓖ ১৭ ⓘ ১৮

৪২. শিশু আদালত প্রতি মাসে কতবার বসবে?
ⓚ ১–২ ● ২–৩ ⓖ ৩–৪ ⓘ ৪–৫

৪৩. যৌতুকের মূলে কী রয়েছে?
● ফতোয়া ⓚ জটিলতা ⓖ কুসংস্কার ⓘ জটিলতা

৪৪. বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটি কত মাস?
ⓚ ৪ ⓚ ৫ ● ৬ ⓘ ৭

৪৫. শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার অভিজ্ঞতা একজন পুরবষকে সহিংস করে তোলে। এর মূল কারণ কী?

● ত্রুটিপূর্ণ সামাজিকীকরণ ⓚ মূলবোধের অবক্ষয়
ⓖ গোঁড়ামিপূর্ণ মনোভাব ⓘ আধিপত্যভাব

৪৬. HIV–এর পূর্ণরূপ কী?
ⓚ Human Immune Dificiencey Virus
ⓚ Human Immune Death Virus
● Human Immuno Deficiency Virus
ⓘ Human Immune dead Virus

৪৭. AIDS-এর পূর্ণরূপ কোনটি?
ⓚ Actual Imnume deficiency Syndrome
● Acquired Immune Deficiency Syndrome
ⓖ Acquired Intermedia Deficiency Syndrome
ⓘ Acquired Intermediate Defect Syndrome

৪৮. এইডস প্রতিরোধের উপায় কোনটি?
● জীবাণুযুক্ত সুচ ব্যবহার না করা ⓚ ধর্মীয় অনুশাসন না–মানা
ⓖ বিদেশ যাত্রা করা ⓘ সম্পর্কে বিশ্বাস স্থাপন করা

৪৯. এইডসের প্রাথমিক লক্ষণ কোনটি?
● ওজন দ্রুত হ্রাস পাওয়া ⓚ বারবার মূর্ছা যাওয়া
ⓖ ঘন ঘন কাশি দেওয়া ⓘ মাঝে মাঝে জ্বর হওয়া

৫০. বিশ্বে কখন HIV রোগী শনাক্ত করা হয়?
ⓚ ১৯৮০ ⓚ ১৯৮২ ● ১৯৮১ ⓘ ১৯৮৩

৫১. বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এইডস রোগের বিস্তার কেমন?
ⓚ তুলনামূলক কম ⓚ তুলনামূলক বেশি
● ভয়াবহ ⓘ চরম

৫২. আমাদের দেশে এইডস সংক্রমণের প্রধান কারণ কী?
ⓚ শিক্ষার অভাব ● এইডস সম্পর্কে অজ্ঞতা
ⓖ পেশাদার রক্তদাতার সংখ্যা বেশি ⓘ মাদকদ্রব্য গ্রহণের প্রবণতা বেশি

৫৩. বাংলাদেশের প্রথম এইডস সংক্রমণ রোগী কোথায় কর্মরত ছিল?
ⓚ কাতার ● দুবাই ⓖ লন্ডন ⓘ আফ্রিকা

৫৪. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির শারীরিক মৃত্যু ঘটার পূর্বেই কীভাবে মানসিক মৃত্যু ঘটে?
ⓚ ওষুধের সাহায্যে ⓚ বিশেষজ্ঞদের অবহেলা
● সহানুভূতির অভাবে ⓘ দরিদ্রতার কারণে

৫৫. 'Militant' শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ কী?
ⓚ সেনা ● জঙ্গি ⓖ সেনাবাহিনী ⓘ জঙ্গিবাহিনী

৫৬. আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধসের কারণ কী?
● জঙ্গিবাদ ⓚ শত্রুতা
ⓖ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ⓘ বিদেশি শত্রুতা

৫৭. কোন কাজটি দুর্নীতির মধ্যে পড়ে?
ⓚ মুনাফা অর্জন ⓚ ঋণ প্রদান
● স্বজনপ্রীতি ⓘ ঋণ গ্রহণ

৫৮. কোনটি দুর্নীতির সাথে যুক্ত?
ⓚ পদোন্নতি ⓚ আয়–ব্যয়
● নগদ অর্থ ⓘ চাকরি পাওয়া

৫৯. মীরন একজন দুর্নীতিবাজ লোক। তার ক্ষেত্রে নিচের কোনটি সত্য?
ⓚ সে দৈহিক শ্রম বেশি দেয় ⓚ সে উচ্চশিক্ষিত নয়
● তার ধূর্ত বুদ্ধি বেশি ⓘ সে একজন রাজনীতিবিদ

৬০. চাকরিজীবী কী কারণে দুর্নীতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে?
● পারিবারিক চাহিদার কারণে ⓚ প্রভাব খাটানোর জন্য
ⓖ উচ্চ পর্যায়ে ওঠার জন্য ⓘ রাজনীতিবিদ হওয়ার জন্য

৬১. সমাজ থেকে দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব হবে কী করলে?
● জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠিত হলে ⓚ গণমাধ্যম সক্রিয় হলে
ⓖ জনগণ সচেতন হলে ⓘ দুর্নীতিবাজদের উপযুক্ত শাস্তি দিলে

৬২. সমাজের সর্বস্তরে কোনটি প্রতিষ্ঠিত হলে দুর্নীতি প্রতিরোধ সম্ভব?
● স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা ⓚ সচেতনতা
ⓖ সামাজিক সংগঠন ⓘ সামাজিক আদালত

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৬৩. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘটে–
i. সমাজে বিচার না হলে
ii. সমাজে আইনের শাসনের দুর্বলতা ও অভাব থাকলে
iii. মানুষের সহনশীলতার অভাব দেখা দিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৪. কোন কাজগুলো দুর্নীতির মধ্যে পড়ে?
i. ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি
ii. বল প্রয়োগ ও ভয় প্রদর্শন
iii. অবৈধ সুযোগ–সুবিধা লাভ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৫. দুর্নীতি প্রতিরোধে কি করা প্রয়োজন?
i. গণসচেতনতা সৃষ্টি ও সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা
ii. পারিবারিক মূল্যবোধ জাগ্রতকরণ ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ
iii. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৬. নারীর প্রতি এসিড নিক্ষেপের কারণ হলো–
i. প্রেম নিবেদন
ii. অনৈতিক প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান
iii. সহানুভূতি
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

৬৭. সড়ক দুর্ঘটনার সাথে সম্পর্কিত হচ্ছে–
i. সড়ক আইন না মানা
ii. ত্রুটিযুক্ত যানবাহন
iii. ড্রাইভারদের অ্যালকোহল গ্রহণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

৬৮. জনসংখ্যা বৃদ্ধির ফলে বিভিন্নমুখী সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে–
i. বেকারত্বে
ii. সামাজিক নীতিতে
iii. শিশুশ্রমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

৬৯. সড়ক দুর্ঘটনা রোধের উপায় হলো–
i. চালককে ট্রাফিক আইন মেনে চলা
ii. আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সঠিক দায়িত্ব পালন
iii. নিরাপদ সড়কের ব্যবস্থা করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

৭০. সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির জন্য দায়ী–
i. সংস্কৃতি পরিপন্থি কর্মকাণ্ড
ii. অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ
iii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ● i, ii ও iii

৭১. ডাম্বেল আমেনাকে এসিড নিক্ষেপ করে। ফলে আমেনার মুখমণ্ডল বিকৃত হয়। এসিড নিক্ষেপের জন্য ডাম্বেলের শাস্তি হতে পারে–
i. মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড
ii. অনুর্ধ্ব এক লক্ষ টাকার অর্থদণ্ড
iii. সাত বছর সশ্রম কারাদণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

৭২. এইডস রোগের লক্ষণ হলো–
i. শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ
ii. সার্বক্ষণিক জ্বর
iii. শুকনা কাশি

নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ● i, ii ও iii

৭৩. সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ হলো–
i. দারিদ্র্য
ii. সামাজিক কুপ্রথা
iii. সামাজিক বিশৃঙ্খলা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৪. দুর্নীতি উচ্ছেদ করা সম্ভব–
i. ব্যাপক কর্মসংস্থান সৃষ্টির মাধ্যমে
ii. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে
iii. সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৫. সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তনের কারণ–
i. শিৰার উন্নয়ন ii. শিল্পায়ন
iii. ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৬. সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভাঙনের ফলে–
i. সামাজিক বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়
ii. সামাজিক নৈরাজ্য দেখা দেয়
iii. সমাজের পরিবর্তন ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৭৭. সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয় যখন–
i. ব্যক্তির আচরণ অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে
ii. শাসনতন্ত্র অকার্যকর হয়ে পড়ে
iii. একাধিক গোষ্ঠীর মধ্যে অন্তঃকলহ দেখা দিলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৮. সামাজিক সমস্যার উপাদান হলো–
i. বিশৃঙ্খলা
ii. অসংগতি
iii. সামঞ্জস্যহীনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৭৯. বর্তমানে আমাদের দেশে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে–
i. কিশোরী
ii. বিবাহিতা নারী
iii. তরবণী
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮০. নারীর প্রতি সহিংসতার প্রধান কারণ হলো–
i. পুরবষতান্ত্রিক সমাজ
ii. ধর্মীয় অপব্যাখ্যা
iii. নারীদের অসচেতনতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮১. বাংলাদেশের নারী সমাজ যে কারণে নির্যাতনের কথা প্রকাশ করে না–
i. লোকলজ্জার ভয়
ii. পারিবারিক মর্যাদা
iii. সামাজিক মর্যাদা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮২. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদের সাথে সম্পর্কিত তথ্য হলো–
i. ১৯৭৪
ii. ২০০৪
iii. ১৯৮৯
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৩. কিশোর অপরাধ মোকাবিলার জন্য প্রয়োজন–
i. অপসংস্কৃতি রোধ
ii. চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম
iii. কিশোরদের স্বাধীনতা প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৪. বাংলাদেশে মাতৃত্বকালীন ছুটির সাথে অসামঞ্জস্যপূর্ণ তথ্য হলো–
i. দুই মাস
ii. তিন মাস
iii. ছয় মাস
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৫. শিশু শ্রমিক বৃদ্ধির কারণ–
i. দারিদ্র্য
ii. সচেতনতার অভাব
iii. পারিবারিক ভাঙন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৬. এইডস আক্রান্ত রোগীর পূর্ব লৰণ হলো–
i. দ্রবত ওজন হ্রাস
ii. ঘন ঘন বমি
iii. ঘাড় ও বগলে অসহ্য ব্যথা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮৭. সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে করণীয় হলো–
i. ট্রাফিক আইন মেনে গাড়ি চালানো
ii. দৌড়ে রাস্তা পার না হওয়া
iii. দৰ চালকের হাতে গাড়ি দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৮. জঙ্গি বলতে বোঝায়–
i. যারা আক্রমণাত্মক
ii. যারা যুদ্ধবাজ
iii. যারা হিংসাত্মক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৮৯. দুর্নীতি প্রতিরোধ করা সম্ভব–
i. কর্মসংস্থানের প্রতিযোগিতা সৃষ্টি করে
ii. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা করে
iii. দারিদ্র্যবিমোচন করে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯০–৯২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
দিশার স্বামীর আধিপত্য ও গোঁড়ামিপূর্ণ মনোভাবের কারণে দিশা স্বামীর সেবাদাসী হয়ে পড়ে। এতে দিশার মধ্যে সহিংসতা সৃষ্টি হয়।

৯০. অনুচ্ছেদে দিশা নির্যাতনের বিষয় বাইরে প্রকাশ করতে পারে না–
i. লোকলজ্জার ভয়ে
ii. পারিবারিক মর্যাদার ভয়ে
iii. সামাজিক মর্যাদার ভয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ i i ও iii ● i, ii ও iii

৯১. অনুচ্ছেদে দিশার প্রতি সহিংসতা রোধে কাকে এগিয়ে আসতে হবে?

● সমাজকে ⓚ সরকারকে
ⓖ বিদেশি সংস্থাকে ⓘ স্থানীয় চেয়ারম্যানকে

৯২. দিশার প্রতি সহিংসতা রোধে গুরুত্ব দিতে হবে–
i. মূল্যবোধের অবক্ষয়
ii. অপসংস্কৃতি রোধ
iii. ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৩ ও ৯৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
মিসেস জারা রহমান একটি সরকারি অফিসের কর্মকর্তা। তিনি বাংলাদেশ সরকারের ১১ জানুয়ারি, ২০১১ সালের প্রকাশিত গেজেটের ভিত্তিতে ৬ মাসের ছুটি ভোগ করছেন।

৯৩. মিসেস জারা রহমান কোন ধরনের ছুটি ভোগ করছেন?
● মাতৃত্বকালীন ছুটি ⓚ নৈমিত্তিক ছুটি
ⓖ অর্জিত ছুটি ⓘ বিনোদন ছুটি

৯৪. সরকারের উক্ত ছুটি মঞ্জুরের মূল উদ্দেশ্য হলো–
i. নিরাপদ প্রসূতি সেবা নিশ্চিত করা
ii. শিশুকে অপুষ্টির হাত থেকে রক্ষা করা
iii. শিশুদের জন্য মাতৃদুগ্ধ নিশ্চিত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● ii ও iii ⓖ i ও iii ⓘ i, ii ও iii

অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৫ ও ৯৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
মি. 'ক' বহুদিন বিদেশে থেকে সম্প্রতি দেশে এসেছেন। তাঁর স্ত্রী লক্ষ্য করলেন, তাঁর স্বামীর ওজন দিন দিন কমে যাচ্ছে। জ্বর ও ঘন ঘন কাশি লেগে আছে।

৯৫. মি. 'ক' কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি?
ⓚ যক্ষ্মা ⓚ নিউমোনিয়া ⓖ ম্যালেরিয়া ● এইডস

৯৬. উক্ত সম্ভাব্য রোগের ক্ষেত্রে তার স্ত্রীর উচিত–
i. স্বামীর কাপড় ও বিছানা স্পর্শ করা
ii. স্বামীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা
iii. স্বামীর প্রতি সহানুভূতিহীন হওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৭ ও ৯৮ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
জুলেখা অর্থের অভাবে লেখাপড়া ছেড়ে দিয়ে ঢাকায় চাকরির খোঁজে আসে। একদিন সে বখাটেদের নির্যাতনের শিকার হয়।

৯৭. জুলেখার নির্যাতিত হওয়ার পেছনে কোন কারণটি ক্রিয়াশীল?
ⓚ শিক্ষার অভাব ● দারিদ্র্য ⓖ শিল্পায়ন ⓘ নগরায়ণ

৯৮. জুলেখার প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজে করণীয়গুলো হলো–
i. নারীর জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ
ii. আইন প্রণয়ন
iii. নারী নির্যাতনকারীদের শাস্তি প্রদান
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৯৯ ও ১০০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও:
ভারতের মুম্বাই শহরে মানুষ মানুষের বাড়িঘর দখল করে প্রকাশ্যে মানুষকে খুন করে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে এবং প্রকাশ্যে প্রভাবশালীদের পক্ষে কাজ করে।

৯৯. অনুচ্ছেদে বিদ্যমান অবস্থাকে কী বলে?
ⓚ বিশৃঙ্খলা ● নৈরাজ্য
ⓖ সামাজিক অবনতি ⓘ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা

১০০. উদ্দীপকের এ অবস্থা দূর করা যেতে পারে–
i. রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার মাধ্যমে
ii. আইনের অনুশাসনের দ্বারা
iii. পুলিশকে সক্রিয় করার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০১ ও ১০২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
ডলার সাহেব একজন সমাজ বিশেষক। তিনি জরিপ করে দেখতে পেলেন যে, ১০ বছরের ব্যবধানে সমাজে ব্যাপক অপরাধ, কিশোর অপরাধ, পতিতাবৃত্তি, মাদকাসক্তি, আত্মহত্যার প্রবণতা, বিবাহবিচ্ছেদ বৃদ্ধি পেয়েছে।

১০১. ডলার সাহেবের জরিপে সমাজে কোন দিকটি ফুটে ওঠে?
ⓚ সামাজিক হত্যাকান্ড ⓚ সামাজিক বিশৃঙ্খলা
● মূল্যবোধের অবক্ষয় ⓘ সামাজিক জটিলতা

১০২. সমাজের এ অবস্থার অন্যতম কারণ–
i. আইনশৃঙ্খলার অবনতি ii. অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ
iii. রাজনৈতিক অস্থিরতা ও দুর্নীতি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১০৩ ও ১০৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
১০ বছর বয়সে শানু গ্রাম থেকে শহরে এক দূর সম্পর্কের আত্মীয়ের বাসায় কাজ করা শুরু করে। তার বাবা–মা এখন শানুকে একটি পোশাকশিল্পে নিয়োজিত করার চিন্তা করছে।

১০৩. শানুর মাধ্যমে কোন সামাজিক সমস্যা প্রকাশ পেয়েছে?
ⓚ নারীর প্রতি সহিংসতা ⓚ শিশুর প্রতি অবহেলা
● শিশুশ্রম ⓘ শিশু পাচার

১০৪. শানুকে পোশাকশিল্পে নিয়োগ দিতে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে?
● ৪ ⓚ ৬ ⓖ ৮ ⓘ ১০

■ অতিরিক্ত বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

➲ ভূমিকা

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৫. সামাজিক সমস্যা কখন থেকে শুরু? (জ্ঞান)
● সমাজ সৃষ্টির শুরু থেকে
ⓚ সমাজে ব্যক্তিমালিকানা প্রতিষ্ঠার পর থেকে
ⓖ মধ্যযুগ থেকে
ⓘ শিল্পবিপ্লবের পর থেকে

১০৬. সামাজিক পরিবর্তনের সাথে কোনটির গভীর সম্পর্ক রয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ জঙ্গিবাদ সৃষ্টির ⓚ দুর্নীতি সৃষ্টির
● সামাজিক সমস্যা সৃষ্টির ⓘ সামাজিক নৈরাজ্য সৃষ্টির

১০৭. অপরিকল্পিত সামাজিক পরিবর্তনের ফলে বিভিন্ন সামাজিক প্রতিষ্ঠানের কার্যকারিতা কিংবা ভূমিকা পালনের ব্যর্থতা কোনটি সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)
ⓚ সামাজিক পরিবর্তন ⓚ সামাজিক নৈরাজ্য
ⓖ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ● সামাজিক সমস্যা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৮. সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত– (অনুধাবন)
i. এইচআইভি এইডস ii. মূল্যবোধের অবক্ষয়
iii. সড়ক দুর্ঘটনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পরিচ্ছেদ-১৫.১ : সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

At a Glance

- সামাজিক সমস্যা হলো– সমাজের একটি অস্বাভাবিক অবস্থা।
- সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধামূলক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই– সামাজিক সমস্যা বলে।
- সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়– সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে।
- সমাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতি–নীতি, প্রথা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণহীনতাই– সামাজিক বিশৃঙ্খলা।
- সামাজিক রীতি–নীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন– মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়।
- সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা যায়– সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে।
- সামাজিক নৈরাজ্য– সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরমরূপ।
- সামাজিক অবক্ষয়ের মূল কারণ হচ্ছে– মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তন।
- সামাজিক বিশৃঙ্খলা বা অসঙ্গতি বেড়ে যায়– সমাজের ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাবে।

- সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয় রোধ করা যায়– আইনের শাসন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১০৯. সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধামূলক পরিস্থিতিকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সামাজিক নৈরাজ্য খ মূল্যবোধের অবক্ষয়
● সামাজিক সমস্যা ঘ পারিবারিক বিশৃঙ্খলা

১১০. সামাজিক সমস্যা কী? (জ্ঞান)
ক ক্ষতিকর অবস্থা খ সার্বিক কল্যাণ
● অবাঞ্ছিত আচরণ ঘ রাজনৈতিক কল্যাণ

১১১. সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয় কী হতে? (জ্ঞান)
● সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে খ দরিদ্র্যতা থেকে
গ প্রশাসনিক দুরবস্থা থেকে ঘ বেকার সমস্যা থেকে

১১২. ব্যক্তির ওপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পেলে কী হবে? (জ্ঞান)
● সামাজিক বিশৃঙ্খলা খ সামাজিক সমস্যা
গ পারিবারিক বিশৃঙ্খলা ঘ আইনের অবনতি

১১৩. সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন কী শুরু হয়? (জ্ঞান)
ক সমাজের ভাঙন খ সামাজিক বিশৃঙ্খলা
● মানুষের নৈতিক অবনতি ঘ দুর্নীতি

১১৪. সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা যায় কেন? (অনুধাবন)
● নৈতিকতার অভাবে খ আইনশৃঙ্খলার অভাবে
গ রাজনৈতিক অসচেতনতায় ঘ স্বজনপ্রীতির কারণে

১১৫. সামাজিক বিশৃঙ্খলার লক্ষণ কী? (জ্ঞান)
● অপরাধ খ নারীর ক্ষমতায়ন
গ ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ ঘ রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা

১১৬. সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপকে কী বলে? (জ্ঞান)
ক সামাজিক সমস্যা খ সামাজিক অসংগতি
● সামাজিক নৈরাজ্য ঘ সামাজিক ভাঙন

১১৭. সুন্দর সমাজের গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কোনটি? (জ্ঞান)
ক সামাজিক শৃঙ্খলা
খ সামাজিক সাম্য
● সামাজিক মূল্যবোধের যথাযথ অনুশীলন
ঘ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়

১১৮. সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের কারণে কী হয়? (জ্ঞান)
● নৈরাজ্য সৃষ্টি হয় খ সমাজ স্থিতিশীল হয়
গ দুর্নীতি বেড়ে যায় ঘ বিশৃঙ্খল পরিবেশ সৃষ্টি হয়

১১৯. দক্ষিণ আফ্রিকায় আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সাদাদের তুলনায় কালোদের প্রতি কঠোর আচরণ করত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে কোন বিষয়টি দেখা যেত? (প্রয়োগ)
ক আইনের শাসন খ সামাজিক ন্যায়বিচার
● সামাজিক নৈরাজ্য ঘ দুর্নীতি

১২০. অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায় কখন? (জ্ঞান)
ক ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাব দেখা দিলে
● দুর্নীতির বিস্তার ঘটলে
গ সামাজিক প্রথা অমান্য করলে
ঘ সংবিধান লঙ্ঘন করলে

১২১. কোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে কোনটি সৃষ্টি হয়? (জ্ঞান)
ক সামাজিক সংহতি খ সামাজিক নৈরাজ্য
গ সামাজিক বিশৃঙ্খলা ● সামাজিক মূল্যবোধ

১২২. মতিউর তার দাদুকে শ্রদ্ধা করে। এটি কিসের উদাহরণ? (প্রয়োগ)
ক পারিবারিক নীতি ● সামাজিক মূল্যবোধ
গ নৈতিকতা ঘ সামাজিক আইন

১২৩. কেন সামাজিক বিশৃঙ্খলা বেড়ে যায়? (অনুধাবন)
● ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার অভাব খ স্বজনপ্রীতির অভাব
গ সাংস্কৃতিক বৈষম্যের অভাব ঘ ত্রুটিপূর্ণ শিক্ষার অভাব

১২৪. কোনটি মানুষকে মূল্যবোধহীন পথে পরিচালিত করে? (জ্ঞান)
● ধর্মীয় অপব্যাখ্যা খ সামাজিক অসংগতি
গ স্বজনপ্রীতি ঘ বিশৃঙ্খল পরিবেশ

১২৫. দোররা মারা কী? (জ্ঞান)
● মূল্যবোধের পরিপন্থী খ সামাজিক অসংগতি
গ সামাজিক নৈরাজ্য ঘ সামাজিক বিশৃঙ্খলা

১২৬. নৈরাজ্য ও মূল্যবোধ অবক্ষয়ের সুদূরপ্রসারী প্রভাব পড়ে কোন ক্ষেত্রে? (জ্ঞান)
ক অর্থনৈতিক খ সামাজিক
গ রাজনৈতিক ● আর্থসামাজিক

১২৭. অপরাধের দৌরাত্ম্য বেড়ে গেলে কোন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়? (অনুধাবন)
ক অপরাধীরা মারমুখী হয় খ অপরাধীরা শাস্তি পায়
● নিরপরাধীরা শাস্তি পায় ঘ দুর্নীতির মাত্রা বেড়ে যায়

১২৮. সমাজের হিংসাত্মক কার্যক্রম রোধে কী করা উচিত? (জ্ঞান)
ক অস্বচ্ছতা সৃষ্টি খ গতিশীলতা সৃষ্টি
● সচেতনতা সৃষ্টি ঘ স্বচ্ছতা সৃষ্টি

১২৯. একজন বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিকে দেখে আসাদ বসা থেকে দাঁড়িয়ে তার বসার জায়গা করে দিল। এখানে কী প্রকাশ পেয়েছে? (প্রয়োগ)
ক নিয়মানুবর্তিতা ● সামাজিক মূল্যবোধ
গ নৈতিকতা ঘ সামাজিক শৃঙ্খলা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩০. মানুষের অধিকারের বঞ্চনা বেড়ে যায়– (অনুধাবন)
i. ধনী লোকের সংখ্যা বেড়ে গেলে
ii. সমাজে মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিলে
iii. নৈরাজ্যপূর্ণ পরিস্থিতির সৃষ্টি হলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩১. নৈরাজ্য সৃষ্টির কারণ– (অনুধাবন)
i. মূল্যবোধের অবক্ষয়
ii. আইনশৃঙ্খলার অবনতি
iii. রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩২. বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের লক্ষণ হলো– (অনুধাবন)
i. আত্মহত্যা
ii. বিবাহবিচ্ছেদ
iii. চাঁদাবাজি
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ii ও iii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৩৩. নাহিদ সমাজে নৈতিকতা বিরোধী বিভিন্ন কাজকর্ম করে থাকে। নাহিদের এরূপ কাজ সমাজে সৃষ্টি করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অসংগতি
ii. বিশৃঙ্খলা
iii. সন্ত্রাসবাদ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৪. মূল্যবোধের পরিবর্তন হতে পারে– (অনুধাবন)
i. ইতিবাচক
ii. নেতিবাচক
iii. বৃহৎ
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৫. সামাজিক মূল্যবোধ হলো– (অনুধাবন)
i. ছোটদের প্রতি স্নেহ
ii. অতিথির প্রতি সম্মান
iii. বড়দের প্রতি অশ্রদ্ধা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ১৩৬ ও ১৩৭ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

'A' দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো না। অবৈধ লেনদেন করে মানুষ বিভিন্ন সুযোগ–সুবিধা গ্রহণ করে। অপরাধ করেও সেখানে অনেকে শাস্তি পায় না।

১৩৬. উক্ত বিষয়টি প্রতিরোধে করণীয় হলো– (প্রয়োগ)
i. আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা
ii. স্বচ্ছ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা
iii. পুলিশ বাহিনীর কাজে স্বচ্ছতা আনয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১৩৭. কিসের প্রভাবে 'A' দেশে এ ধরনের অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে? (প্রয়োগ)
● মূল্যবোধের অবক্ষয় খ সামাজিক বিশৃঙ্খলা
গ সামাজিক পরিবর্তন ঘ অপসংস্কৃতির অনুপ্রবেশ

➲ পরিচ্ছেদ-১৫. ২ : নারীর প্রতি সহিংসতা

At a Glance

- নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই– নারীর প্রতি সহিংসতা।
- নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় তাকে বলে– পারিবারিক সহিংসতা।
- যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশুপাচার প্রভৃতি হলো– বর্বর, নির্মম ও পৈশাচিক সহিংসতা।
- সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা হলো– যৌন হয়রানি।
- যৌন হয়রানি হলো– নৈতিকতার চরম অবক্ষয়।
- ইভটিজিং– যৌন হয়রানির প্রতিশব্দ।
- গ্রামীণ এলাকায় নারীর প্রতি সহিংসতা ঘটানো হয়– ফতোয়ার মাধ্যমে।
- নারীর প্রতি একটি ভয়াবহ সহিংসতা হলো– এসিড নিক্ষেপ।
- নারী ও শিশু পাচারের পরিস্থিতি ভয়াবহ– দক্ষিণ এশিয়ায়।
- কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য– একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৩৮. কোন বয়সের নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করা হয়? (জ্ঞান)
ক ১০ বছরের নারী খ তরুণী
গ বিধবা নারী ● যেকোনো বয়সের নারী

১৩৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে কী বোঝায়? (অনুধাবন)
● সহিংস আচরণ খ মানসিক শাস্তি
গ অসচেতন কর্মকাণ্ড ঘ পারিবারিক ঝগড়া

১৪০. কোন সুযোগে নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করা হয়? (জ্ঞান)
● মানসিক দুর্বলতা খ আর্থিক সংগতি
গ শিক্ষাগত যোগ্যতা ঘ পৈতৃক সম্পত্তি

১৪১. নারীরা বাড়িতে যে সহিংসতার শিকার হয় তাকে কী বলে? (জ্ঞান)
● পারিবারিক সহিংসতা খ সামাজিক সহিংসতা
গ বৈবাহিক সহিংসতা ঘ রাজনৈতিক সহিংসতা

১৪২. নারীর প্রতি নির্মম, বর্বর ও পৈশাচিক সহিংসতা কোনটি? (জ্ঞান)
● যৌন নিপীড়ন খ অত্যধিক কাজে বাধ্য করা
গ শিক্ষা বঞ্চনা ঘ শারীরিক নির্যাতন

১৪৩. সাম্প্রতিক সময়ে বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা কী? (জ্ঞান)
ক স্ত্রী প্রহার ● যৌন হয়রানি
গ শিশুশ্রম ঘ কিশোর অপরাধ

১৪৪. ইভটিজিং শব্দটি কোন শব্দের প্রতিশব্দ? (জ্ঞান)
ক নারীর প্রতি সহিংসতা ● যৌন হয়রানি
গ নারীর প্রতি নির্যাতন ঘ নারী নিগ্রহ

১৪৫. লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের উত্ত্যক্ত করাকে কী বলে? (অনুধাবন)
● যৌন হয়রানি খ নারী নির্যাতন
গ নারীর আত্মসম্মানে আঘাত ঘ মানবাধিকার লঙ্ঘন

১৪৬. কর্মস্থলে খারাপ প্রস্তাব দেওয়া কী? (জ্ঞান)
ক শারীরিক নির্যাতন খ মানব পাচার
গ অঙ্গ–প্রত্যঙ্গ বিক্রি ● ইভটিজিং

১৪৭. কোন এলাকায় নারীর প্রতি ফতোয়ার মাধ্যমে সহিংস ঘটনা ঘটে? (জ্ঞান)
ক শিল্প খ শহুরে গ পাহাড়ি ● গ্রামীণ

১৪৮. কোনটি নারীর প্রতি ভয়াবহ সহিংসতা? (জ্ঞান)
ক শিক্ষা থেকে বঞ্চিত করা ● এসিড নিক্ষেপ
গ যৌন হয়রানি ঘ অসামাজিক কাজে বাধ্য করা

১৪৯. সাধারণত কাদের ওপর এসিড নিক্ষেপের ঘটনা অধিক ঘটে থাকে? (জ্ঞান)
ক শিশুদের খ পুরুষদের ● নারীদের ঘ বৃদ্ধদের

১৫০. কোথায় নারী ও শিশু পাচারের পরিস্থিতি ভয়াবহ? (জ্ঞান)
ক সমগ্র এশিয়ায় ● দক্ষিণ এশিয়ায়
গ আফ্রিকায় ঘ ইউরোপে

১৫১. শাহানাকে তার স্বামী মাঝে মধ্যেই অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করে এবং ব্যবসার জন্য বাবার বাড়ি থেকে টাকা এনে দিতে বলে। শাহানার স্বামীর আচরণে কোন বিষয়টি প্রকাশ পাচ্ছে? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ● নারীর প্রতি সহিংসতা
গ সামাজিক নৈরাজ্য ঘ জঙ্গিবাদ

১৫২. বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম ও প্রধান কারণ কী? (অনুধাবন)
ক নির্ভরশীলতা ● অর্থনৈতিক দুরবস্থা
গ ভৌগোলিক অবস্থান ঘ পিতামাতার উদাসীনতা

১৫৩. বাংলাদেশে অধিকাংশ নারী শ্রমিক কোথায় কাজ করে? (জ্ঞান)
ক কৃষি জমিতে ● পোশাক শিল্পে
গ চা শিল্পে ঘ পারিবারিক পরিমণ্ডলে

১৫৪. রেশমাকে তার অপরাধের জন্য গ্রামের প্রভাবশালীরা কার্যকর করে শাস্তি প্রদান করে যা দেশের প্রচলিত আইনের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। এটিকে কী বলা হয়? (প্রয়োগ)
ক সামাজিক রীতি ● ফতোয়া
গ ধর্মীয় বিচার ঘ গ্রাম্য সালিস

১৫৫. আমাদের সমাজে কোন ক্ষেত্রে নারীকে অপারদর্শী হিসেবে গণ্য করা হয়? (জ্ঞান)
ক সন্তান লালনপালনে খ রান্নার ক্ষেত্রে
গ সন্তানদের শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে ● প্রায় সকল কাজে

১৫৬. কোন নারীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না? (অনুধাবন)
ক বিধবা খ অবিবাহিত
গ চাকরিজীবী ● সহিংসতার শিকার

১৫৭. কোন কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাচ্ছে? (অনুধাবন)
ক ধর্মীয় দৃষ্টিভঙ্গি খ সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি
গ রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি ● দারিদ্র্য

১৫৮. সাথী একটি পোশাকশিল্পে কাজ করে। সে প্রতিদিন রাত করে বাসায় ফেরে। তার কোন ধরনের নির্যাতনের শিকার হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক অপহরণ ● যৌন নির্যাতন গ হত্যা ঘ ছিনতাই

১৫৯. নারীর জীবনে সহিংসতার প্রভাব কেমন? (জ্ঞান)
● জটিল খ সহজ গ স্বাভাবিক ঘ বিরোধপূর্ণ

১৬০. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন প্রণীত হয় কত সালে? (জ্ঞান)
● ২০০০ খ ২০০২ গ ২০০৩ ঘ ২০০৪

১৬১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন কত সালে সংশোধিত হয়? (জ্ঞান)
ক ২০০১ খ ২০০২ ● ২০০৩ ঘ ২০০৪

১৬২. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন –২০০০ অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সর্বোচ্চ কত বছর সশ্রম কারাদণ্ড? (অনুধাবন)
ক ২ খ ৩ গ ৫ ● ৭

১৬৩. নারী ও শিশু নির্যাতন আইন–২০০০ অনুযায়ী অপরাধী ব্যক্তির শাস্তি সর্বনিম্ন কত বছরের সশ্রম কারাদণ্ড? (অনুধাবন)
ক ১ ● ২ গ ৩ ঘ ৪

১৬৪. এসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি কোন আইনে উল্লেখ করা হয়েছে? (জ্ঞান)
● এসিড অপরাধ দমন আইন–২০০২
খ এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন–২০১০
গ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০
ঘ মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১

১৬৫. এসিড দ্বারা মৃত্যু ঘটানোর শাস্তি হিসেবে কত টাকা অর্থ দণ্ডের বিধান রয়েছে? (জ্ঞান)
ক ১০,০০০ খ ৩০,০০০ গ ৫০,০০০ ● ১,০০,০০০

১৬৬. বাংলাদেশে কত সালে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন পাস করা হয়? (জ্ঞান)
ক ২০০৮ খ ২০০৯ ● ২০১০ ঘ ২০১২

১৬৭. কত সালে বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ কর্তৃক এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন পাস হয়? (জ্ঞান)
ক ২০০০ খ ২০০২ ● ২০১০ ঘ ২০১১

১৬৮. নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইনে সর্বোচ্চ শাস্তি কী? (অনুধাবন)
● মৃত্যুদণ্ড ⓚ যাবজ্জীবন কারাদণ্ড
ⓖ ২০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড ⓘ ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ড

১৬৯. কত সালে মানবপাচার প্রতিরোধ আইন পাস করা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ২০০৯ ⓚ ২০১০ ● ২০১১ ⓘ ২০১২

১৭০. কোনটির আইনে অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লৰ টাকা অর্থদণ্ডের বিধান রয়েছে? (জ্ঞান)
● মানবপাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১
ⓚ নারী নির্যাতন দমন আইন–২০০০
ⓖ এসিড নিয়ন্ত্রণ (সংশোধন) আইন–২০১০
ⓘ এসিড অপরাধ দমন আইন–২০০২

১৭১. নারীশিৰা কার্যক্রম গ্রহণ, বিধবা ভাতা প্রদান করলে নারীর জীবনে কী ঘটে? (জ্ঞান)
ⓚ দারিদ্র্য দূর হয় ⓚ পুনর্বাসিত হয়
● ৰমতা বৃদ্ধি পায় ⓘ কর্মসংস্থান হয়

১৭২. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সহিংসতার ধরন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ কী তৈরি করতে হবে? (জ্ঞান)
ⓚ শিল্পপ্রতিষ্ঠান ● আইন
ⓖ উন্নত অবকাঠামো ⓘ শিৰা কার্যক্রম

১৭৩. সামাজিক চাপ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ উচ্চ আদালত ● গ্রাম আদালত
ⓖ উপজেলা পরিষদ ⓘ জেলা পরিষদ

১৭৪. সহিংস ঘটনার প্রভাব প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করা প্রয়োজন কেন? (অনুধাবন)
ⓚ অপরাধীকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য
ⓚ অপরাধীকে ভয় দেখানোর জন্য
● জনমনে সচেতনতা সৃষ্টির জন্য
ⓘ সরকারকে অপরাধের মাত্রা জানানোর জন্য

১৭৫. পরিবারে নারী ও পুরুষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে উঠলে কী হবে? (জ্ঞান)
ⓚ পুরুষের কর্তৃত্ব কমে যাবে
ⓚ পারিবারিক কাঠামো দুর্বল হয়ে যাবে
ⓖ পারিবারিক শান্তি বিনষ্ট হবে
● সহিংসতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ হবে

১৭৬. শিশু শ্রম এশিয়ার কোন দেশগুলোতে দেখা যায়? (জ্ঞান)
● দৰিণ এশিয়ার ⓚ পূর্ব এশিয়ার
ⓖ পশ্চিম এশিয়ার ⓘ মধ্য এশিয়ার

১৭৭. কারা জাতির মূল্যবান সম্পদ? (জ্ঞান)
● শিশুরা ⓚ নারীরা ⓖ বৃদ্ধরা ⓘ তরুণরা

১৭৮. শিৰাকে অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে কারা? (জ্ঞান)
● দরিদ্র পিতা–মাতা ⓚ দরিদ্র শিৰকরা
ⓖ দরিদ্র ছাত্রছাত্রী ⓘ দরিদ্র শ্রমিকরা

১৭৯. শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতায় কোনটি বৃদ্ধি পাচ্ছে? (জ্ঞান)
ⓚ যৌন হয়রানি ● শিশুশ্রম
ⓖ কিশোর অপরাধ ⓘ শিৰা থেকে বঞ্চিত

১৮০. কত বছরের কম বয়সী শিশুকে কাজে নিয়োগ দেয়া যাবে না? (অনুধাবন)
● ১৪ ⓚ ১৫ ⓖ ১৬ ⓘ ১৮

১৮১. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে কোন বিষয়টি সুস্পষ্ট নিষেধ করা হয়েছে? (অনুধাবন)
ⓚ শিশু পাচার ● শিশুশ্রম ⓖ নারী পাচার ⓘ নারী শ্রম

১৮২. প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা কোনটি? (জ্ঞান)
ⓚ এইডস ⓚ যৌতুক
● কিশোর অপরাধ ⓘ শিশুশ্রম

১৮৩. শিশুরা কীভাবে কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে? (অনুধাবন)
ⓚ কর্মৰম ও নৈতিকতার জন্য ⓚ শিশুশ্রমের পরিমাণ বৃদ্ধির মাধ্যমে
ⓖ সুশিৰার অভাবে ● খারাপ সামাজিক পরিবেশের প্রভাবে

১৮৪. কারা জাতির মূল্যাবান সম্পদ? (জ্ঞান)
ⓚ কিশোররা ⓚ নারীরা ⓖ যুবকরা ● শিশুরা

১৮৫. জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশনে কত বছর বয়সীদেরকে শিশু বলে গণ্য করা হয়েছে? (জ্ঞান)
ⓚ অনূর্ধ্ব–১৪ বছর ⓚ অনূর্ধ্ব–১৫ বছর
ⓖ অনূর্ধ্ব–১৬ বছর ● অনূর্ধ্ব–১৮ বছর

১৮৬. কোন আইনকে কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন হিসেবে ধরা হয়? (জ্ঞান)
ⓚ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০
ⓚ জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি–২০১০
● বাংলাদেশ শিশু আইন–১৯৭৪
ⓘ বাংলাদেশ শিশু সনদ–২০০০

১৮৭. বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী কাদের নিয়ে শিশু আদালত গঠিত হবে? (অনুধাবন)
● প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ে
ⓚ জেলা জজ এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ে
ⓖ প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং কতিপয় সচিবদের নিয়ে
ⓘ জেলা জজ এবং কতিপয় সচিব নিয়ে

১৮৮. কোন অপরাধীদের হাজত সাধারণ হাজত থেকে ভিন্নতর? (জ্ঞান)
● কিশোরদের ⓚ নারীদের ⓖ বৃদ্ধদের ⓘ নেতাদের

১৮৯. কোন দৃষ্টিকোণ থেকে মাতৃত্বজনিত মৃত্যু নারীদের বাঁচার ও স্বাস্থ্যসেবা পাওয়ার অধিকারকে মারাত্মকভাবে আঘাত হানে? (জ্ঞান)
ⓚ সামাজিক ● মানবাধিকারের
ⓖ মৌলিক অধিকারের ⓘ ধর্মীয়

১৯০. প্রতিদিনই অনেক প্রসূতি মা মারা যাচ্ছেন কেন? (অনুধাবন)
● মাতৃত্বজনিত কারণে ⓚ চিকিৎসার অভাবে
ⓖ অসচেতনতার কারণে ⓘ কুসংস্কারের জন্য

১৯১. কোনটির সাথে মাতৃস্বাস্থ্য পরিস্থিতির উন্নতি উপলব্ধি করা যায়? (জ্ঞান)
● মাতৃ–মৃত্যুর হার হ্রাসের সাথে ⓚ সরকারের স্বাস্থ্যনীতির সাথে
ⓖ মাতৃ–মৃত্যুর হার বৃদ্ধির সাথে ⓘ শিশু–মৃত্যুর হার হ্রাসের সাথে

১৯২. বাংলাদেশের স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি কত সালে? (জ্ঞান)
ⓚ ২০১১ ● ২০২১ ⓖ ২০২৬ ⓘ ২০৩১

১৯৩. সরকারি চাকরিতে কর্মরত নারীদের ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কবে থেকে কার্যকর হয়? (জ্ঞান)
ⓚ ৩ জানুয়ারি–২০১১ ⓚ ৬ জানুয়ারি–২০১১
● ৯ জানুয়ারি–২০১১ ⓘ ১১ জানুয়ারি–২০১১

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

১৯৪. নারী নির্যাতনের শিকার হয়– (অনুধাবন)
i. শারীরিকভাবে ii. মানসিকভাবে
iii. আর্থিক দিক দিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯৫. যৌন হয়রানি নামক অভিশাপ থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব– (অনুধাবন)
i. নৈতিক মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে
ii. জনসচেতনতা বৃদ্ধির মাধ্যমে
iii. সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯৬. কিশোরেরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িত হয়ে পড়ে– (অনুধাবন)
i. শহর জীবনের একাকিত্বের জন্য
ii. গ্রাম্য সংস্কৃতির প্রভাবে
iii. বাবা–মা'র কর্মব্যস্ততার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

১৯৭. সহিংস ঘটনা প্রতিরোধের উপায়– (অনুধাবন)
i. অপরাধীর পরিবারের কাছ থেকে ৰতিপূরণ আদায়
ii. অপরাধীকে শারীরিক নির্যাতন করা
iii. ঐক্যবদ্ধ সামাজিক চাপ সৃষ্টি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯৮. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০ এ যৌন হয়রানিমূলক আচরণে অপরাধী ব্যক্তি দণ্ডিত হবেন– (অনুধাবন)

i. অনূর্ধ্ব ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে
ii. সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে
iii. যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

১৯৯. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে কাজ করছে– (অনুধাবন)
i. শিৰা মন্ত্রণালয়
ii. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
iii. আইন সালিস কেন্দ্র
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০০. নারীরা যৌন নির্যাতনের শিকার হয়– (অনুধাবন)
i. আবাসিক সংকটের কারণে
ii. কর্মস্থল থেকে রাতে ফেরার কারণে
iii. নারীর প্রতি পুরৰষের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০১. নারী সহিংস আচরণের শিকার হতে পারে– (অনুধাবন)
i. পুরৰষের দ্বারা ii. নারীর দ্বারা
iii. শিশুর দ্বারা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০২. নারীর প্রতি সহিংস আচরণ করা হয়– (অনুধাবন)
i. স্কুল–কলেজে ii. রাস্তাঘাটে
iii. বাড়ি–ঘরে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২০৩. ইভটিজিং হচ্ছে লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরৰষ কর্তৃক নারীদের– (অনুধাবন)
i. বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া ii. নিগ্রহ করা
iii. উত্ত্যক্ত করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৪. যে কারণে এসিড নিৰেপের ঘটনা ঘটে– (অনুধাবন)
i. সম্পত্তি নিয়ে বিরোধ
ii. সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভের আশায়
iii. পারিবারিক কলহ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৫. আমাদের দেশে অনেক পুরৰষ মনে করে নারীরা– (অনুধাবন)
i. অবলা ii. দুর্বল
iii. অবহেলার পাত্র
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৬. সহিংস ঘটনায় ৰতবিৰত হয় নারীর– (অনুধাবন)
i. শারীরিক স্বাস্থ্য ii. অর্থনৈতিক অবস্থা
iii. মানসিক স্বাস্থ্য
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৭. আইন অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি যদি এসিড দ্বারা কারও দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে তাহলে উক্ত ব্যক্তি দণ্ডিত হবেন– (অনুধাবন)
i. যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে
ii. অনধিক চৌদ্দ বছর কারাদণ্ডে
iii. অনূর্ধ্ব এক লৰ টাকার অর্থদণ্ডে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৮. বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬–এ শিশু ও কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে– (অনুধাবন)
i. ১৪ বছর
ii. ১৪ থেকে ১৮ বছর
iii. ১০ বছর
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২০৯. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে যে বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে– (অনুধাবন)
i. বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিৰা ii. শিশুশ্রম নিরসন
iii. শিশুর সুরৰা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১০. যে কারণে কিশোররা রক্তৰয়ী সংঘর্ষে যুক্ত হয়– (অনুধাবন)
i. দুঃসাহসিক প্রকৃতি ii. বিচৰণতার অভাব
iii. টিকে থাকার ৰমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১১. কিশোর অপরাধীদের চরিত্র সংশোধনকারী প্রতিষ্ঠান হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. বিদ্যালয় ii. কিশোর হাজত
iii. কিশোর আদালত
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১২. সহজেই অপরাধে জড়িয়ে পড়ে– (অনুধাবন)
i. বঞ্চিত কিশোররা ii. বঞ্চিত শিশুরা
iii. অবহেলিত কিশোররা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ⓚ ii ⓖ iii ● i, ii ও iii

২১৩. জাতীয় স্বাস্থ্যনীতির অন্যতম লৰ্য হলো– (অনুধাবন)
i. শিশু ও মাতৃ মৃত্যুহার হ্রাস করা
ii. ২০২১ সালের মধ্যে মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
iii. ২০১৫ সালের মধ্যে মা ও শিশু মৃত্যুর হার হ্রাস
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৪. মাতৃকল্যাণের অন্যতম গুরৰত্বপূর্ণ দিক হলো– (অনুধাবন)
i. মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা ii. নিরাপদ প্রসূতিসেবা
iii. পুষ্টি চাহিদাপূর্ণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৫. পাচারকারী নারী ও শিশুদের ব্যবহার করা হয়– (অনুধাবন)
i. উটের জকি হিসেবে ii. গৃহকর্মী হিসেবে
iii. অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিক্রয়ের উদ্দেশে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২১৬. এসিড অপরাধ দমন আইনে যদি কোনো ব্যক্তি শরীরের কোনো স্থানে আঘাতপ্রাপ্ত হন তাহলে আঘাতকারী ব্যক্তির দণ্ড হবে– (অনুধাবন)
i. যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড ii. অনধিক চৌদ্দ বছর কারাদণ্ড
iii. অন্যূন সাত বছর কারাদণ্ড
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৭. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইনে সরকার যথেষ্ট নিয়ন্ত্রণ আরোপ করে এসিডের– (অনুধাবন)
i. ক্রয়ের ওপর ii. মজুদের ওপর
iii. বহনের ওপর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২১৮. মাতৃত্বজনিত ছুটি বৃদ্ধির ফলে– (অনুধাবন)
i. মা তার সন্তানকে বেশি সময় দিতে পারবে
ii. শিশুর অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর হবে

iii. শিশুর যথাযথ বিকাশ নিশ্চিত হবে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২১৯ ও ২২০ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অভাবের সংসারে যায়েদাকে মাধ্যমিক পাস করার আগেই ঢাকাতে আসতে হয় গার্মেন্টসে চাকরি করতে। অফিস থেকে ফিরতে রাত হয়। এ সময় গলির মোড়ে দাঁড়িয়ে ছেলেরা প্রায়ই বাজে অঙ্গভঙ্গি করে।

২১৯. যায়েদার প্রতি ছেলেদের এ ধরনের আচরণ কী প্রকাশ করে? (প্রয়োগ)
● ইভটিজিং খ নির্যাতন গ নৈরাজ্য ঘ অপহরণ

২২০. উক্ত বিষয়টি রোধে সমাজের করণীয়– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. নারী শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ ii. দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা
iii. দায়ীদের একঘরে করে রাখা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২২১ ও ২২২ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
রানা মা–বাবার একমাত্র সন্তান। তার বাবা মধ্যপ্রাচ্যের একটি দেশে থাকেন। মা একাই পরিবারের সব দায়িত্ব পালন করেন। এজন্য মা রানার প্রতি বেশি নজর দিতে পারেন না। এমতাবস্থায় নবম শ্রেণিতে ওঠার পর কিছু খারাপ সঙ্গীর সাথে মিশে সে স্কুল পালিয়ে যেখানে সেখানে আড্ডা দিতে থাকে।

২২১. এক্ষেত্রে রানার আচরণটিকে কী বলা যায়? (প্রয়োগ)
ক গুরুতর অপরাধ খ মামুলি অপরাধ
গ সামাজিক অপরাধ ● কিশোর অপরাধ

২২২. রানার এ ধরনের আচরণের জন্য দায়ী–
i. খেলার সাথির প্রভাব ii. পারিবারিক পরিবেশ
iii. অর্থনৈতিক সচ্ছলতা
নিচের কোনটি সঠিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পরিচ্ছেদ-১৫.৩ : এইচআইভি/এইডস

At a Glance

- HIV– হলো ক্ষুদ্র এক ধরনের এন্টিভাইরাস।
- HIV– Human Immune Deficiency virus এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
- HIV– ভাইরাসের সুপ্তিকাল ৬–৭ মাস।
- AIDS– Acquired Immune Deficiency Syndrame এর সংক্ষিপ্ত রূপ।
- এইচআইভি সংক্রমণের শেষ পর্যায় হলো– এইডস।
- বিশ্বে প্রথম এইডস রোগী সনাক্ত করা হয়– ১৯৮১ সালে।
- বাংলাদেশে এইডস রোগী প্রথম ধরা পড়ে– ১৯৮৯ সালে।
- বিশ্ব এইডস দিবস– ১ ডিসেম্বর।
- বাংলাদেশের সর্বশেষ পরিস্থিতি (National AIDS and STD Program) এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা– ২০৮৮ জন।
- এইডস এর কারণে আমাদের দেশে নিরাপদ রক্তের প্রাপ্যতা– ঝুঁকিপূর্ণ।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২২৩. কোনটি রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট করে? (জ্ঞান)
● এইচআইভি ভাইরাস খ বুবিয়া ভাইরাস
গ সংক্রমণ ব্যাধি ঘ আমাশয়

২২৪. এইচআইভি কী? (জ্ঞান)
ক ব্যাকটেরিয়া খ টিটু ভাইরাস ● এন্টি ভাইরাস ঘ একটি টীকা

২২৫. এইচআইভি ভাইরাসের প্রধান কাজ কোনটি? (জ্ঞান)
ক লিভার ধ্বংস করা খ রক্ত দূষিত করা
টিসু কোষকে ধ্বংস করা ● রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা ধীরে ধীরে ধ্বংস

২২৬. HIV–এর সুপ্তিকাল কত? (জ্ঞান)
ক ৩–৪ মাস পর্যন্ত খ ৪–৫ মাস পর্যন্ত
গ ৫–৬ মাস পর্যন্ত ● ৬–৭ মাস পর্যন্ত

২২৭. Acquired Immune Deficiency Syndrome-এর সংক্ষিপ্ত রূপ কী? (জ্ঞান)
ক এইচআইভি খ ভাইরাস ● এইডস ঘ ক্যান্সার

২২৮. এইচআইভি সংক্রমণের সর্বশেষ পর্যায় কোনটি? (জ্ঞান)
ক যক্ষ্মা ● এইডস গ হৃদরোগ ঘ ক্যান্সার

২২৯. মানিকের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা নষ্ট হয়ে গেছে। মানিকের রোগের সাথে কোন রোগের সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক জ্বর ● এইডস গ জন্ডিস ঘ ক্যান্সার

২৩০. এইডসের কারণে কোন ক্ষেত্রে ঝুঁকির সৃষ্টি হয়েছে? (অনুধাবন)
● নিরাপদ রক্ত গ্রহণে খ সন্তান ধারণে
গ যৌন মিলনে ঘ বৈবাহিক সম্পর্কে

২৩১. মাহিনের গত বছর একটি জটিল রোগের অপারেশনের সময় রক্তের প্রয়োজন হয়। তখন তাড়াহুড়ো করে কোনো পরীক্ষা না করেই রক্ত নেন। এখন মাহিন একটি বিশেষ রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। মাহিন কোন রোগে আক্রান্ত হয়েছেন? (প্রয়োগ)
ক যক্ষ্মা খ জন্ডিস ● এইডস ঘ সোয়াইন ফ্লু

২৩২. এইডস আক্রান্ত রোগীর ওজন কত মাসের মধ্যে কমে যায়? (জ্ঞান)
● ২ খ ৩ গ ৪ ঘ ৬

২৩৩. খালেদ তার বন্ধুকে দেখছে প্রতিনিয়ত দুর্বল হয়ে যাচ্ছে। খাওয়া–দাওয়ায় অনীহা, প্রায়ই জ্বরে ভুগছে। খালেদের বন্ধুর মধ্যে কোন রোগের লক্ষণ পরিলক্ষিত হচ্ছে? (প্রয়োগ)
ক গনোরিয়া খ ক্যান্সার ● এইডস ঘ যক্ষ্মা

২৩৪. আমাদের দেশে HIV রোগ ধরা পড়ে কত সালে? (জ্ঞান)
ক ১৯৮১ খ ১৯৮৫ ● ১৯৮৯ ঘ ১৯৯৪

২৩৫. ১৯৯৫ সালে ফিলিপাইনে এইডস রোগীর সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ১৭৫ খ ১৯৭ ● ১৯৮ ঘ ২৯৮

২৩৬. ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশে এইডস রোগীর সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ৬ খ ৭ গ ৮ ● ৯

২৩৭. ২০০২ সালে কোন প্রতিষ্ঠান AIDS–এর ওপর একটি পরিসংখ্যান উপস্থাপন করে? (জ্ঞান)
ক স্বাস্থ্য অধিদপ্তর ● স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়
গ ইউনেস্কো ঘ ইউনিসেফ

২৩৮. ২০০২ সালের ৩০ ডিসেম্বর পর্যন্ত HIV বহনকারী রোগীর সংখ্যা কত ছিল? (জ্ঞান)
ক ৮৮ খ ১৪৮ ● ২৪৮ ঘ ২৮৮

২৩৯. বর্তমানে এইডস আক্রান্ত রোগীর সংখ্যা কত? (জ্ঞান)
● ৮৫০ খ ৯০০ গ ১০০০ ঘ ১৫০০

২৪০. এইডস আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেছে কত জন? (জ্ঞান)
ক ২১১ খ ২৩১ ● ২৪১ ঘ ২৫০

২৪১. ১৫–২৪ বছর বয়সী প্রায় কত লোকের AIDS সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা নেই? (জ্ঞান)
ক ২ কোটির উপরে খ ৪ কোটির উপরে
● ৩ কোটির উপরে ঘ ৫ কোটির উপরে

২৪২. বর্তমানে বাংলাদেশে আশঙ্কাজনক হারে কোন জনগোষ্ঠীর সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে? (জ্ঞান)
ক শিল্পকর্মী খ মাদকসেবী গ কিশোর অপরাধ ● যৌনকর্মী

২৪৩. কত শতাংশ যৌনকর্মী এইডস ভাইরাসে আক্রান্ত? (জ্ঞান)
● ৬% খ ৮% গ ৯% ঘ ১০%

২৪৪. কতভাগ যৌনকর্মী HIV দ্বারা আক্রান্ত হওয়ার মারাত্মক ঝুঁকিতে আছে? (জ্ঞান)
ক ৪২% খ ৫০% ● ৫২% ঘ ৯০%

২৪৫. প্রতি বছর কত লোক বাংলাদেশ থেকে বিদেশ গমন করে? (জ্ঞান)
ক ৫০,০০০ প্রায় ● ৮০,০০০ প্রায়
গ ৯০,০০০ প্রায় ঘ ১,০০,০০০ প্রায়

২৪৬. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির অনিবার্য পরিণতি কোনটি? (জ্ঞান)
● অকাল মৃত্যু খ ক্যান্সার গ হৃদরোগ ঘ পঙ্গুত্ব

২৪৭. কোন মাধ্যম দ্বারা HIV–তে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা বেশি? (প্রয়োগ)
ক চোখের পানি ● রক্ত গ মূত্র ঘ থুথু

২৪৮. এন্টি ভাইরাস মানবদেহে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস করে। এটি বলার কারণ কী? (অনুধাবন)
ক সংক্রমণ ভাইরাস খ টিটু ভাইরাস
● মরণব্যাধি ঘ মরণব্যাধি ব্যাকটেরিয়া

২৪৯. এইডস প্রতিরোধের উপায় কী? (অনুধাবন)
ক প্রতিরোধক ইনজেকশন ব্যবহার করা

● আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা
ⓖ এইডস রোগীর সংস্পর্শে না যাওয়া
ⓘ বিদেশ যাওয়া বন্ধ করা

২৫০. জরিনা একজন এইডস আক্রান্ত রোগী। এটা জেনেও তার স্বামী তার সাথে ভালো ব্যবহার করছে। তার স্বামীর আচরণে কী প্রকাশ পাচ্ছে? (প্রয়োগ)
ⓚ করুণা ● সামাজিক দায়িত্ববোধ
ⓖ মানবতাবোধ ⓘ সংসার বাঁচানোর চেষ্টা

২৫১. এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কোন ধরনের সম্পর্ক রাখা উচিত? (অনুধাবন)
● বন্ধুত্বপূর্ণ ⓚ শত্রুতাপূর্ণ ⓖ ভ্রাতৃত্বমূলক ⓘ সৌহার্দ্যপূর্ণ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৫২. প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. মোটর শ্রমিক
ii. গার্মেন্ট শ্রমিক
iii. রিকশাচালক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৩. এইচআইভি সংক্রমিত অজ্ঞা হলো– (অনুধাবন)
i. লিভার
ii. কর্নিয়া
iii. কিডনি
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৪. বিশেষজ্ঞদের মতে এইডস সংক্রমণের প্রধান কারণ– (অনুধাবন)
i. এইডস সম্পর্কে পর্যাপ্ত ধারণার অভাব
ii. এইডস সম্পর্কে সচেতনতার অভাব
iii. নৈতিক অবক্ষয়
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৫. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শ ঘটতে পারে– অনুধাবন)
i. কাটা স্থানের মাধ্যমে
ii. আক্রান্ত ব্যক্তির যন্ত্রপাতি
iii. নাক–কান ফোঁড়ানোর সুচ ব্যবহার করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৬. এইডস ছড়ায় না যেটির কারণে– (অনুধাবন)
i. আক্রান্ত ব্যক্তির রক্ত নিলে
ii. আক্রান্ত ব্যক্তির থালা–বাসন ব্যবহার করলে
iii. আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করলে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৭. প্রতিনিয়ত বিভিন্ন ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণে লিপ্ত হচ্ছে– (অনুধাবন)
i. গার্মেন্টস শ্রমিক
ii. মোটর শ্রমিক
iii. রিকশাচালক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৫৮. HIV তে আক্রান্ত ব্যক্তিকে– (অনুধাবন)
i. ঘৃণার চোখে দেখা হয়
ii. কোনোপ্রকার সহযোগিতা দেওয়া হয় না
iii. নেতিবাচক মনোভাব পোষণ করা হয়
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৫৯. এইডস প্রতিরোধের পদক্ষেপগুলো হলো– (অনুধাবন)
i. সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা
ii. সকল মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা
iii. পরীক্ষাপূর্বক রক্ত গ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৬০. এইডসের কারণে– (অনুধাবন)
i. প্রজনন হার বাড়ছে
ii. স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ বাড়ছে
iii. উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓚ i ও iii ● ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬১. এইডস রোগীর প্রতি আমাদের করণীয়– (অনুধাবন)
i. মানসিক সমর্থন দান
ii. তার থেকে দূরে থাকা
iii. বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক স্থাপন
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ● i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

২৬২. এইচআইভি ভাইরাসের ঘনত্ব অত্যন্ত কম থাকে– (অনুধাবন)
i. চোখের পানিতে
ii. থুথুর মধ্যে
iii. স্তনের দুধে
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii ⓚ i ও iii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ২৬৩ ও ২৬৪ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সৈকত দীর্ঘদিন বিদেশে ছিল। সম্প্রতি সে দেশে ফিরেছে। স্ত্রী তাকে সব সময় মনমরা দেখতে পায়, কর্মেও স্পৃহা নেই। গায়ে জ্বর থাকে। প্রায়ই কাশি হয়।

২৬৩. সৈকতের অসুস্থতার ধরন কোন রোগকে নির্দেশ করে? (প্রয়োগ)
ⓚ ম্যালেরিয়া ⓚ যক্ষ্মা
● এইডস ⓘ নিউমোনিয়া

২৬৪. এ অবস্থায় সৈকতের স্ত্রীর উচিত– (প্রয়োগ)
i. স্বামীর সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করা
ii. স্বামীর প্রতি সহানুভূতিশীল হওয়া
iii. সব সময় স্বামীকে খোটা দেওয়া
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ● ii ⓖ ii ও iii ⓘ i, ii ও iii

➲ পরিচ্ছেদ-১৫.৪ : সড়ক দুর্ঘটনা

At a Glance

- বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি– ভয়াবহ।
- বাংলাদেশের সমাজ জীবনে নানামুখী আর্থসামাজিক প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করেছে– সড়ক দুর্ঘটনা।
- বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী– ২০০১ সালে মোট সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে ৪০৯১টি এবং ২০০২ সালে ৪৯১৮টি।
- ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত দুর্ঘটনাকবলিত ব্যক্তিদের– মারা যায় ৫০.৫৮%, গুরুতর আহত– ৩৮.১০% এবং সামান্য আহত হয়– ১১.৩২%।
- অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে– অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালক দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে।
- আমাদের দেশে অধিকাংশ ট্রাকচালকরা গাড়িতে বোঝাই করেন– পরিবহন সীমার অতিরিক্ত মাল।
- পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে খুবই মারাত্মক– সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব।
- হাইওয়ে পুলিশ বিভাগের প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী– দুর্ঘটনায় পতিতব্যক্তিদের ২৪% ১৫ বছরের নিচে এবং ৩% ১৬–৫০ বছরের মধ্যে।
- বাংলাদেশে প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের ফলাফল অনুযায়ী– সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছে উপার্জনক্ষম ব্যক্তি।
- সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে– আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৬৫. কোন দেশের সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ? (জ্ঞান)
● বাংলাদেশ ⓚ ভারত ⓖ পাকিস্তান ⓘ নেপাল

২৬৬. সড়ক দুর্ঘটনাজনিত প্রতিবেদন কোন প্রতিষ্ঠান প্রকাশ করে? (জ্ঞান)
ক যোগাযোগ মন্ত্রণালয় খ সড়ক ও জনপদ বিভাগ
গ পরিসংখ্যান ব্যুরো ● বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশ

২৬৭. ২০০১ সালে কতটি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে? (জ্ঞান)
● ৪০৯১ খ ৫০০০ গ ৪০০০ ঘ ৪৫০০

২৬৮. ২০০২–০৪ সালের মধ্যে কত শতাংশ দুর্ঘটনায় মারা যায়? (জ্ঞান)
ক ২০.৩% খ ৪০.২০% ● ৫০.৫৮% ঘ ৫১.৫০%

২৬৯. বাংলাদেশে স্বল্পশিক্ষিত গাড়ির মালিকরা সনদবিহীন চালক নিয়োগ দেয় কেন? (অনুধাবন)
ক সচেতনতার অভাবে খ সনদ না থাকার জন্য
● অতিরিক্ত লাভের প্রত্যাশায় ঘ নিজে চালাতে পারে না তাই

২৭০. পরিবহন মালিকদের অনেকেই কোন ধরনের চালক নিয়োগ করে থাকেন? (জ্ঞান)
ক শিক্ষিত খ অশিক্ষিত
● সনদবিহীন চালক ঘ চতুর চালক

২৭১. কোন ধরনের গাড়ির চালক সাধারণত নেশাগ্রস্ত হয়? (জ্ঞান)
ক রেলগাড়ি খ বাস গ প্রাইভেটকার ● ট্রাক

২৭২. বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত এ দুটি শব্দ কাদের সাথে তুলনা করা হয়েছে? (অনুধাবন)
ক শিক্ষক খ ছাত্র গ ব্যবসায়ী ● গাড়িচালক

২৭৩. কোন নেতিবাচক দিকটির প্রতি পরিবহন চালকদের সচেতন হওয়া দরকার? (জ্ঞান)
ক আইন মানা খ নিয়ন্ত্রিত স্পিড তোলা
● অতিরিক্ত যাত্রী বহন ঘ সিগন্যাল লঙ্ঘন করা

২৭৪. গাড়ির মালিকগণ ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি রাস্তায় ছেড়ে দেন কেন? (অনুধাবন)
ক উপায় নাই বলে ● অধিক লাভের আশায়
গ গাড়ির চালকের অনুরোধে ঘ রাস্তায় ভাংচুরের ভয়ে

২৭৫. সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব কোন ক্ষেত্রে খুবই মারাত্মক? (জ্ঞান)
● পারিবারিক খ রাজনৈতিক
গ আন্তর্জাতিক ঘ ব্যক্তিগত

২৭৬. সড়ক দুর্ঘটনায় নিহতদের মধ্যে কতভাগ ১৫ বছরের নিচে? (জ্ঞান)
ক ২০% ● ২৪% গ ২৫% ঘ ৩০%

২৭৭. বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার কারা? (জ্ঞান)
ক গাড়িচালকরা খ গাড়ির মালিক
● উপার্জনক্ষম ব্যক্তিরা ঘ যাত্রীরা

২৭৮. উপার্জনক্ষম ব্যক্তি আহত বা নিহত হলে প্রথমেই কোন ক্ষেত্রে প্রভাব পড়ে? (জ্ঞান)
● অর্থনৈতিক খ শিক্ষা গ সামাজিক ঘ রাষ্ট্রীয়

২৭৯. গাড়ির চালককে কোন ক্ষেত্রে উদ্বুদ্ধ করতে হবে? (জ্ঞান)
● নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালানো
খ নতুন লাইসেন্স সংগ্রহ
গ নতুন গাড়ি ক্রয়
ঘ নিজ পছন্দমতো গতিতে গাড়ি চালানো

২৮০. সড়ক দুর্ঘটনা এড়াতে গাড়ি চালকদের করণীয় কী? (অনুধাবন)
● নির্দিষ্ট গতিতে গাড়ি চালানো খ রাস্তায় প্রতিযোগিতা করা
গ ওভারটেকিং করা ঘ মোবাইল ফোনে কথা বলা

২৮১. সড়ক দুর্ঘটনার কারণ কোনটি? (অনুধাবন)
● মহাসড়কে ধান, পাট শুকানো খ মহাসড়কের পাশে গাছ লাগানো
গ গাড়িতে পরিমিত যাত্রীবহন করা ঘ ফুটওভারব্রিজ ব্যবহার করা

২৮২. মাদকসেবী গাড়িচালকের শাস্তি কী হওয়া উচিত? (অনুধাবন)
ক কারাদণ্ড খ জরিমানা
● লাইসেন্স বাতিল ঘ গাড়িজব্দ

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৮৩. বাংলাদেশের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য– (অনুধাবন))
i. সড়ক দুর্ঘটনা বেড়েছে
ii. রাস্তাঘাট বেড়েছে
iii. যানবাহন বেড়েছে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৪. ট্রাক দুর্ঘটনার কারণ– (অনুধাবন)
i. যাত্রী বহন করা
ii. অতিরিক্ত মাল বহন
iii. শোভাযাত্রা, মিছিলে অংশগ্রহণ করা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৫. সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব পড়ে– (অনুধাবন)
i. রাজনৈতিক ক্ষেত্রে
ii. আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে
iii. পারিবারিক ক্ষেত্রে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২৮৬. সড়ক দুর্ঘটনাকে কেন্দ্র করে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি ঘটে
ii. পরিবহনের অভাবে কাঁচামাল নষ্ট হয়
iii. দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি ঘটে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

২৮৭. আমাদের সমাজে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটার কারণ– (অনুধাবন)
i. অদক্ষ গাড়িচালক
ii. ত্রুটিপূর্ণ গাড়ি
iii. ত্রুটিপূর্ণ সড়ক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ঘ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের চিত্রটি দেখে ২৮৮ ও ২৮৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :

২৮৮. উপরের ছবির আলোকে দুর্ঘটনার প্রধান কারণ কী?? (প্রয়োগ)
ক বেপরোয়া গতি ● ওভারটেক করা
গ ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা ঘ তরুণ চালক

২৮৯. এ ধরনের দুর্ঘটনার প্রভাব হলো–
i. কোনো কোনো পরিবার আর্থিক ক্ষতিতে পতিত হয়
ii. কারো কারো অফিসে যেতে দেরি হয়
iii. কেউ কেউ ভিক্ষাবৃত্তিও বেছে নেয়
নিচের কোনটি সঠিক? (উচ্চতর দক্ষতা)
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

➲ পরিচ্ছেদ-১৫.৫ : জঙ্গিবাদ

At a Glance

- ইংরেজি militant শব্দের অর্থ– জঙ্গি।
- জঙ্গির ল্যাটিন শব্দ– Militare.
- আচরণিক দৃষ্টিতে জঙ্গি হচ্ছে– যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী।
- রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক কার্যক্রম সম্পর্কিত অননুমোদিত এবং সামাজিক পরিপন্থিমূলক নীতিই– জঙ্গিনীতি।
- জঙ্গি তৎপরতার প্রভাব ভয়াবহ ও মারাত্মক– রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে।
- আমেরিকার টুইন– টাওয়ার ধ্বংসের কারণ– জঙ্গিবাদ।
- মুম্বাইয়ের হোটেল তাজ, যশোরের উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠান এবং পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে হামলা– জঙ্গিবাদের প্রত্যক্ষ উদাহরণ।
- নিজের পরিবারের জন্যও হুমকিস্বরূপ– জঙ্গি।
- জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রতিরোধে ব্যাপক– সামাজিক আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন।
- জঙ্গিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে– বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

২৯০. Militare শব্দের অর্থ কী? (জ্ঞান)
ক প্রকৌশলী হিসেবে কাজ করা খ চিকিৎসক হিসেবে কাজ করা
গ আইনজীবী হিসেবে কাজ করা ● সৈনিক হিসেবে কাজ করা

২৯১. জঙ্গিরা চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয় কেন? (অনুধাবন)
● কোনো রাজনৈতিক ধারণা প্রতিষ্ঠার জন্য
খ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখলের জন্য
গ রাজনৈতিক দল প্রতিষ্ঠার জন্য
ঘ নিজেদের শক্তি প্রকাশের জন্য

২৯২. নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে জঙ্গিদের কিরূ প উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকে? (অনুধাবন)
● রাজনৈতিক খ সামাজিক গ ধর্মীয় ঘ ব্যক্তিগত

২৯৩. জঙ্গিরা লিফলেট, পোস্টার বিতরণ করে কেন? (অনুধাবন)
ক হামলা চালানোর জন্য
● নিজস্ব ধারণা প্রচারের জন্য
গ ধর্মীয় বাণী প্রচারের জন্য
ঘ সরকারকে বেকায়দায় ফেলানোর জন্য

২৯৪. রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, বিধিবিধান, জঙ্গিরা মানতে চায় না কেন? (অনুধাবন)
ক সমাজ কর্তৃক স্বীকৃত নয় বলে
● নিজেদের ধারণা সঠিক মনে করে সেজন্য
গ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য
ঘ রাষ্ট্রীয় বিধান অযৌক্তিক বলে

২৯৫. জঙ্গিরা বিমান ছিনতাই করে কেন? (অনুধাবন)
ক ব্যবসায়িক কাজের জন্য ● ধ্বংসাত্মক কাজ করার জন্য
গ নিজেদের কাজে ব্যবহারের জন্য ঘ যাত্রী পরিবহনের জন্য

২৯৬. বিশ্বজুড়ে রয়েছে গোপন যোগাযোগ। এটি কীসের উপস্থিতি প্রমাণ করে? (উচ্চতর দক্ষতা)
● জঙ্গিবাদ খ এন এস আই গ এস আই ঘ সি আই

২৯৭. জঙ্গিবাদ প্রতিরোধে কী করা প্রয়োজন? (জ্ঞান)
ক রাজনৈতিক আন্দোলন খ জঙ্গিবাদের মেরে ফেলা
● সামাজিক আন্দোলন ঘ জঙ্গিদের বন্দি করা

২৯৮. নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে কোন উদ্দেশ্য থাকতে পারে? (অনুধাবন)
● রাজনৈতিক খ সামাজিক গ অর্থনৈতিক ঘ আধ্যাত্মিক

২৯৯. আমেরিকার কোন শহরে টুইন টাওয়ার অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক ক্যালিফোর্নিয়া ● নিউইয়র্ক
গ ওয়াশিংটন ঘ ফিলাডেলফিয়া

৩০০. ভারতের কোন শহরে হোটেল তাজ অবস্থিত? (জ্ঞান)
ক কলকাতা খ দিল্লি ● মুম্বাই ঘ ব্যাঙ্গালোর

৩০১. বাংলাদেশের কোন জেলায় উদীচী শিল্পীগোষ্ঠীর অনুষ্ঠানে জঙ্গিরা বোমা হামলা করেছিল? (জ্ঞান)
ক ঢাকা খ চট্টগ্রাম ● যশোর ঘ কুষ্টি

৩০২. পহেলা বৈশাখে কোন স্থানে বোমার বিস্ফোরণ ঘটে? (জ্ঞান)
ক টিএসসিতে ● রমনা বটমূলে
গ শিশুপার্কে ঘ চিড়িয়াখানায়

৩০৩. কোন উদ্দেশ্যে জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে? (অনুধাবন)
ক ক্ষমতা দখল খ সরকারকে চাপসৃষ্টি করা
● নৈরাজ্য সৃষ্টি ঘ শান্তি প্রতিষ্ঠা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩০৪. ধ্বংসাত্মক কাজে অংশগ্রহণের জন্য জঙ্গিরা সংগ্রহ করে– (অনুধাবন)
i. অস্ত্র
ii. চাঁদা
iii. পরিকল্পনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৫. জঙ্গি উন্মাদনার জন্য নিতে পারে– (অনুধাবন)
i. রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার লোভে
ii. রাজনৈতিক স্বার্থে
iii. ধর্মীয় স্বার্থে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩০৬. জঙ্গি কার্যক্রম প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে– (অনুধাবন)
i. সাংস্কৃতিক জীবনে
ii. রাজনৈতিক জীবনে
iii. আর্থসামাজিক জীবনে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩০৭. সামাজিক আন্দোলনের অংশ– (অনুধাবন)
i. ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা
ii. পোস্টার, লিফলেট ব্যবহার করা
iii. জঙ্গিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩০৮ ও ৩০৯ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
'ক' অঞ্চলে একটি গ্রুপ রয়েছে যাদের আচরণ আক্রমণাত্মক ও যুদ্ধবাজ ধরনের। এ গ্রুপটি রাষ্ট্রের বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ ও নিয়মনীতি মানতে চায় না। তারা বোমা, গুপ্তহত্যায় ব্যবহৃত স্থলমাইন ও সামরিক অস্ত্রও ব্যবহার করে।

৩০৮. 'ক' অঞ্চলের গ্রুপটির কর্মকাণ্ডের সাথে নিচের কোন সংগঠনটির সাদৃশ্য রয়েছে? (প্রয়োগ)
ক সাংস্কৃতিক খ অর্থনৈতিক গ রাজনৈতিক ● জঙ্গি

৩০৯. ওই গ্রুপটির কার্যক্রমে 'ক' অঞ্চলে যে ক্ষেত্রে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে পারে– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. অর্থনৈতিক
ii. শিক্ষা
iii. সামাজিক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

➲ পরিচ্ছেদ-১৫.৬ : দুর্নীতি

At a Glance

- ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় জনস্বার্থ বিরোধী কাজই– দুর্নীতি।
- ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি উভয়ই– দুর্নীতি।
- দুর্নীতির সাথে যুক্ত থাকে– পেশা, ক্ষমতা, পদবি, স্বার্থ, নগদ অর্থ, বস্তুসামগ্রী প্রভৃতি।
- দৈহিক শ্রমের চেয়ে ধূর্তবুদ্ধির প্রয়োজন বেশি– দুর্নীতি করতে।
- কোনো মানবিকতা এবং দেশপ্রেম থাকে না– দুর্নীতিবাজদের।
- দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করে– চাকরিজীবী।
- যে কোনো চাকরির প্রত্যাশায় বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছে– যুবসমাজ।
- সমাজজীবনে দুর্নীতির ক্ষতিকর প্রভাব– সুদূরপ্রসারী।
- গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার হলো– গণমাধ্যম।
- সমাজের সর্বস্তরের জবাবদিহিতা প্রতিষ্ঠা করা হলে– দুর্নীতি নির্মূল করা সম্ভব।

সাধারণ বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩১০. দুর্নীতি কী? (জ্ঞান)
● নীতিবহির্ভূত কাজ খ নৈতিক কাজ
গ অসামাজিক কাজ ঘ সামাজিক কাজ

৩১১. অবৈধপন্থায় জনস্বার্থবিরোধী কাজকে কী বলে? (জ্ঞান)
● দুর্নীতি খ জঙ্গিবাদ গ প্রতারণা ঘ স্বজনপ্রীতি

৩১২. দুর্নীতির জন্য প্রয়োজন কোনটি? (জ্ঞান)
● ধূর্ত বুদ্ধি খ নগদ অর্থ গ সম্পদ ঘ পরিবেশ

৩১৩. কথায় বলে অভাবে– (অনুধাবন)
ক অভাব আনে ● স্বভাব নষ্ট গ ধৈর্য বাড়ে ঘ মৃত্যু ঘটে

৩১৪. সরকারি অফিসে ফাইল আটকে রাখাকে কী বলে? (জ্ঞান)

ক ছিনতাই খ ডাকাতি ● দুর্নীতি ঘ স্বজনপ্রীতি

৩১৫. দুর্নীতিবাজরা ফাইল আটকিয়ে কী গ্রহণ করে? (জ্ঞান)
ক দান ● ঘুষ গ সুদ ঘ বেতন

৩১৬. হাফিজ স্কুল অফিসে প্রশংসাপত্র আনতে গেলে কেরানি তার কাছে ১০০ টাকা দাবি করল। কেরানির আবদারটি কিসের মধ্যে পড়ে? (প্রয়োগ)
ক স্বজনপ্রীতি খ নৈরাজ্য ● দুর্নীতি ঘ বিশৃঙ্খলা

৩১৭. রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের চর্চার অভাবে সমাজে কোনটি পরিলক্ষিত হয়? (জ্ঞান)
ক ধর্মীয় গোড়ামি খ জঙ্গিবাদ
● দুর্নীতির বিস্তার ঘ স্বজনপ্রীতি

৩১৮. দুর্নীতিবাজদের মধ্যে কোনটি অনুপস্থিত? (জ্ঞান)
● দেশপ্রেম খ স্বার্থ
গ কর্তব্যপরায়ণতা ঘ স্বজনপ্রীতি

৩১৯. রফিক মিয়া একজন ভোজ্যতেল ব্যবসায়ী। সে ভেজাল তেল বিক্রি করে। কী কারণে সে এমন দুর্নীতির আশ্রয় নেয়? (প্রয়োগ)
● ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতা খ ভেজাল তেলে সমস্যা হয় না
গ ব্যবসায়িক ধারা ঘ ভেজালবিরোধী তৎপরতা নেই

৩২০. কোনটি বাংলাদেশে লাগামহীনভাবে বাড়ছে? (জ্ঞান)
● দ্রব্যমূল্য খ নৈরাজ্য
গ বিশৃঙ্খলা ঘ মূল্যবোধের অবক্ষয়

৩২১. দ্রব্যমূল্যের সাথে কোনটি সম্পর্কযুক্ত? (জ্ঞান)
ক দুর্নীতি ● মুদ্রাস্ফীতি গ নৈরাজ্য ঘ বিশৃঙ্খলা

৩২২. স্বল্প আয়ের লোকেরা দুর্নীতির আশ্রয় গ্রহণ করে কেন? (অনুধাবন)
● বাঁচার জন্য খ না বুঝে
গ লোভে পড়ে ঘ পারিপার্শ্বিক কারণে

৩২৩. দুর্নীতি সমাজের মধ্যে কী সৃষ্টি করে? (জ্ঞান)
ক চাহিদা ● হতাশা গ বিভাজন ঘ অরাজকতা

৩২৪. জাতীয় বিপর্যয়ের মূল কারণ কী? (জ্ঞান)
ক সরকারি দুর্নীতি ● সামগ্রিক দুর্নীতি
গ মূল্যবোধের অবক্ষয় ঘ পুলিশের দুর্নীতি

৩২৫. গণসচেতনতা গড়ে তোলার কার্যকর হাতিয়ার কী? (জ্ঞান)
● গণমাধ্যম খ পত্রিকা গ শিক্ষা ঘ চাকরি

৩২৬. দুর্নীতি নির্মূলের কার্যকর পদক্ষেপ কোনটি? (অনুধাবন)
ক কঠোর আইন প্রণয়ন ● মূল্যবোধ জাগিয়ে তোলা
গ দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দেওয়া ঘ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা

বহুপদী সমাপ্তিসূচক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

৩২৭. দুর্নীতির সাথে যুক্ত– (অনুধাবন)
i. পেশা
ii. স্বার্থ
iii. ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩২৮. কর্মকর্তারা ফাইলের কাজের মাধ্যমে আদায় করে–
i. দ্রব্যসামগ্রী
ii. কমিশন
iii. ক্ষমতা
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩২৯. দুর্নীতির স্বর্গরাজ্যে গড়ে ওঠে– (অনুধাবন)
i. মুদ্রা পাচার হওয়ার কারণে
ii. মূল্যস্তর বৃদ্ধির কারণে
iii. মুদ্রাস্ফীতির কারণে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii ● ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩০. যুবসমাজ চাকরির ক্ষেত্রে ঘুষ দিতে চাওয়ার কারণ– (অনুধাবন)
i. ব্যাপক বেকারত্ব ii. সীমিত কর্মক্ষেত্র
iii. কর্মক্ষেত্রের মর্যাদা বৃদ্ধির জন্য
নিচের কোনটি সঠিক?
● i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩১. কর্মকর্তারা দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়– (অনুধাবন)
i. বিলাসী জীবনের প্রত্যাশায়
ii. উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা থেকে
iii. অল্প সময়ে ধনী হওয়ার প্রত্যাশায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩২. দুর্নীতিবাজদের মুখোশ উন্মোচন করা সম্ভব– (অনুধাবন)
i. উপার্জন সম্পর্কে জেনে
ii. ব্যয় সম্পর্কিত তথ্য নিয়ে
iii. সম্পদের হিসাব নিয়ে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii ● i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৩৩৩. দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে– (অনুধাবন)
i. রাজনীতিতে গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ চর্চার অভাব
ii. অগণতান্ত্রিক পন্থায় রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল
iii. রাজনৈতিক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হওয়ার তীব্র আকাঙ্ক্ষা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

৩৩৪. দুর্নীতিগ্রস্ত সমাজের বৈশিষ্ট্য– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. একজন দুর্নীতিবাজ অন্যের দুর্নীতির শিকারে পরিণত হয়
ii. ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনা
iii. যোগ্য ব্যক্তিরা বঞ্চিত
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

অভিন্ন তথ্যভিত্তিক বহুনির্বাচনি প্রশ্নোত্তর

নিচের অনুচ্ছেদটি পড়ে ৩৩৫ ও ৩৩৬ নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
সরকারি অফিসের হিসাব শাখায় নিম্নশ্রেণির কর্মচারী হিসেবে কাজ করেন জাফর মিয়া। সামনে মেয়ের পরীক্ষা ফি ও নতুন কিছু কেনাকাটা রয়েছে। হাতে টাকা নেই। তাই প্রতিদিন যারা অফিসে কোনো কাজে আসে তাদের থেকে বিভিন্ন কৌশলে কিছু টাকা রেখে দেন।

৩৩৫. জাফর মিয়ার এ ধরনের কাজের সম্পৃক্ত হওয়ার কারণ কী? (প্রয়োগ)
● দরিদ্রতা খ বিলাসিতা গ শৌখিনতা ঘ মর্যাদা বাড়াতে

৩৩৬. উদ্দীপকের মতো ঘটনা আরও ঘটলে সমাজে যে ধরনের প্রভাব দেখা যায় তা হলো– (উচ্চতর দক্ষতা)
i. যোগ্যতা অধিকার বঞ্চিত হয়
ii. ন্যায়বিচার বাধাগ্রস্ত হয়
iii. সম্পদের অপব্যবহার বেড়ে যায়
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ● i, ii ও iii

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

■ গুরুত্বপূর্ণ সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ১ ▸▸ শিশুশ্রম

ইমনের বয়স তের বছর। সে ঢাকার একটি ফ্ল্যাট বাড়িতে কাজ করে। ইমনের মতো এমন অনেক শিশু আছে যারা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে টেম্পো

ও গাড়ির গ্যারেজে কাজ করছে। বাবা মাকে প্রলোভন দেখিয়ে এই সমস্ত শিশুদের কাজে আনা হয়।

ক. এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন কখন পাস করা হয়? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. ইমনের কাজ করার প্রধান কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে উলিরখিত শিশুদের কাজ প্রতিরোধে শুধুমাত্র শর্তাবলি আরোপ করাই কি যথেষ্ট? বিশেরষণ কর। ৪

১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন ২০১০ সালে পাস হয়।

খ যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লব্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ ও কার্যাবলিকে পরোৰভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে মূল্যবোধ। যে কোনো সমাজের রীতিনীতি মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার–আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। বড়দের শ্রদ্ধা করা, ছোটদের প্রতি স্নেহ প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এই মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়, যা সামাজিক অসঙ্গতির মূল কারণ।

গ উদ্দীপকে ইমনের কাজ করার প্রধান কারণ অর্থনৈতিক দুরবস্থা। মূলত অর্থনৈতিক দুরবস্থা তথা দারিদ্র্যের কারণে আমাদের দেশের যে বয়সের শিশুরা স্কুলে আসা–যাওয়া করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে তারা জীবিকার জন্য কাজ করে। দরিদ্র পরিবারের পৰে ভরণ–পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো মা–বাবার পৰে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের বিদ্যালয়ে পাঠাতে অভিভাবকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা মনে করেন, সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয় রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। তাছাড়া দরিদ্র পরিবারের পিতা মাতা শিৰাকে একটি অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করে। সন্তানদেরকে পনের ও ষোলো বছর ধরে লেখাপড়ার খরচ চালিয়ে যাওয়ার মতো ধৈর্য ও অর্থ তাদের থাকে না। এসব কারণে তারা তাদের শিশুদেরকে বিভিন্ন ধরনের কাজে নিয়োগ করে, যেমনটি উদ্দীপকে উলিরখিত তেরো বছর বয়সী শিশু ইমনের ৰেত্রে দেখা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, ইমনের কাজ করার প্রধান কারণ হলো দারিদ্র্য তথা অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

ঘ না, আমি মনে করি উদ্দীপকে উলিরখিত শিশুদের কাজ প্রতিরোধে শুধুমাত্র শর্তাবলি আরোপ করাই যথেষ্ট নয়; এর জন্য প্রয়োজন শর্তাবলির বাস্তব ও কার্যকর প্রয়োগ। কেননা জাতীয় শিশুশ্রম নিরসন নীতি ২০১০ –এ শিশুশ্রম বন্ধে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লব্য নির্ধারণ করা হলেও এখনো বাংলাদেশে উলেরখযোগ্যভাবে শিশুশ্রম বন্ধ হয়নি। তাই শিশুশ্রম বন্ধে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগের পাশাপাশি আমাদের উচিত নিজ নিজ প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের সচেতন করা। তারা যাতে বাড়িতে শিশুদেরকে শ্রমিক হিসাবে না রাখে। এলাকার কোনো হোটেল, কারখানা, স্টেশনারি দোকানে শিশুশ্রমিক থাকলে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদেরকে শিশুশ্রম বিষয়ে যেসব আইন ও নীতিমালা আছে তা জানানো। তাছাড়া শিশুশ্রম বন্ধে বড়দের সহায়তার নাটক, সিম্পোজিয়াম, সেমিনার ও বিভিন্ন ধরনের গণসচেতনতামূলক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা। সর্বোপরি যেসব শিশু শিশুশ্রমের সাথে জড়িত তাদের অভিভাবকদের শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে সচেতন করার মাধ্যমে শিশুশ্রম কমানো যেতে পারে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে উলিরখিত শিশুদের কাজ প্রতিরোধে শুধুমাত্র শর্তাবলি আরোপ করাই যথেষ্ট নয়।

প্রশ্ন– ২ দুর্নীতি

দরিদ্রতা → বেকারত্ব → উচ্চাভিলাষ → মূল্যবোধের অভাব → ৰমতার অপব্যবহার।

ক. সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প কী? ১
খ. কিশোর অপরাধের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন সামাজিক সমস্যাটি ফুটে উঠেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উক্ত সমস্যা থেকে সৃষ্ট সামাজিক প্রভাবসমূহ বিশেরষণ কর। ৪

২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য।

খ কিশোর অপরাধের অন্যতম কারণ হলো দারিদ্র্য। দারিদ্র্যের কারণে শিশু কিশোররা মৌল মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ফলে তার তাদের জীবনের মৌল মানবিক চাহিদা মেটাতে গিয়ে বিভিন্ন ধরনের অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েও কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে।

গ উদ্দীপকে সামাজিক সমস্যা দুর্নীতির কারণ ফুটে উঠেছে। আমাদের দেশে দুর্নীতির কারণ বহুবিধ। দরিদ্রতা তথা অর্থকষ্টের কারণে কোনো কেনো চাকরিজীবী দুর্নীতির আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত আয়ের চেষ্টা করে। এৰেত্রে তারা কাজের বিনিময়ে ঘুষ, বকশিশ, কমিশন, চা– নাস্তা বাবদ খরচ, দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি আদায় করে। বেকারত্বও দুর্নীতির জন্য দায়ী। আমাদের দেশে একদিকে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং অন্যদিকে ব্যাপক বেকারত্ব এ পরিস্থিতিতে যুব সমাজ চাকরি প্রত্যাশায়ে বিপুল পরিমান ঘুষ দিয়ে বাধ্য হচ্ছে। আবার অনেক ৰেত্রে কর্মকর্তা কর্মচারীকে বিলাসী জীবন বা উচ্চাকাঙ্খার নেশা ও স্বল্পসময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার প্রত্যাশা পূরণে দুর্নীতি কাজে প্রলুব্ধ করে। এছাড়া মূল্যবোধের অভাব এবং ৰমতার অপব্যবহার দুর্নীতি বিস্তারের অনুকূল প্রভাব সৃষ্টি করে থাকে। সুতরাং বলা যায়, উদ্দীপকে উলিরখিত সমস্যা দরিদ্রতা, বেকারত্ব, উচ্চাভিলাস, মূল্যবোধের অভাব এবং ৰমতার অপব্যবহার সামাজিক সমস্যা দুর্নীতিকে ফুটিয়ে তোলে।

ঘ উদ্দীপকে সামাজিক সমস্যা দুর্নীতির প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে। দুর্নীতির ৰতিকর প্রভাব সুদূরপ্রসারী। যে সমাজ দুর্নীতিতে ছেয়ে গেছে সে সমাজ একে অন্যের দ্বারা প্রতারিত হয়। দুর্নীতিবাজও অন্যের দুর্নীতির শিকার হয়। ন্যায্য অধিকারের বঞ্চনা দুর্নীতিপ্রবণ সমাজের চিত্র। যোগ্যদের এ সমাজে ঠাঁই নেই। কেননা, স্বজনপ্রীতির কারণে যদি অযোগ্যরা নিয়োগ এবং পদোন্নতি পায় তাহরে সমাজের যোগ্যরা তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। সমাজে ন্যায়বিচার, প্রতিভা বাধাগ্রস্ত হয়। দুর্নীতি সমাজের মানুষের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে, ফলে যোগ্যদের প্রতিভা বিকশিত হয় না এবং সৃজনশীলতা ক্রমে হারাতে থাকে। দুর্নীতিপ্রবণ সমাজে আইন, শৃঙ্খলা, নিয়ম কানুন প্রভৃতির প্রতি মানুষ ক্রমে শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে। আর্থ–সামাজিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হয়। দারিদ্র্যের হার বেড়ে যায়। সততা, আদর্শ এবং মূল্যবোধ লোপ পেতে থাকে। সামগ্রিকভাবে দুর্নীতি জাতীয় বিপর্যয়ের মূল কারণ। এটি দেশের উন্নয়ন ও প্রবৃদ্ধির প্রতিবন্ধক।

প্রশ্ন– ৩ নারীর প্রতি সহিংসতা ও প্রতিরোধ

ঐশীর বিয়ে হয়েছে মাত্র দেড় বছর। বিয়ের সময় দেনা–পাওনার কথা না থাকলেও শ্বশুরবাড়িতে তার প্রতি নানা ধরনের অত্যাচার করা হয়। শাশুড়ি ও ননদের কথায় তার স্বামী তাকে প্রায়ই প্রহার করে। বাবার সম্পত্তি বিক্রি করে টাকা এনে দিতে বলে। এছাড়াও তাকে পারিবারিক অত্যধিক কাজ করতে বাধ্য করা হয়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. শিশু শ্রমিক নিয়োগের ৰেত্রে আমাদের করণীয় কী? ২

গ. উদ্দীপকে উলিরখিত সমস্যাটি কোন ধরনের সামাজিক সমস্যার অন্তর্ভুক্ত? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উক্ত সমস্যা প্রতিরোধে সমাজের করণীয় কী? তোমার নিজস্ব বক্তব্য উপস্থাপন কর। ৪

৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক নৈরাজ্য হচ্ছে সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরমরূ প।

খ শিশুশ্রম বন্ধে আমরা আমাদের প্রতিবেশী ও আত্মীয়স্বজনদের সচেতন করব; তারা যাতে ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ না দেয়। এলাকার কোনো হোটেল, কারখানা, স্টেশনারী দোকানে শিশুশ্রমিক থাকলে এসব প্রতিষ্ঠানের মালিকদের শিশুশ্রম বিষয়ে যেসব আইন ও নীতিমালা আছে তা জানাব। সর্বোপরি বড়দের সহায়তায় বিভিন্ন ধরনের গণসতেনতামূলক কর্মকাণ্ডের আয়োজন করব।

গ উদ্দীপকে উলিরখিত সমস্যাটি সামাজিক সমস্যা নারীর প্রতি সহিংসতার অন্তর্ভুক্ত। আমাদের দেশে এ সমস্যাটি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে; যা নারীর স্বাধীনতার ৰেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি বিভিন্ন ধরনের। নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় তাকে পারিবারিক সহিংসতা বলে। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারী এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে অন্যতম হলো যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন; যেমনটি উদ্দীপকের ঐশীর ৰেত্রে দেখা যায়। সাধারণত নারীর প্রতি এই সহিংস আচরণ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টি নারীর আর্থ সামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরবদ্ধে এই শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন চালানো উদ্দীপকের ঐশী স্বামী, শাশুড়ি ও ননদের দ্বারা নির্যাতনের শিকার; যা সামাজিক সমস্যা নারীর প্রতি সহিংসতাকেই ফুটিয়ে তোলে।

ঘ উক্ত সমস্যা অর্থাৎ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে নানামুখী পদৰেপ গ্রহণ করা যেতে পারে। প্রথমত, নারী শিৰা কার্যক্রম গ্রহণ, বিধবা ভাতা প্রদান এবং দুস্থ নারীর জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ৰমতায়ন বৃদ্ধি করা। নির্যাতন, সহিংসতার ধরন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগের ব্যবস্থা করা। পরিবারে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিৰা প্রদান করা। নারী অধিকার এবং অধিকার সংশিরষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশিরষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতার সম্প্রসারণ ঘটানো এবং নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা। সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমেও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা যেতে পারে। তাছাড়া নারীর বিরবদ্ধে সহিংস ঘটনার প্রভাব প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ্য করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করে সহিংসতা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। সর্বোপরি নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আরও কতগুলো বিষয়ের প্রতি গুরবত্ব দিতে হবে। যেমন : সমাজে মূল্যবোধের অবৰয়রোধ, অপসংস্কৃতি রোধ, নারী ও পুরবষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা, সুস্থ পরিবার গঠন শিৰা, ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন করা। নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন করা প্রভৃতি।

প্রশ্ন– ৪ ▸▸ সড়ক দুর্ঘটনার কারণ ও প্রভাব

বিশ্ববিদ্যালয়ের মেধাবী ছাত্র সোহাগ। তার বাবা একজন রিকশাচালক। আর্থিক অসচ্ছলতার কারণে সোহাগ ঢাকা শহরে টিউশনি করে পড়াশুনার খরচ চালায়। তার বাবার প্রত্যাশা সন্তান বড় হয়ে সরকারের একজন উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা হবে এবং সংসারের দুর্দশা দূর করবে। কিন্তু দুর্ভাগ্য প্রতিদিনের মতো সেদিনও টিউশনি করে হলে ফেরার পথে সে বাস দুর্ঘটনায় ঘটনাস্থলেই মারা যায়। এখানেই তার বাবার স্বপ্নের অবসান হয়।

ক. AIDS–এর পূর্ণরূ প লেখ। ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়ের কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. সোহাগের বাবার প্রত্যাশা পূরণ না হবার জন্য সামাজিক সমস্যাবলির কোন কারণটি দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "উক্ত সমস্যাটি শুধু পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না বরং আর্থসামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে"–উক্তিটি বিশেরষণ কর। ৪

৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS এর পূর্ণরূ প হচ্ছে Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ সামাজিক মূল্যবোধের পরিবর্তন ইতিবাচক ও নেতিবাচক হতে পারে। আর মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তনই সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়ের মূল কারণ। এছাড়া আইন ও সুশাসনের অভাব এবং ধর্মীয় অপব্যাখ্যা প্রভৃতি কারণেও সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয় ঘটে।

গ উদ্দীপকে সোহাগের বাবার প্রত্যাশা পূরণ না হওয়ার জন্য সামাজিক সমস্যাবলির যে কারণটি দায়ী তা হলো সড়ক দুর্ঘটনা। এ সমস্যা পৃথিবীর প্রায় সব দেশে ঘটে থাকে। তবে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ। মূলত বাংলাদেশে প্রতিনিয়ত যে হারে গাড়ির সংখ্যা বাড়ছে সে হারে দৰ চালক তৈরি হচ্ছে না। ফলে অদৰ ও প্রশিৰণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণেই অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গাড়ি চালানোর জন্য যে সকল আইন ও নীতিমালা রয়েছে তাও অধিকাংশ চালক জানেন না। এ কারণে তারা কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকেন। ফলে বেশির ৰেত্রেই তারা দুর্ঘটনার শিকার হন। তাই নিশ্চিতভাবে বলা যায় উদ্দীপকে মূলত সামাজিক সমস্যা সড়ক দুর্ঘটনারই প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

ঘ উক্ত সমস্যাটি অর্থাৎ সড়ক দুর্ঘটনা শুধু পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না বরং আর্থসামাজিক ও মানসিক জীবনকেও দুর্বিষহ করে তোলে। প্রশ্নোক্ত উক্তিটি যথার্থ। বস্তুত সড়ক দুর্ঘটনার প্রভাব পারিবারিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক জীবনে খুবই মারাত্মক, যা আবার বহু সমস্যার জন্মদাতাও। BUET–এর দুর্ঘটনা গবেষণা কেন্দ্রের ফলাফলে দেখা যায় যে, বিভিন্ন সড়ক দুর্ঘটনার প্রধান শিকার হচ্ছেন উপার্জনৰম ব্যক্তি। উপার্জনৰম ব্যক্তি দুর্ঘটনায় আহত কিংবা নিহত হওয়ার কারণে এসব পরিবারের সদস্যদের দুর্বিসহ জীবনযাপন করতে হয় এবং আর্থিকভাবে ৰতির সম্মুখীন হয়। পরিবারে শিশুদের শিৰা ব্যাহত হয়। অনেক সময় দুর্ঘটনা কবলিত ব্যক্তি পঙ্গু হলে কর্মৰমতা হারিয়ে ফেলে, যা তার ব্যক্তি জীবনকে ভারসাম্যহীন করে তোলে। আবার দেখা যায় পঙ্গু ব্যক্তিটিকে ভিৰাবৃত্তির মতো পেশা গ্রহণ করতে। কেউ জীবিকা নির্বাহের জন্য অপরাধ জগতে প্রবেশ করে। চরম হতাশা লাঘবে অনেকে আবার মাদসাসক্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার পরিসমাপ্তিতে বলা যায় যে, সড়ক দুর্ঘটনা শুধু ব্যক্তির পারিবারিক জীবনকেই বিপর্যস্ত করে না, আর্থসামাজিক এবং মানসিক জীবনকেও দুর্বিসহ করে তোলে।

প্রশ্ন– ৫ ▸▸ শিশুশ্রম ও নারীর প্রতি সহিংসতা

নূরীর বয়স তের বছর। সে স্থানীয় একটি চাতালে শ্রমিকের কাজ করে। তার ছোট ভাই রাতুল শহরে একটি কারখানায় মেকানিকের কাজ করে। চাতালের কাজ শেষে বাড়ি ফিরে নূরীকে বাবা–মায়ের সাথে অন্যান্য কাজেও হাত দিতে হয়। অথচ তাদের বাবা–মা রাতুলের সুযোগ–সুবিধার ব্যাপারে বেশ সজাগ। অপেৰাকৃত ভালো খাবারটা তুলে রাখা হয় রাতুলের জন্যই।

ক. AIDS -এর পূর্ণরূপ লেখ। ১
খ. জঙ্গিবাদ বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রথমোক্ত সামাজিক সমস্যাটির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দ্বিতীয়োক্ত সামাজিক সমস্যাটি প্রতিরোধে সামাজিকভাবে কী ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর– বিশ্লেষণ কর? ৪

৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক AIDS–এর পূর্ণরূপ হচ্ছে Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ যারা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কোনো রাজনৈতিক ধারণা প্রতিষ্ঠায় চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয় তারাই জঙ্গি। আর জঙ্গিদের দ্বারা রচিত এবং প্রচারকৃত ধ্যানধারণাই জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত। জঙ্গি কার্যক্রম একক কিংবা দলীয়ভাবে প্রচারিত হতে পারে। জঙ্গিরা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করতে চায়।

গ উদ্দীপকে ইঙ্গিতকৃত প্রথমোক্ত সামাজিক সমস্যাটি হলো শিশুশ্রম। দক্ষিণ এশিয়ার অনেক দেশের মতো বাংলাদেশেও শিশুশ্রম আছে। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে আসা যাওয়া করবে, সময়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়; যার প্রতিচ্ছবি উদ্দীপকে তের বছর বয়সী শিশু নূরী এবং রাতুলের মতো শিশুদের শ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পক্ষে ভরণ পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো বাবা–মার পক্ষে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকগণ উৎসহে হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থার পিতা বা মাতা মনে করেন, সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয়–রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। তাছাড়া দরিদ্র পিতামাতা শিক্ষাকে একটি অমঙ্গলজনক কর্মকাণ্ড মনে করে সন্তানকে বিদ্যালয়ে না পাঠিয়ে কাজে নিয়োগ দেয়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে উল্লিখিত প্রথমোক্ত সমস্যা অর্থাৎ শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা।

ঘ দ্বিতীয় সামাজিক সমস্যাটি নারীর প্রতি সহিংসতারই প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নারীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। এখনও আমাদের সমাজে অনেক পিতামাতা কন্যা সন্তানকে ছেলে সন্তানের থেকে কম গুরুত্ব দেয়। আবার অনেক পুরুষ নারীকে দুর্বল ও অবলা হিসেবে মনে করে। সমাজে কতিপয় পরিবার তথা পুরুষদের এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি নারীর প্রতি সহিংসতা বাড়িয়ে তোলে। উদ্দীপকে নূরীর বাবা মার ক্ষেত্রে এরূপ দৃষ্টিভঙ্গিরই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। এসকল ক্ষেত্রে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আমাদেরকে সামাজিকভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। আর এজন্য আমাদের প্রথমেই দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে হবে। নারী–পুরুষকে সমদৃষ্টিতে দেখতে হবে। নারীর অধিকার সম্পর্কে সচেতন হতে হবে। তাদের অধিকার প্রাপ্তিতে সহায়তা করতে হবে। সমাজে বসবাসরত মানুষের সচেতনা বৃদ্ধির জন্য নানাধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করতে হবে। পরিবারে ছেলে–মেয়ে উভয়কেই পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিক্ষা প্রদান করতে হবে। নারীরা আমাদের মা, বোন, স্ত্রী; তাদেরকে অসম্মান এবং তাদের প্রতি সহিংসতা সমাজের অবক্ষয় ডেকে আনবে। তাই সকলে মিলে নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য ও সহিংসতার বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকতে হবে। তবেই আমি মনে করি নূরীর মতো আর কোনো মেয়ে তার পরিবারে বৈষম্যের শিকার হবে না।

প্রশ্ন– ৬ জঙ্গিবাদ ও তার প্রভাব

সাম্প্রতিক সময়ে 'ক' দেশে এক ব্যক্তিকে অতর্কিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। একটি বিশেষ গোষ্ঠী এই হত্যার দায়ভার স্বীকার করে তাদের আদর্শের ক্ষেত্রে অমিল হওয়ার কারণে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে ইন্টারনেটে বিবৃতি প্রদান করে।

ক. বাংলাদেশে এইচ আই ভি'র সংক্রমণ ধরা পড়ে কত সালে? ১
খ. দুর্নীতি বলতে কি বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় কোন সামাজিক সমস্যার প্রতিফলন ঘটেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রাষ্ট্রীয় ও সমাজজীবনে উক্ত সমস্যার প্রভাব বিশ্লেষণ কর। ৪

৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশে এইচআইভি'র সংক্রমণ ধরা পড়ে ১৯৮৯ সালে।

খ ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। যেমন : ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি উভয় কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের অপব্যবহারকে বোঝায়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত ঘটনায় সামাজিক সমস্যা জঙ্গিবাদের প্রতিফলন ঘটেছে। সাধারণত যারা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে কোনো রাজনৈতিক ধারণা প্রতিষ্ঠায় চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয় তারাই জঙ্গি। আর জঙ্গিদের দ্বারা রচিত এবং প্রচারকৃত ধ্যান ধারণাই জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত। তারা তাদের বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করতে চায়। এ জন্য তারা লিফলেট, পোস্টার, পুস্তিকা এবং তথ্য প্রযুক্তির আধুনিক প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তারা সবসময়ই প্রকাশ করতে চায় তাদের ধারণাই সঠিক, তা রাষ্ট্র এবং সমাজ অনুমোদনপ্রাপ্ত হোক বা না হোক। রাষ্ট্রে বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়ম–নীতি, বিধি বিধান তারা মানতে চায় না। তাদের আদর্শের পরিপন্থী ব্যক্তিকে তারা হত্যা করতেও দ্বিধা করে না। এক্ষেত্রে দেখা যায় অনেক সময় তাদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাযজ্ঞ বা ধ্বংসাত্মক কাজ প্রচার মাধ্যমে স্বীকারোক্তিমূলকভাবে প্রকাশ করে। যেমনটি উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' দেশের ক্ষেত্রে দেখা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সামাজিক সমস্যা জঙ্গিবাদের প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে উক্ত সমস্যা অর্থাৎ জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রভাব ভয়াবহ ও মারাত্মক। এর ফলে একটি দেশের রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হয়। জঙ্গি কার্যক্রম আর্থ–সামাজিক রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। একটি দেশে অব্যাহতভাবে জঙ্গিকার্যক্রম সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক জীবনযাত্রার জন্য হুমকিস্বরূপ। জঙ্গি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের পরিবারের জন্যও হুমকিস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিদের সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে একইসাথে বসবাসকারী মানুষ জন, আবাসস্থল এবং প্রতিরোধীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। জঙ্গিদের কোনো সুস্থ পারিবারিক জীবন থাকে না। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র এদেরকে অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখে।

প্রশ্ন– ৭ নারীর প্রতি সহিংসতা ও নারী পাচার

মাশিমপুর গ্রামের কণিকা, রেখা ও সালমাসহ কয়েকজন নারী ও শিশুকে পাশের গ্রামের সোহরাব ঢাকায় চাকরি দেওয়ার নাম করে নিয়ে আসে। তার উদ্দেশ্য এদের পার্শ্ববর্তী দেশের একটি অপরাধী চক্রের হাতে তুলে দেয়া। বিদেশ যাওয়ার উদ্দেশ্যে তারা শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমান বন্দরে আসলে পুলিশের হাতে ধরা পড়ে। সোহরাব পুলিশের কাছে তার কর্মকাণ্ডের বিস্তারিত বিবরণ দেয়।

ক. কোন সালে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয়? ১
খ. মূল্যবোধের অবৰয় বলতে কী বোঝায়? ২
গ. উদ্দীপকে তোমার পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. "সোহরাবকে শাস্তিদানই উক্ত সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়"– সপৰে যুক্তি দাও। ৪

৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০১০ সালে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন পাস হয়।

খ মূল্যবোধের পরিবর্তন ইতিবাচক এবং নেতিবাচক উভয়েই হতে পারে। আর মূল্যবোধের নেতিবাচক পরিবর্তনই সমাজ অননুমোদিত, যা অবৰয়ের মূল কারণ। মাতাপিতার অবাধ্য হওয়া, বড়দের সামনে ধূমপান, বড়দের শ্রদ্ধা না করা প্রভৃতি মূল্যবোধের অবৰয়ের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে আমার পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিচ্ছবি প্রকাশিত হয়েছে তা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি যাচ্ছে, যা নারীর স্বাধীনতার ৰেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীর প্রতি সহিংসতার নানা প্রকৃতি রয়েছে। নারীরা বাড়িতে শারীরিক, মানসিক যে নির্যাতনের শিকার হয় তাকে পারিবারিক সহিংসতা বলে। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ী, ননদ এবং পরিবেশের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারীরা এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়া যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিৰেপ, নারী ও শিশু হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিৰেপ, নারী ও শিশু পাচার প্রভৃতি হলো বর্বর, নির্মম ও পৈশাচিক সহিংসতা। উদ্দীপকের কণিকা, রেখা ও সালমা নারী ও শিশু পাচারকারীদের শিকার হয়; যা মূলত সামাজিক সমস্যা নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতিকে ফুটিয়ে তোলে।

ঘ সোহরাবের শাস্তি প্রদানই উক্ত সমস্যা অর্থাৎ নারী পাচার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায়। বস্তুত নারী বা মানব পাচার হলো ভয় দেখিয়ে বা জোর করে অথবা কোনোভাবে জুলুম করে, অপহরণ করে, প্রতারণা করে, ছলনা করে, মিথ্যাচার করে, ভুল বুঝিয়ে, ৰমতার অপব্যবহার করে, দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে, অথবা যার ওপরে একজনের কর্তৃত্ব আছে পয়সা বা সুযোগ–সুবিধার লেনদেনের মাধ্যমে তার সম্মতি আদায় করে শোষণ করার উদ্দেশ্যে কাউকে সংগ্রহ করা, স্থানান্তরিত করা, হাতবদল করা, আটকে রাখা বা নেওয়া। সাধারণত নারী ও শিরাই পাচারের প্রধান বলি। আমাদের দেশের জনগণ পাচার সংক্রান্ত ব্যাপারে সচেতন নয় বরং উন্নত জীবনের আশায় তারা পাচারকারী চক্রের প্রলোভনে, তাদের পাতা ফাঁদে সহজেই ধরা পড়ে। আর্থ সামাজিকভাবে দরিদ্র ও বঞ্চিত এদেশের নারীরা সুখের আশায় বিদেশে পাড়ি জমানোর প্রলোভনে পড়ে এবং অল্প সময়ে অর্থ সম্পদ উপার্জনের চেষ্টা করে। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক অবস্থা অনুকূল না হওয়ায় এ ধরনের প্রলোভন থেকে তাদের বিরত রাখা দুরূ হ। আর এৰেত্রে সোহরাবের মতো অপরাধীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি প্রদানই উদ্দীপকে উলিৱখিত সমস্যা অর্থাৎ নারী পাচার সমস্যা সমাধানের একমাত্র উপায় বলে আমি মনে করি।

প্রশ্ন– ৮ কিশোর অপরাধ

কাজীহাটা গ্রামে চুরি করতে এসে ধরা পড়ে ১২–১৬ বছরের চারজন কিশোর। এদের কাছে পিস্তলসহ দেশীয় অস্ত্র এবং মাদকদ্রব্য পাওয়া যায়। জিজ্ঞাসাবাদকালে তারা জানায় অনেকদিন যাবৎ তারা বিভিন্ন বাসাবাড়ি, রাস্তাঘাটে, মার্কেটে চুরি ছিনতাইসহ নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ড করে আসছে। এছাড়া তারা মাদক সেবনে অভ্যস্ত।

ক. দুর্নীতির শাব্দিক অর্থ কী? ১
খ. এইডস সংক্রমণ হয় কীভাবে? ২
গ. উদ্দীপকে উলিৱখিত সামাজিক সমস্যার কারণগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'আইনি ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের সাথে সামাজিক সচেতনতাই উক্ত অপরাধ নিরসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে'– বক্তব্যটির যৌক্তিকতা বিশেৱষণ কর। ৪

৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দুর্নীতির শাব্দিক অর্থ নীতিহীনতা বা নীতিবহির্ভূত কাজ।

খ HIV সংক্রমিত পুরবষ বা মহিলার সাথে যৌনমিলন কিংবা HIV বহনকারীর রক্ত অন্যের শরীরে সঞ্চালন কিংবা বিভিন্ন অঙ্গ যেমন কর্ণিয়া হৃদপিণ্ড, কিডনি, লিভার বা কোষ সমষ্টি কোন ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে এইডস সংক্রমণ হয়। তাছাড়া এ ভাইরাসযুক্ত সিরিঞ্জ, সুচ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে, সমকামিতার মাধ্যমে, আক্রান্ত মায়ের গর্ভের সন্তান জন্ম নিলে অথবা আক্রান্ত মায়ের দুধের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে।

গ উদ্দীপকে উলিৱখিত সমস্যাটি হলো কিশোর অপরাধ। সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকারীদের সঙ্গী হয়ে শিশু কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে। মূলত বঞ্চিত এবং অবহেলিত শিশু এবং কিশোররা সহজেই অপরাধ জগতে জড়িয়ে পড়ে। পারিবারিক অভাব অনটন, শিৰার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং বাবা–মার দায়িত্বহীন আচরণ এবং নিয়ন্ত্রণের অভাবে শহরের বস্তিতে বসবাসকারী কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে বেশি জড়িয়ে পড়ে। এছাড়া শহর জীবনের একাকীত্ব, বাবা–মার কর্মব্যস্ততা, আবার সংস্কৃতির প্রভাবসহ নানা কারণে কিশোররা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে।

ঘ আইনি ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগের সাথে সামাজিক সচেতনতাই উক্ত অপরাধ অর্থাৎ কিশোর অপরাধ নিরসনে মূল ভূমিকা পালন করতে পারে। বস্তুত কিশোর অপরাধ প্রতিটি সমাজের জন্য একটি উদ্বেগজনক সামাজিক সমস্যা। আমাদের সমাজসহ সারা পৃথিবীব্যাপী এ সমস্যা উলেৱখযোগ্য হারে বিদ্যমান রয়েছে। নের জন্য প্রয়োজন আইনি ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগ, গঠনমূলক পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবার ও বিদ্যালয়ে নৈতিক শিৰা, চিত্তবিনোদনমূলক কার্যকম এবং অপসংস্কৃতিরোধ। আবার যে সকল শিশু–কিশোর ইতো মধ্যে অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়েছে তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, সংশোধনী প্রতিষ্ঠান প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে। সর্বোপরি এ সমস্যা সমাধানের জন্য প্রয়োজন সামাজিক সচেতনামূলক বিভিন্ন পদৰেপ গ্রহণ। সুতরাং বলা যায় যে, আইনি ব্যবস্থার সুষ্ঠু প্রয়োগ এবং সামাজিক সচেতনতাই কিশোর অপরাধ নিরসনে মুখ্য ভূমিকা পালন করতে পারে প্রশ্নোক্ত এ বক্তব্যটি যৌক্তিক।

প্রশ্ন– ৯ শিশুশ্রম

রতনের বয়স ৯ বছর। তারা চার ভাইবোন। তার বাবা একজন রিকশা চালক। রতনকে স্কুলে পাঠাবার মত অর্থনৈতিক সঙ্গতি তার বাবার নাই। পরিবারের জন্য টাকা রোজগার করতে তার বাবা তাকে টেম্পোর হেলপার হিসেবে কাজ করতে পাঠায়। কিন্তু টেম্পোর মালিক তাকে কম বেতনে দীর্ঘ সময় ধরে কাজ করায়।

ক. এসিড নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন পাস হয় কত সালে? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়ের একটি কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে কোন ধরনের সামাজিক সমস্যা নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. তুমি কি মনে কর, জাতিসংঘ শিশুসনদ উদ্দীপকে চিহ্নিত সমস্যা প্রতিরোধে সৰম? উত্তরের সপৰে যুক্তি দেখাও। ৪

৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এসিড নিয়ন্ত্রণ সংশোধন আইন পাস হয় ২০১০ সালে।

খ সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়ের অন্যতম একটি কারণ হচ্ছে সমাজে আইনের শাসনের দুর্বলতা ও অভাব। মূলত সমাজে আইনের শাসনের অভাবের কারণেই সমাজে বিভিন্ন ধরনের মূল্যবোধের অবৰয়জনিত কাজ সংঘটিত হয় যেমন– বড়দের সামনে ধূমপান, বড়দের শ্রদ্ধা না করা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপকে সামাজিক সমস্যা শিশুশ্রমকে নির্দেশ করে। বস্তুত যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া আসা করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে ঐ বয়সে দরিদ্র শিশুদেরকে জীবিকার জন্য কাজ করতে হয়; যেমনটি উদ্দীপকের নয় বছর বয়সী শিশু রতনের ৰেত্রে দেখা যায়। এর প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পৰে ভরণ পোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো বাবা–মার পৰে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। উদ্দীপকের রতনও এ পরিস্থিতির শিকার। আবার শিশুদের অল্প পারিশ্রমিকে দীর্ঘৰণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তারা ও শিশুদেরকে কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী; যার সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি উদ্দীপকের নয় বছর বয়সী শিশু রতন। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সামাজিক সমস্যা শিশু শ্রমেরই প্রতিফলন ঘটেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি জাতিসংঘ শিশুসনদ উদ্দীপকে চিহ্নিত সমস্যা অর্থাৎ শিশুশ্রম প্রতিরোধে সৰম। কেননা ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশুশ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশুশ্রমের জন্য বয়স, বিশেষ কর্মঘন্টা ও কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এছাড়া এ সনদে শিশুর সুরৰা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিৰা ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে যা পরোৰভাবে শিশুশ্রম নিরসনে সহায়তা করবে। এ সনদের ওপর ভিত্তি করেই বাংলাদেশ জাতীয় শিশু শ্রম নিরসন নীতি ২০১০ প্রণয়ন করে শিশুশ্রম বিলোপ সাধনে কতগুলো সুনির্দিষ্ট লৰ্য নির্ধারণ করেছে। এজন্যই আমি মনে করি জাতিসংঘ শিশু সনদ শিশুশ্রম প্রতিরোধে সৰম।

প্রশ্ন– ১০ ▸▸ নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ

সীমা ও তার মায়ের কথোপকথন :–

সীমা : মা আমি আর গার্মেন্টসে কাজ করব না। আসতে রাত হয়। পথে দোকানের মোড়ে দাঁড়িয়ে লোকগুলো এমন নোংরা কথা বলে যা মুখে বলা যায় না।

মা : না, মা। বলার দরকার নেই। আমরা গরিব মানুষ, লোকজন শুনলে আমাদেরই সম্মান নষ্ট হবে।

ক. STD-এর পূর্ণরূ প কী? ১

খ. কীভাবে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হতে পারে? ২

গ. উদ্দীপকে যে সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে তা ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, মায়ের বক্তব্যের মধ্যে উক্ত সমস্যার কারণ নিহিত রয়েছে? তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

১০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক STD-এর পূর্ণরূ প হলো –Sexually Transmitted Disease.

খ সামাজিক মূল্যবোধের অবৰয়ের কারণে সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। সমাজে আইনশৃঙ্খলায় অবনতি ও শিথিলতা ঘটলে নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়। তাছাড়া আইনশৃঙ্খলা রৰাকারী প্রতিষ্ঠান কর্তৃক সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তির প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ ও অবহেলা সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টি করে।

গ উদ্দীপকে যে সামাজিক সমস্যার চিত্র ফুটে উঠেছে তা হচ্ছে নারীর প্রতি সহিংসতা। পুরবষ বা নারী কর্তৃক যে কোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। নারীর প্রতি এই সহিংস আচরণ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থসামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর প্রতি সহিংসতার এমনি একটি ধরন হচ্ছে যৌন হয়রানি। আমাদের দেশের নারীরা বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে। বর্তমানে নারীরা গৃহ অভ্যন্তরে কর্মৰেত্রে অথবা যাতায়াতের পথে কখনো বা নিরিবিলি স্থানে অসৎ উদ্দেশ্যে অনৈতিক সম্পর্ক স্থাপনের জন্য পুরবষ কর্তৃক যৌন হয়রানির শিকার হচ্ছে; যেমনটি উদ্দীপকে উলিৱখিত গার্মেন্টস কর্মীর ৰেত্রে দেখা যায়। সুতরাং বলা যায় যে, উদ্দীপকে সামাজিক সমস্যা নারীর প্রতি সহিংসতার একটি ধরন যৌন হয়রানির চিত্র ফুটে উঠেছে।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, মায়ের বক্তব্যে উক্ত সমস্যার অর্থাৎ নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ নিহিত রয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতার গুরবত্বপূর্ণ কারণ দারিদ্য। দারিদ্র্য ঘোচাতে কাজের খোঁজে এলে অনেক নারী সহিংসতায় শিকার হয়। আমাদের দেশে নারী শ্রমিকের একটি বিরাট অংশ গার্মেন্টসে কাজ করে। যাদের সকলেই দারিদ্র্যের শিকার। আবাসিক সংকটের কারণে কিংবা রাতে কর্মস্থলে অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। যেমনটি উদ্দীপকে উলিৱখিত গার্মেন্টস কর্মীর ৰেত্রে দেখা যায়। দারিদ্র্যের কারণে অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেক কন্যা শিশু ও নারী বাসা বাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে। এসব গৃহভৃত্য নারীর অধিকাংশই নির্যাতনের শিকার হয়। সাধারণত লোকলজ্জা এবং সামাজিক মর্যাদার ভয়সহ নানা কারণে আমাদের দেশের নারী সমাজ অনেক সময় নির্যাতনের বিষয় বাইরে প্রকাশ করতে বা প্রতিবাদ করতে পারে না; যেমনটি উদ্দীপকে মায়ের বক্তব্যে সুস্পষ্ট প্রতিফলিত হয়েছে। আর এ প্রেৰিতে বলা যায় যে, উদ্দীপকে মায়ের বক্তব্যে নারীর প্রতি সহিংসতার কারণ নিহিত রয়েছে।

প্রশ্ন– ১১ ▸▸ নারীরর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনি প্রতিকার

আইন	শাস্তি	দায়িত্ব ও কর্তব্য
ক	মৃত্যুদণ্ড, পাঁচ লৰ টাকা দণ্ড।	নারী অধিকার সম্পর্কে সচেতন করা, নারীর ৰমতায়ন।
খ	মৃত্যুদণ্ড, এক লৰ টাকা দণ্ড।	যৌতুক প্রতিরোধ আইন, নারী অধিকারের সাথে জড়িত প্রতিষ্ঠানগুলোর কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি।
গ	৭ বছর কারাদণ্ড, কিছু অর্থদণ্ডও দিতে হবে।	সুস্থ পারিবারিক শিৰা, বিভিন্ন গণমাধ্যমের সচেতনতা বৃদ্ধিমূলক প্রচার প্রচারণা।

ছক : ছকে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কিছু আইনি প্রতিকারের বাস্তব চিত্র।

ক. বাংলাদেশের শিশু আইন, ১৯৭৪ এর সংজ্ঞানুযায়ী শিশু কারা? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. 'ক' চিহ্নিত স্থানে কোন ধরনের আইনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকে ক, খ ও গ নামক যে তিনটি আইন রয়েছে শুধুমাত্র এ আইনগুলোর মাধ্যমেই কি বর্ণিত সহিংসতা প্রতিরোধ সম্ভব? মতামত দাও। ৪

১১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এর সংজ্ঞানুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই শিশু।

খ যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার–আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। তাই যে সব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লৰ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোৰভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন– বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ।

গ ছকে 'ক' চিহ্নিত স্থানে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধকল্পে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে। নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বাংলাদেশের দুইটি আইন উলেৱখ করা যায়। এর মধ্যে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন ২০০০ এ বলা হয়েছে যে, যদি কোনো ব্যক্তি পতিতাবৃত্তি বা বেআইনী বা নীতি গর্হিত কোনো কাজে নিয়োজিত করার উদ্দেশ্যে কোনো নারী ও শিশুকে বিদেশ থেকে আনয়ন করেন বা বিদেশে পাচার বা প্রেরণ করেন অথবা ক্রয় বা বিক্রয় করেন বা অনুরূ প কোনো উদ্দেশ্যে কোনো নারী ও শিশুকে তার দখলে, হেফাজতে রাখেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যূন ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং ইহার অতিরিক্ত অর্থদণ্ডেও দণ্ডিত হবেন। মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১–তে মানব পাচারের জন্য দায়ী অভিযুক্ত ব্যক্তিদের সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লৰ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত করার বিধান রয়েছে। ছকে 'ক' চিহ্নিত স্থানে এ সম্পর্কেই বলা হয়েছে। সুতরাং 'ক' চিহ্নিত স্থানে নারী ও শিশু পাচার প্রতিরোধে বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে।

ঘ উদ্দীপকে ক, খ ও গ নামক আইন তিনটি হচ্ছে যথাক্রমে মানব পাচার প্রতিরোধ ও দমন আইন–২০১১, এসিড অপরাধ দমন আইন–২০০২ এবং নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০। এই তিনটি আইনই নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে যথেষ্ট নয়। উদ্দীপকে তিনটি আইন উলেৱখের সাথে সাথে তার শাস্তি বিধানের কথা বলা হয়েছে। এ উলিৱখিত আইনগুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু আইন নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে কার্যকর রয়েছে। প্রয়োজন সঠিক প্রয়োগের। উপরন্তু নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আইনি প্রতিকারই যথেষ্ট নয়। বরং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজকে এগিয়ে আসতে হবে। নারী শিৰা কার্যক্রম গ্রহণ, বিধবা ভাতা প্রদান এবং নারীর জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণের মাধ্যমে নারীর ৰমতায়ন বৃদ্ধি করতে হবে। উদ্দীপকে দায়িত্ব ও কর্তব্যরূ পে প্রথমেই তা উলিৱখিত হয়েছে। পরিবারে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিৰা প্রদান করতে হবে। নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশিৱষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতার সম্প্রসারণ ঘটাতে হবে। উদ্দীপকে দায়িত্ব ও কর্তব্যরূ পে এর উলেৱখ রয়েছে। এছাড়া নারী অধিকার এবং অধিকার সংশিৱষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে এবং নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করতে হবে। সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমেও নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা যেতে পারে। সামাজিক চাপ প্রয়োগকারী প্রতিষ্ঠানগুলো হলো– গ্রাম আদালত, ইউনিয়ন পরিষদ প্রভৃতি। নারীর ৰেত্রে সহিংস ঘটনার ৰেত্রে সংশিৱষ্ট অপরাধী কিংবা অপরাধীর পরিবারকে ৰতিপূরণ, সামাজিকভাবে এক ঘরে করে রাখা প্রভৃতির ৰেত্রে সমাজের মানুষের ঐক্যবদ্ধ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। কিংবা অপরাধীকে খুঁজে বের করার ৰেত্রেও সামাজিক চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে। নারীর বিরুদ্ধে সহিংস ঘটনার প্রভাব প্রচার মাধ্যমে প্রকাশ করে জনমনে সচেতনতা সৃষ্টি করে সহিংসতা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। নারীর প্রতি সহিংসতা সংশিৱষ্ট আইনের বিষয়বস্তু সহজভাবে উপস্থাপন করে প্রচার করা যেতে পারে। উদ্দীপকে এ বিষয়টিও নির্দেশিত হয়েছে সামাজিক দায়িত্ব ও কর্তব্য হিসেবে। এভাবে আইন প্রণয়নই শুধু নয়, আইনের প্রয়োগ, অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি এবং সমাজের সকলের সচেতন অংশগ্রহণে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ সম্ভব।

প্রশ্ন– ১২ জঙ্গিবাদের কারণ ও প্রতিরোধ

মি. কিম চাকরিসূত্রে বাংলাদেশে কর্মরত। রমনার বটমূলে ১ বৈশাখ উদ্‌যাপনের সময় তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন। হঠাৎ তিনি বিকট শব্দ শুনতে পেলেন। সভয়ে তিনি লোকজনকে দিগ্বিদিক ছুটাছুটি করতে দেখলেন। কিছুৰণ পর তিনি কয়েকটি ছিন্নবিচ্ছিন্ন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখলেন।

ক. কত সালে বিশ্বে প্রথম HIV রোগী শণাক্ত করা হয়? ১
খ. বাংলাদেশে শিশু শ্রমের প্রধান কারণটি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে মি. কিমের দেখা ঘটনাটির কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "উদার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনাই উক্ত কার্যক্রম প্রতিরোধের রৰাকবচ"–বিশেৱষণ কর। ৪

১২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮১ সালে বিশ্বে প্রথম এইচআইভি রোগী শণাক্ত করা হয়।

খ বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সী শিশুর শ্রমকে শিশুশ্রম বলে। এদেশে শিশুশ্রমের প্রথম ও প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ যোগানো বাবা–মায়ের পৰে সম্ভব হয় না। ফলে বাধ্য হয়ে বাবা–মা শিশু সন্তানকে শ্রম প্রদানে নিয়োজিত করে। এতে সংসারে কিছু আয় বাড়ে কিন্তু শিশু শ্রম উৎসাহ পায়।

গ উদ্দীপকে মি. কিমের দেখা ঘটনাটির কারণ জঙ্গিবাদ। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় অধিকার বা স্বার্থের কারণে গোষ্ঠী চেতনা থেকে জঙ্গি উন্মাদনার জন্ম নিতে পারে। দেশের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টির পিছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুকায়িত থাকতে পারে। ব্যক্তির জীবন–জগৎ সম্পর্কে ধারণা কিংবা ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণেও অনেক সময় ব্যক্তি জঙ্গিতে পরিণত হতে পারে। আন্তর্গোষ্ঠী কিংবা গোষ্ঠী ভিন্নতায় স্বার্থসংশিৱষ্ট বিষয়ের দ্বন্দ্ব থেকেও জঙ্গি কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হতে পারে। আমাদের দেশে পহেলা বৈশাখে রমনা বটমূলে বোমা বিস্ফোরণের মাধ্যমে নিরীহ শান্তিপ্রিয় মানুষকে হত্যা জঙ্গিদের কাজ। উদ্দীপকে মি. কিম সে সময় সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি বিকট শব্দ শুনতে পান এবং লোকজনকে দিগ্বিদিক ছুটতে দেখেন। অতঃপর কয়েকটি ছিন্নভিন্ন মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখেন। ঘটনার বর্ণনার প্রেৰিতে স্পষ্ট যে মি. কিমের দেখা ঘটনার কারণ জঙ্গিবাদ।

ঘ উদার ধর্মীয় ও রাজনৈতিক চেতনাই উক্ত কার্যক্রম তথা জঙ্গি কার্যক্রম প্রতিরোধের রৰাকবচ। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অননুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে। তারা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে কোনো রাজনৈতিক ধারণা প্রতিষ্ঠায় চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয়। জঙ্গিরা বিশেষ উদ্দেশ্য পূরণে তাদের সংগঠন প্রণীত ধর্মীয় বা রাজনৈতিক ধারণা বা দর্শন সমাজ বা রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রবর্তন করতে চায়। তারা সবসময়ই প্রকাশ করতে চায় তাদের ধারণাই সঠিক, তা রাষ্ট্র এবং সমাজ অনুমোদনপ্রাপ্ত হোক বা না হোক। পরিবার, সমাজ এবং রাষ্ট্র জঙ্গিদের অপরাধীর দৃষ্টিতে দেখে। অনেক সময় তাদের পরিবার এবং সমাজ জঙ্গিদের ঘৃণার চোখে দেখে। এৰেত্রে পরিবারের সকলকে সন্তানের আচরণ এবং কার্যক্রম সম্পর্কে অত্যন্ত সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। জঙ্গি কর্মতৎপরতার প্রতিরোধে ব্যাপক সামাজিক

আন্দোলন গড়ে তোলা প্রয়োজন। সামাজিক আন্দোলনের অংশ হিসেবে রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় ধারণার সঠিক ব্যাখ্যা প্রদানের লক্ষ্যে জনগোষ্ঠীকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে। এক্ষেত্রে প্রচারপত্র, পোস্টার, লিফলেট ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে আলোচনাসভার মাধ্যমে এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করা যেতে পারে। সুস্থ পারিবারিক এবং সামাজিক জীবন গঠনের উপর বিশেষ প্রশিক্ষণের মাধ্যমে জঙ্গিদের স্বাভাবিক জীবনে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

প্রশ্ন– ১৩ ▸▸ এইডসের কারণ ও প্রতিকার

রিয়াদ বাবা–মার একমাত্র সন্তান। চাকরিসূত্রে সে থাইল্যান্ডে ৩ বছর থাকার পর দেশে ফিরে আসে। তার শারীরিক অবস্থা আগের মতো ভালো নেই। কর্মচাঞ্চল্যতা সে হারিয়ে ফেলেছে। সার্বক্ষণিক জ্বর, পাতলা পায়খানা হচ্ছে। রিয়াদের বাবা–মা রিয়াদের এ অবস্থা দেখে চিন্তিত হন এবং দ্রুতগতিতে ডাক্তারের পরামর্শ নেন। ডাক্তার রিয়াদকে রক্ত পরীক্ষা করতে বলে।

ক. এইচআইভি (HIV)–এর ইংরেজি পূর্ণরূপ কী? ১
খ. জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. রিয়াদ যে রোগে আক্রান্ত হয়েছে তার কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "গণসচেতনতাই উক্ত রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়" –উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইচআইভি (HIV)–এর ইংরেজি পূর্ণরূপ হিউম্যান ইমউনো ডেফিসিয়েন্সি ভাইরাস (Human Immuno Deficiency Virus)।

খ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ কর্তৃক প্রণীত জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদে শিশু শ্রম বিষয়ে সুস্পষ্ট অঙ্গীকার করা হয়েছে। এই সনদে বলা হয়েছে, স্থানীয় পরিস্থিতি বিবেচনা করে সদস্য রাষ্ট্রগুলো শিশু শ্রমের জন্য বয়স, বিশেষ কর্মঘন্টা ও কর্মে নিয়োগের যথার্থ শর্তাবলি নির্ধারণ করবে। এছাড়া এ সনদে শিশুর সুরক্ষা, বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা ইত্যাদি বিষয়ে অঙ্গীকার ব্যক্ত করা হয়েছে, যা পরোক্ষভাবে শিশুশ্রম নিরসনেই সহায়তা করবে। বাংলাদেশ ১৯৯০ সালে এ সনদ অনুসমর্থন করেছে।

গ রিয়াদ এইডস রোগে আক্রান্ত হয়েছে। রিয়াদের কর্মচঞ্চলতা হারিয়ে ফেলা, সার্বক্ষণিক জ্বর এবং পাতলা পায়খানা নির্দেশ করে সে এইডসে আক্রান্ত। এইডস হচ্ছে এমন একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, যা এইচআইভি সংক্রমণের মাধ্যমে কোন ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এইচআইভি সংক্রমিত পুরুষ বা মহিলার সাথে যৌন মিলন কিংবা এইচআইভি বহনকারীর রক্ত অন্যের শরীরে সঞ্চালনের ফলে এইডস হয়। তাছাড়া এ ভাইরাসযুক্ত সিরিঞ্জ, সুচ, অপারেশনের যন্ত্রপাতি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহার করলে, সমকামিতার মাধ্যমে, আক্রান্ত মায়ের গর্ভে সন্তান জন্ম নিলে অথবা আক্রান্ত মায়ের দুধের মাধ্যমে এটি ছড়াতে পারে। এইচআইভি আক্রান্ত ব্যক্তির রক্তের সঙ্গে সুস্থ ব্যক্তির রক্তের সংস্পর্শ ঘটলে; যেমন– উভয়ের কাটা, ফোঁড়া, ঘা, ক্ষত ইত্যাদির মাধ্যমে এবং আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি ও কান–নাক ফোঁড়ার সুচ ইত্যাদি জীবাণুমুক্ত না করে ব্যবহারের ফলে এ ভাইরাস ছড়াতে পারে। এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তির অঙ্গ (যেমন– কর্ণিয়া, হৃৎপিণ্ড, কিডনি, লিভার প্রভৃতি) বা কোষসমষ্টি কোনো ব্যক্তির দেহে প্রতিস্থাপন করলে এইডস ছড়াতে পারে।

ঘ এইডসের কোনো প্রতিষেধক নেই, মৃত্যুই এর একমাত্র পরিণাম। তাই বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এর প্রতিরোধ। আর প্রতিরোধে চাই গণসচেতনতা। এ লক্ষ্যে এইডস প্রতিরোধে বিবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করা আবশ্যক; ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা এবং স্বভাব ও আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা। একমাত্র জীবন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা/যৌন সম্পর্কে একজন যৌনসঙ্গী থাকা। রক্তের এইচআইভি পরীক্ষা করে রক্ত গ্রহণ করা। অন্যের ব্যবহৃত সূচ, ব্লেড, সিরিঞ্জ ব্যবহার না করা। কিশোর/কিশোরী এবং অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করা। নাক, কান ছিদ্র এবং ছেলেদের ত্বকছেদ করার সময় জীবাণুমুক্ত সুচ, কাঁচি ব্যবহার করা। শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সতর্কতামূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করা। বিদেশযাত্রা ও প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা। উল্লিখিত পদক্ষেপসমূহ গ্রহণকল্পে এবং তাকে ফলপ্রসূ করতে মূলত গণসচেতনতার বিকল্প নেই। এ জন্য এইডস প্রতিরোধে সর্বোচ্চ কার্যকর পদক্ষেপ হচ্ছে যুবসমাজকে এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করা। বস্তুত গণসচেতনতাই এইডস রোগ প্রতিরোধের একমাত্র উপায়।

প্রশ্ন– ১৪ ▸▸ কারণ এইডসের ও প্রতিরোধের উপায়

রবিন বেশ কয়েক বছর দেশের বাইরে ছিল। মাস দু'য়েক হলো সে দেশে এসেছে। বাড়িতে এসে সে বেশকিছু শারীরিক অসুবিধা অনুভব করছে। অসুবিধাগুলো হলো শরীরের ওজন কমে যাওয়া, সবসময় শরীরে জ্বর থাকা ও ডায়রিয়া লেগে থাকা, তাছাড়া শুকনা কাশি ও ঘাড়ে ব্যথাও আছে। এমতাবস্থায় পরিবারের লোকজন তাকে ডাক্তারের নিকট নিয়ে গেলে ডাক্তার তাকে পরীক্ষা–নিরীক্ষা না করে ঔষধ দিতে রাজি হলেন না।

ক. বাংলাদেশের শিশু আইনে কত বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই শিশু? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধের ধারণাটি বর্ণনা কর। ২
গ. উদ্দীপকে রবিনের কোন রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে? তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রবিনের মতো যাতে আর কোনো লোক উক্ত রোগে আক্রান্ত না হয় তার জন্য তোমার পরামর্শ কী? ৪

১৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ এর সংজ্ঞানুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই শিশু।

খ যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার–আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। তাই যে সব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন– বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ।

গ উদ্দীপকে রবিনের এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। এইডস হচ্ছে এমন একটি মরণব্যাধি, যা এইচআইভি সংক্রমণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এ ভাইরাস আক্রান্ত ব্যক্তির ওজন ২ মাসের মধ্যে শতকরা ১১ ভাগের বেশি কমে যায়। সার্বক্ষণিক জ্বর ও ডায়রিয়া লেগে থাকে। একমাসের বেশি সময় ধরে তার ক্রমাগত কাশি হতে থাকে। শ্বাসতন্ত্রে সংক্রমণ হয়, শুকনা কাশি লেগে থাকে। ঘাড় ও বগলে অসহ্য ব্যথা হয়। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গে ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা দেয় এবং অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে। উদ্দীপকে রবিনও বাইরে থেকে দেশে এসে সে বেশকিছু শারীরিক অসুবিধা অনুভব করছে। অসুবিধাগুলো হলো শরীরের ওজন কমে যাওয়া, সবসময় শরীরে জ্বর থাকা ও ডায়রিয়া লেগে থাকা, তাছাড়া শুকনা কাশি ও ঘাড়ে ব্যথাও আছে। এমতাবস্থায় ডাক্তার তাকে পরীক্ষা–নিরীক্ষা ব্যতীত ঔষধ দিতে রাজি হন নি। এসব ইঙ্গিতে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে রবিনের এইডস রোগে আক্রান্ত হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

ঘ রবিনের মতো যাতে আর কোনো লোক এইডস রোগে আক্রান্ত না হয়। এ জন্য আমার সর্বপ্রথম পরামর্শ 'আসুন, সচেতন হই' কেননা বাঁচতে হলে অবশ্যই জানতে হবে।এইডসের কোনো প্রতিষেধক নেই, মৃত্যুই এর একমাত্র পরিণাম। তাই বাঁচার একমাত্র উপায় হচ্ছে এর পতিরোধ। তাই রবিনের মতো আর কেউ যাতে এতে আক্রান্ত না হয়, সে জন্য আমার পরামর্শ গুলো হলো :

ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা এবং স্বভাব ও আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা উচিৎ। একমাত্র জীবন সঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হবে। রক্তের এইচআইভি পরীৰা করে রক্ত গ্রহণ করতে হবে। অন্যের ব্যবহৃত সূচ, বেরড, সিরিঞ্জ ব্যবহার করা যাবে না। কিশোর/কিশোরী এবং অন্যান্য সকল মানুষের মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে।নাক, কান ছিদ্র এবং ছেলেদের ত্বকছেদ করার সময় জীবাণুমুক্ত সুচ, কাঁচি ব্যবহার করতে হবে। শরীরে অঙ্গ প্রতিস্থাপনে সতর্কতামূলক পদৰেপ নিতে হবে। বিদেশযাত্রা ও প্রবাসীদের জন্য বিশেষ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। যুবসমাজকে এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতা কার্যক্রমে সম্পৃক্ত করতে হবে।

প্রশ্ন– ১৫ এইডস এবং এর প্রভাব

জনাব 'ক' দীর্ঘদিন যাবত আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে আসলে তার ডায়রিয়া ও জ্বর হয়। সাথে কাশিও দেখা দেয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও সুস্থতার পরিবর্তে অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে, ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে। স্বামী–স্ত্রীর মধ্যে সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়।

ক. সামাজিক নৈরাজ্য কী? ১
খ. সামাজিক মূল্যবোধ বলতে কী বোঝায়? ২
গ. জনাব 'ক' এর সমস্যাটি বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. জনাব 'ক' এর সমস্যা মোকাবিলায় তার স্ত্রীর পদৰেপটি কি যথার্থ? তোমার উত্তরের সপৰে যুক্তি দাও। ৪

১৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য।

খ যে কোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত আচার–আচরণের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লৰ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোৰভাবে নিয়ন্ত্রণ করে সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ। যেমন– বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ।

গ জনাব 'ক' এর সমস্যাটি বাংলাদেশের অন্যতম সামাজিক সমস্যা এইডসকে নির্দেশ করে। বিভিন্ন ব্যবসায়িক কাজকর্ম অন্যান্য কারণে প্রতিদিন বাংলাদেশের হাজার হাজার লোক বিভিন্ন দেশে যাতায়াত করছে। এটি বাংলাদেশে এইডস বিস্তারের অন্যতম একটি কারণ। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির সার্বৰণিক জ্বর ও ডায়রিয়া লেগে থাকে। এক মাসের বেশি সময় ধরে ক্রমাগত কাশি হতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গো ছত্রাকজনিত সংক্রমণ দেখা যায় এবং অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে। ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, জনাব 'ক' দীর্ঘদিন যাবৎ আফ্রিকার একটি দেশে কর্মরত ছিলেন। দেশে ফিরে আসলে তার ডায়রিয়া ও জ্বর হয়। সাথে কাশিও দেখা দেয়। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও সুস্থতার পরিবর্তে অতিরিক্ত অবসাদ অনুভব করে, ধীরে ধীরে কর্মহীন হয়ে পড়ে। সুতরাং বলা যায়, জনাব 'ক' এর সমস্যাটি বাংলাদেশের এইডস নামক সামাজিক সমস্যাকে নির্দেশ করে।

ঘ জনাব 'ক' এর সমস্যা মোকাবিলায় তার স্ত্রীর পদৰেপটি যথার্থ নয়। জনাব 'ক' এইডসে আক্রান্ত। কারণ এইডস রোগের লৰণগুলো তার মধ্যে বিদ্যমান যা উদ্দীপকে উলিৱখিত হয়েছে। এইডস রোগের কারণে জনাব 'ক' এর সাথে তার স্ত্রীর সম্পর্কের অবনতি ঘটে। এক পর্যায়ে তার স্ত্রী তাকে ছেড়ে চলে যায়। এইডসের কোনো প্রতিষেধক নেই। এ রোগ থেকে বাঁচার একমাত্রা উপায় হচ্ছে প্রতিরোধ। তবে কেউ এইডসে আক্রান্ত হলে তার প্রতি আমাদের করণীয় রয়েছে। যেমন : এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির জন্য সামাজিক ও মানসিক সমর্থনের পাশাপাশি প্রয়োজনীয় চিকিৎসা জরবরি। আক্রান্তের জ্বর, ডায়রিয়া এবং ব্যথা থাকলে স্বাস্থ্যকেন্দ্রে নিয়ে যেতে হবে। নিয়মিত পুষ্টিকর খাবার ও পর্যাপ্ত বিশ্রামের ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া এইডস আক্রান্তের প্রতি পরিবার ও সমাজের অন্যান্যদের মানসিক ও সামাজিক সমর্থন জরবরি। আক্রান্ত ব্যক্তিকে ঘৃণা নয়, রোগকে ঘৃণা করার নীতি মেনে চলতে হবে। আক্রান্তের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখা, স্নেহ–ভালোবাসা দিয়ে তার মনকে প্রফুল্ল রাখতে হবে। এইডস আক্রান্ত ব্যক্তিকে সবার কাছ থেকে আলাদা করা উচিত নয়। তাকে সাবধানে রাখতে হবে, যাতে সে অন্যান্য সংক্রামক ব্যধিতে আক্রান্ত না হয়। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেৰিতে একথা নিঃসন্দেহ বলা যায় যে, এইডস আক্রান্ত জনাব 'ক' এর সমস্যা মোকাবিলায় তার স্ত্রীর পদৰেপটি যথার্থ নয়।

প্রশ্ন– ১৬ সামাজিক নৈরাজ্য

কাজল প্রতিদিন দেশের দৈনিক পত্রিকাগুলো পড়ে। পত্রিকাগুলোতে বাংলাদেশের আইনের শাসনের অপপ্রয়োগ, অতিমাত্রায় সামাজিক অনিয়ম, স্কুলগামী ছাত্রীদের ওপর নির্যাতনসহ নানা বিষয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়েছিল। কাজল এসব সমস্যা থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য বিভিন্ন উপায়ের কথা ভাবতে থাকে।

ক. কোন ভাইরাসের কারণে এইডস রোগ হয়? ১
খ. ধর্মীয় আচার–আচরণ কীভাবে এইডস প্রতিকারে সৰম হয়? ২
গ. উদ্দীপকে যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩
ঘ. এলাকাবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা উক্ত সমস্যাগুলো সমাধানে সৰম? তোমার মতামত দাও। ৪

১৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক এইচআইভি ভাইরাসের কারণে এইডস রোগ হয়।

খ এইডস হচ্ছে এমন একটি ধ্বংসাত্মক ব্যাধি, যা এইচআইভি সংক্রমণের মাধ্যমে কোনো ব্যক্তির দেহে প্রবেশ করে। এইচআইভি সংক্রমিত পুরষ বা মহিলার সাথে যৌনমিলন কিংবা এইচআইভি বহনকারীর রক্ত অন্যের শরীরে সঞ্চালনের ফলে এইডস হয়। এইডসের কোনো প্রতিষেধক নেই। তাই বাঁচার জন্য একমাত্র উপায় হচ্ছে এর প্রতিরোধ। ধর্মীয় আচার–আচরণ এইডস প্রতিকারে সৰম। কারণ ধর্মীয় অনুশাসন মানুষকে অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখে। স্বভাব ও আচরণে মানুষ যদি ধর্ম নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলে তাহলে এইডস প্রতিরোধ করা সম্ভব।

গ উদ্দীপকে যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তা হলো সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য। সমাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতিনীতি প্রথা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য। সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরব হয়। এমন পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। যেমন : অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, যৌনাচার, যৌনব্যাধির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি। তেমনি উদ্দীপকেও দেখা যায়, বাংলাদেশের আইনের শাসনের অপপ্রয়োগ, অতিমাত্রায় সামাজিক

অনিয়ম, স্কুলগামী ছাত্রীদের ওপর নির্যাতনসহ নানা ধরনের অপরাধের বিষয় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। যা সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যেরই লক্ষণ।

ঘ এলাকাবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা উদ্দীপকে উলিরখিত সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব। সামাজিক সমস্যা সাময়িক সময়ের জন্য সৃষ্টি হয় না। এটি কমবেশি স্থায়ী হয় এবং যার সমাধানের লক্ষ্যে যৌথ উদ্যোগের প্রয়োজন হয়। অর্থাৎ সামাজিক সমস্যাগুলোর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে উদ্যোগী হয়। উদ্দীপকে কাজল যেমন উক্ত সামাজিক সমস্যা থেকে পরিত্রাণের জন্য বিভিন্ন উপায়ের কথা ভেবেছে ঠিক তেমনি এলাকাবাসী ঐক্যবদ্ধভাবে নিম্নলিখিত পদক্ষেপ গ্রহণ করতে পারে এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য এলাকা বাসী ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে উদ্যোগী হয়। সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধামূলক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সমাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতিনীতি, প্রথা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণের ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের উলেরখযোগ্য লক্ষণ হলো– অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, বিবাহবিচ্ছেদ, আইন শৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, যৌনাচার, যৌনব্যাধির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি। সামাজিক সমস্যা হলো সমাজজীবনের এমন এক অবস্থা, যা এলাকাবাসীর বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে এবং যা অবাঞ্ছিত। ব্যাপক সামাজিক আন্দোলন ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও গতিশীলতা আনয়ন, অপসংস্কৃতি রোধে ব্যাপক সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতি রোধে কর্মক্ষেত্রে জবাবদিহিতা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ, ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠায় প্রাতিষ্ঠানিক কার্যক্রমে স্বচ্ছতা আনয়ন সমাজের হিংসাত্মক কার্যক্রম রোধে সচেতনতা সৃষ্টি এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। আমি মনে করি, এলাকাবাসীর ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার দ্বারা উক্ত পদক্ষেপগুলো বাস্তবায়ন ঘটালে সামাজিক সমস্যাগুলোর সমাধান সম্ভব।

প্রশ্ন– ১৭ ▸▸ কিশোর অপরাধ

রহমত সাহেব সকালে রোজকারমতো খবরের কাগজ পড়ছিলেন। একটি সংবাদ তার অন্তরকে প্রচণ্ড নাড়া দেয়। দীপু খুব ভালো ছেলে। বাবা–মা প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার জন্য তাকে সময় দেন না। দীপু তার সহপাঠী বন্ধুদের সাথে সময় কাটায়। একদিন একটি থ্রিজি মোবাইলের জন্য বন্ধুরা মিলে তাকে হত্যা করে। পুলিশ তদন্তে জানা যায়, তারা সবাই বখাটে ও মাদকাসক্ত ছেলে।

ক. কোথায় নারী ও শিশু পাচারের পরিস্থিতি ভয়াবহ? ১
খ. সামাজিক নৈরাজ্যের ধারণা দাও। ২
গ. দীপুর বন্ধুদের অপরাধপ্রবণতার পেছনে কোন কারণ দায়ী? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'মা–বাবার অসচেতনতাই দীপুর হত্যার মূল কারণ'– তুমি কি এ বক্তব্যের সাথে একমত? তোমার উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

১৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক দক্ষিণ এশিয়ায় নারী ও শিশু পাচারের পরিস্থিতি ভয়াবহ।

খ সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হচ্ছে সামাজিক নৈরাজ্য। রাষ্ট্রের শাসনযন্ত্র যখন আর কাজ করে না এবং শাসনযন্ত্র ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে না তখন সমাজে নৈরাজ্য দেখা দেয়। সমাজে নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে বহু কারণ দায়ী। সামাজিক নৈরাজ্যের উলেরখযোগ্য লক্ষণ হলো– অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারী নির্যাতন, বিবাহবিচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলার অবনতি, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানি, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, যৌনাচার, যৌনব্যাধির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি।

গ উদ্দীপক থেকে জানা যায়, দীপু খুব ভালো ছেলে। মা–বাবা প্রচণ্ড কর্মব্যস্ততার জন্য তাকে সময় দিতে পারেন না। দীপু তার বন্ধুদের সাথে সময় কাটায় এবং একদিন তার বন্ধুরা একটি থ্রিজি মোবাইলের জন্য তাকে হত্যা করে। তার বন্ধুদের এ অপকর্ম যে অপরাধকে নির্দেশ করে তা হলো কিশোর অপরাধ। দীপুর বন্ধুদের এ অপরাধ প্রবণতার পেছনে বহু কারণ দায়ী। সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকারীদের সঙ্গী হয়ে তারা অপরাধী হয়ে ওঠে। কাউকে পরোয়া না করা, বিচক্ষণতার অভাব, উদ্যম, শারীরিক শক্তি এবং টিকে থাকার ক্ষমতা ও দুঃসাহসিক প্রকৃতি প্রভৃতি কারণে কিশোররা অপরাধ এবং রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। এছাড়া শহর জীবনের একাকিত্ব, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব, বাবা–মায়ের দায়িত্বহীন আচরণ, পারিবারিক অভাব–অনটন, শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হওয়া প্রভৃতি কারণে দীপুর বন্ধুরা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়েছে। অর্থাৎ দীপুর বন্ধুদের সুস্থ মানসিক বিকাশ না ঘটায় এবং তাদের মৌল চাহিদা মেটানোর জন্য নানা ধরনের অপরাধ কর্মে লিপ্ত হয়, যার করুণ পরিণতি দীপুর মৃত্যু।

ঘ দীপুর করুণ পরিণতির জন্য নানা কারণ দায়ী। তবে আমি মনে করি মা–বাবার অসচেতনতা দীপুর হত্যার মূল কারণ। সামাজিক পরিবেশ, মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহকারীদের সঙ্গী হয়ে শিশু–কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে। বাবা–মায়ের দায়িত্বহীন আচরণ ও নিয়ন্ত্রণের অভাব, তাদের কর্মব্যস্ততা, শহর জীবনের একাকিত্ব, আকাশ সংস্কৃতির প্রভাবসহ নানা কারণে কিশোররা অপরাধ রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে লিপ্ত হয় এবং ঘটে নানা ধরনের সহিংসতা যেমনটি ঘটেছে দীপুর ক্ষেত্রে। দীপুর বাবা–মা যদি সচেতন থাকতেন, দীপুকে সময় দিতেন, তার চলাফেরা, বন্ধুদের সাথে মেলামেশা সম্পর্কে সচেতন থাকতেন তাহলে হয়তো আজ দীপুকে তার বন্ধুদের হাতে জীবন দিতে হতো না। বাবা–মা যদি দীপুকে ভালো বন্ধু নির্বাচনের পরামর্শ দিতেন, নিয়মিত খোঁজখবর রাখতেন, দীপুর সঙ্গে সময় কাটাতেন তাহলে তার সুস্থ মানসিক বিকাশ ঘটত, বন্ধু নির্বাচনে সতর্ক হতে পারত, করুণ পরিণতি থেকে রক্ষা পেত। উপর্যুক্ত আলোচনা হতে তাই বলতে পারি, দীপুর হত্যার মূল কারণ তার মা–বাবার অসচেতনতাই।

প্রশ্ন– ১৮ ▸▸ সড়ক দুর্ঘটনা

সিফাত তৃতীয় শ্রেণিতে পড়াশোনা করে। তার স্বপ্ন ছিল সে বড় হয়ে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করবে। প্রতিদিনের মতো স্কুলে যাওয়ার জন্য সিফাত রাস্তা পার হচ্ছে। এমন সময় পাশ থেকে একটি চলন্ত বাস তাকে প্রচণ্ড ধাক্কা দেয়, ঘটনাস্থলেই সিফাত মারা যায়। পরে বাসটিকে আটক করে জানতে পারা যায়, বাসটির ড্রাইভার অদক্ষ ছিল এবং কোনোরকম প্রশিক্ষণ ছাড়াই সে গাড়ি চালাচ্ছে।

ক. 'AIDS'–এর পূর্ণরূ প কী? ১
খ. জঙ্গিবাদের কারণগুলো কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সিফাতের দুর্ঘটনার জন্য তুমি কোনটিকে দায়ী করবে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. 'কিছু পদক্ষেপ সিফাতের স্বপ্নের অপমৃত্যুকে রোধ করতে পারে'–বিশেরষণ কর। ৪

১৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক 'AIDS' (এইডস)–এর পূর্ণরূ প হলো Acquired Immune Deficiency Syndrome.

খ আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর রাজনৈতিক কিংবা ধর্মীয় অধিকার বা স্বার্থের কারণে গোষ্ঠী চেতনা থেকে জঙ্গি উন্মাদনার জন্ম নিতে পারে। দেশের মধ্যে নৈরাজ্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যেও জঙ্গি কর্মকাণ্ড পরিচালিত হতে পারে এবং এই নৈরাজ্য সৃষ্টির পেছনে কোনো রাজনৈতিক উদ্দেশ্য লুক্কায়িত থাকতে পারে। ব্যক্তির জীবন–জগৎ সম্পর্কে ধারণা কিংবা ধর্মীয় অজ্ঞতার কারণেও অনেক সময় ব্যক্তি জঙ্গিতে পরিণত হতে পারে। আন্তর্গোষ্ঠী কিংবা গোষ্ঠী ভিন্নতায় স্বার্থসংশ্লিষ্ট বিষয়ের দ্বন্দ্ব থেকেও জঙ্গি কর্মতৎপরতা সৃষ্টি হতে পারে।

গ উদ্দীপকে সিফাতের দুর্ঘটনার জন্য আমি যেটাকে দায়ী করব তা হলো গাড়িচালকদের অদক্ষতা ও অযোগ্যতা। উদ্দীপক থেকে জানা যায়, সিফাত তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র। সে ডাক্তার হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে প্রতিদিন স্কুল যায় এবং একদিন স্কুলে যাওয়ার জন্য রাস্তা পার হওয়ার সময় পাশ থেকে একটি চলন্ত বাসের ধাক্কায় ঘটনাস্থলেই সে মারা যায়। সিফাতের এ দুর্ঘটনা থেকে বোঝা যায়, বাসের চালক ছিল অদক্ষ। আমাদের দেশের বাস ও ট্রাকচালকদের বেশির ভাগ অশিক্ষিত ও অদক্ষ। অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর জন্য অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গাড়ি চালানোর জন্য যেসব আইন ও নিয়মনীতি রয়েছে তাও অধিকাংশ গাড়ি চালকরা জানে না। এ কারণে তারা কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকে। ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অন্য গাড়িকে ওভারটেক করে, অতিরিক্ত মাল বা যাত্রী বোঝাই করে। নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি চালায়। এসব কারণে প্রায়ই সড়ক দুর্ঘটনা ঘটছে। আর এই দায়িত্বহীন অদক্ষ চালকদের কারণেই ছোট্ট সিফাত নির্মম দুর্ঘটনার শিকার হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে তৃতীয় শ্রেণির ছাত্র ছোট্ট সিফাতের স্বপ্নের অপমৃত্যু হয়েছে সড়ক দুর্ঘটনার কারণে। কিছু পদক্ষেপ সিফাতের স্বপ্নের অপমৃত্যুকে রোধ করতে পারে। পদক্ষেপগুলো হলো–চালক নিয়োগের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ও প্রশিক্ষণসহ যোগ্যতা নির্ধারণপূর্বক নিয়োগ দান সম্পাদন করা। গাড়ির চালককে ট্রাফিক আইনকানুন ও নিয়মশৃঙ্খলা মেনে গাড়ি চালাতে উদ্বুদ্ধ করা এবং সাইড, সিগন্যাল, গতি মেনে সতর্কভাবে গাড়ি চালাতে চালককে উৎসাহিত করা। বেপরোয়া ও নেশাগ্রস্ত অবস্থায় গাড়ি না চালানো, গাড়িতে অতিরিক্ত যাত্রী ও মাল পরিবহন না করা, অন্য গাড়িকে ওভারটেকিং না করার বিষয়ে চালকদের সচেতন এবং আইন মানতে উদ্বুদ্ধ করা। ভারী যান চলাচলের জন্য আলাদা লেনের ব্যবস্থা করা, সকল সিগন্যাল পয়েন্টে বৈদ্যুতিক সিগন্যাল স্থাপন করা, আধুনিক ও মানসম্মত ড্রাইভিং ট্রেনিং ইনস্টিটিউট স্থাপন করা, ঝুঁকিপূর্ণ রাস্তা, কালভার্ট, ব্রিজ সংস্কার ও পুনঃনির্মাণ করে সড়ক নিরাপদ করার পদক্ষেপ গ্রহণ করা। গাড়ির ছাদে যাত্রী এবং মালামাল বহন না করা, প্রতিযোগিতা করে গাড়ি না চালানো, রাস্তায় গাড়ি বের করার পূর্বে যান্ত্রিক ত্রুটি পরীক্ষা করা প্রভৃতি বিষয়ে সচেতন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করা। আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে দায়িত্ব পালনে সচেতন করা। জনসচেতনতা সৃষ্টির লক্ষ্যে প্রচার মাধ্যমকে ভূমিকা পালনে উৎসাহিত করা। দূরপালার সড়কের পাশে বাড়িঘর তৈরি এবং হাটবাজার স্থাপন না করা। তাছাড়া সড়কে ধান, পাট, মরিচ শুকাতে না দেয়া এবং গরু–ছাগল না বাঁধা। ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রদানের ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল হওয়া এবং ভুয়া লাইসেন্সধারী যাতে রাস্তায় গাড়ি চালাতে না পারে সে ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে দায়িত্বশীল করা। রক্ত পরীক্ষার মাধ্যমে অ্যালকোহল গ্রহণকারী গাড়ি চালকদের শনাক্ত করা এবং তাদের ড্রাইভিং লাইসেন্স প্রত্যাহার করা। উপর্যুক্ত বিষয়গুলো মেনে চললে সড়ক দুর্ঘটনামুক্ত থাকবে এবং সিফাতের মতো মানুষদের স্বপ্নের অপমৃত্যু রোধ করা যাবে বলে আশা করা যায়।

প্রশ্ন– ১৯ দুর্নীতির ধারণা

বাংলাদেশের সরকারি অফিস–আদালতে গুটিকয়েক মানুষ নিয়ম বহির্ভূতভাবে অর্থ উপার্জন করে থাকে। শুধু যে সরকারি অফিসে তা কিন্তু নয় বেসরকারি অনেক কোম্পানিতেও কর্মকর্তা বা কর্মচারীরা বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন করে থাকে। এছাড়াও স্বজনপ্রীতি অনেক ক্ষেত্রে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ক. ইংরেজি Militant শব্দটি ল্যাটিন কোন শব্দ থেকে এসেছে? ১

খ. সড়ক দুর্ঘটনা কমানোর জন্য দক্ষ চালক প্রয়োজন– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণার প্রতিফলন ঘটেছে তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, 'উদ্দীপকের নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের পেছনে রয়েছে বেশ কিছু কারণ'–মতামত দাও। ৪

১৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইংরেজি Militant শব্দটি ল্যাটিন Militare শব্দ থেকে এসেছে।

খ সড়ক দুর্ঘটনা পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ঘটে থাকে। তবে বাংলাদেশে সড়ক দুর্ঘটনার পরিস্থিতি ভয়াবহ। কেননা, বাংলাদেশের শহরে গাড়ির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দক্ষ চালক তৈরি হয়নি। বাংলাদেশের শহরে গাড়ির সংখ্যা যে হারে বেড়েছে সে হারে দক্ষ চালক তৈরি হয়নি। অদক্ষ ও প্রশিক্ষণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। গাড়ি চালানোর জন্য যেসব আইন ও নিয়মনীতি রয়েছে তাও অধিকাংশ গাড়ি চালকরা জানেন না। এ কারণে তারা কখনো কখনো মাত্রাতিরিক্ত গতিতে গাড়ি চালিয়ে থাকেন। বাংলাদেশে অনেকেই কম বেতনে সনদবিহীন চালক নিয়োগ দিয়ে থাকেন। এসব চালকদের অধিকাংশই তরুণ বয়সের, যারা রাস্তায় ঝুঁকিপূর্ণ অবস্থায় অন্য গাড়িকে ওভারটেক করে এবং বেপরোয়াভাবে গাড়ি চালিয়ে থাকে। এ কারণেও প্রতিদিন সড়ক দুর্ঘটনা বাড়ছে।

গ উদ্দীপকে বাংলাদেশের সরকারি অফিস–আদালতের এবং বেসরকারি কোম্পানির কর্মকর্তা–কর্মচারীরা যে পন্থায় অর্থ উপার্জন করে থাকে, সেই নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডে দুর্নীতির ধারণা প্রকাশিত হয়েছে। ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতিবহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি, যেমন : ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি উভয় কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ বা লাভের জন্য কার্যালয়ের অপব্যবহারকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বলপ্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতার অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে। অবৈধ সুযোগ–সুবিধা লাভের জন্য কোনো ব্যক্তির সুনির্দিষ্ট দায়িত্ব পালনে ইচ্ছাকৃত অবহেলাও দুর্নীতি। অনুরূ পভাবে, উদ্দীপকেও দেখা যায়, সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা–কর্মচারীরা বিভিন্ন অবৈধ কার্যক্রমের বিনিময়ে অর্থ উপার্জন কর থাকে। আর স্বজনপ্রীতি অনেক ক্ষেত্রে নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ঘ আমি মনে করি, উদ্দীপকে উলিখিত নিয়মবহির্ভূত কর্মকাণ্ডের পেছনে বেশ কিছু কারণ রয়েছে। উদ্দীপকে সরকারি ও বেসরকারি অফিসের কর্মকর্তা ও কর্মচারীরা বিভিন্ন অবৈধ পন্থায় অর্থ উপার্জন করে থাকে, করে থাকে স্বজনপ্রীতি। আমরা যাকে দুর্নীতি বলে থাকি। আর এই ধরনের কাজ নানা কারণে সংঘটিত হয়। নিচে কারণগুলো তুলে ধরা হলো অর্থকষ্টের কারণে কোনো কোনো চাকরিজীবী দুর্নীতির

আশ্রয় নিয়ে অতিরিক্ত (উপরি) আয়ের চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে তারা কর্মকর্তা বা কর্মচারীর ফাইলের কাজের বিনিময়ে ঘুষ, বখশিশ, কমিশন, চা–নাস্তা বাবদ খরচ, দ্রব্যসামগ্রী প্রভৃতি আদায় করে থাকে। কখনো এসব দুর্নীতিবাজরা দাপ্তরিক ফাইল আটকিয়ে ঘুষ গ্রহণ করে। অনেক ক্ষেত্রে কর্মকর্তা এবং কর্মচারীকে বিলাসীজীবন বা উচ্চাকাঙ্ক্ষার নেশা ও স্বল্পসময়ে অধিক সম্পদের মালিক হওয়ার প্রত্যাশাপূরণ দুর্নীতিবাজে পরিণত করে। আবার কোনো কোনো পরিবারের সদস্যদের চিন্তা, চেতনা ও মূল্যবোধে দুর্নীতি মিশে থাকে, পরবর্তী জীবনে তারাও দুর্নীতিবাজে পরিণত হয়। চাকরিজীবন শুরু হয় অন্য এক দুর্নীতিবাজের মাধ্যমে। চাকরিজীবীর পরিবারের সদস্যদের অধিক চাহিদাও অনেক সময় তাকে দুর্নীতি করতে বাধ্য করে। দেশের একদিকে কর্মসংস্থানের অপ্রতুলতা এবং অন্যদিকে ব্যাপক বেকারত্ব এ পরিস্থিতিতে যুব সমাজ যেকোনো চাকরির প্রত্যাশায় বিপুল পরিমাণ ঘুষ দিতে বাধ্য হচ্ছে। তাছাড়া সমাজব্যবস্থায় দেখা যায়, যার অর্থসম্পদ বেশি সেই মর্যাদার মাপকাঠিতে উঁচু স্তরের বলে স্বীকৃত। তাই মর্যাদা ও প্রতিপত্তি লাভে ধনসম্পদ সংগ্রহ ও অধিক ধনী হওয়ার আশায় অনেকে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়। অনেক সময় দেখা যায়, দেশে রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতার প্রভাব সমাজজীবনকে অস্থির করে তোলে। এই সামাজিক অস্থিরতাই আবার দুর্নীতির জন্ম দিয়ে থাকে। ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতাও অনেক ক্ষেত্রে সমাজে দুর্নীতি বাড়িয়ে তোলে। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে বলতে পারি, দুর্নীতির পেছনে রয়েছে নানা কারণ।

■ অতিরিক্ত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২০ ▸▸ সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

মাসুদ এলাকার একটি বখাটে ছেলে। এলাকার ছোট বড় কাউকেই মূল্যায়ন করে না। কিছুদিন আগে তুচ্ছ বিষয় নিয়ে মুহাম্মদ আলী নামে একজনকে মারাত্মকভাবে আহত করল, কেউ কিছু বলার সাহস পেল না। এলাকার কোনো দরিদ্র লোককে সে সাহায্য করে না।

ক. সামাজিক বিশৃঙ্খলার একটি উদাহরণ দাও। ১
খ. সামাজিক সমস্যা বলতে কী বোঝায়? ২
গ. মাসুদের আচরণে কী প্রকাশ পেয়েছে? উদ্দীপকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে বর্ণিত এ ধরনের সামাজিক সমস্যা দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে– উত্তরের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক মাত্রাতিরিক্ত অপরাধ সংগঠন সামাজিক বিশৃঙ্খলার একটি উদাহরণ।

খ সাধারণভাবে সমাজের জন্য ক্ষতিকর ও অসুবিধামূলক অবস্থা বা পরিস্থিতিকেই সামাজিক সমস্যা বলা হয়। সুতরাং সামাজিক সমস্যা হলো সমাজ জীবনের এমন এক অবস্থা, যা সমাজবাসীর বৃহৎ অংশকে প্রভাবিত করে, যা অবাঞ্ছিত এবং এর প্রতিকার ও প্রতিরোধের জন্য সমাজবাসী ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টা চালাতে উদ্যোগী হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত মাসুদের আচরণে সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ধারণার মিল রয়েছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, মাসুদ এলাকার একটি বখাটে প্রকৃতির ছেলে। সে কাউকেই গ্রাহ্য করে না। ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না, নিরপরাধ ব্যক্তিকে আক্রমণ করলে কেউ বাধা দেয়ার সাহস পায় না। তার উক্ত আচরণে মূল্যবোধের অবক্ষয়ের লক্ষণ প্রকাশ পেয়েছে, এমনকি অসহায় লোকদের সাহায্য না করাও মূল্যবোধের অবক্ষয়জনিত কারণ। সুতরাং আমরা বলতে পারি যে, মাসুদের আচরণে বড়দের প্রতি সম্মান প্রদর্শন। ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা সাহায্যপ্রার্থী ব্যক্তিকে সাহায্য করা প্রভতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। আর এই মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়, যা উদ্দীপকে প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ আলোচ্য উদ্দীপকে সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের বিষয়টি স্থান পেয়েছে। উদ্দীপকে উল্লিখিত মাসুদের আচরণ এবং এলাকার মানুষের নিরব ভূমিকা পালনের মধ্য দিয়ে মূল্যবোধের অবক্ষয় লক্ষ করা যায়। কারণ, মূল্যবোধহীন মানুষই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে না, ছোটদের স্নেহ ও বড়দের সম্মান করে না। দরিদ্র অসহায়কে সাহায্য করে না। সমাজে এই ধরনের মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দিলে এসব সমাজে দিন দিন মানুষের অধিকার বঞ্চনা বেড়ে যায়। অপরাধীদের দৌরাত্ম্য বেড়ে যায়। সমাজজীবনে ভীতিকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। দেশের সকল সেবাখাতের মান নিম্নমুখী হয়। সমাজে সামাজিক সমস্যা বেড়ে যায়। অপহরণ, হত্যা, নির্যাতন, চুরি, ডাকাতি, ভিক্ষাবৃত্তি, অপরাধ, কিশোর অপরাধ, বেকারত্ব, পুষ্টিহীনতা মাদকাসক্তির মতো বিভিন্ন সমস্যা গোটা সমাজ ব্যবস্থাকে নানাভাবে প্রভাবিত করে।

প্রশ্ন– ২১ ▸▸ নারীর প্রতি সহিংসতা

রবমানা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের একজন শিক্ষিকা। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তার স্বামী তাকে নির্যাতন করতে থাকে। একদিন প্রতিবাদ করায় নিষ্ঠুর স্বামী তার চোখ উপড়ে ফেলে। পরদিন বিভিন্ন সংবাদপত্র ও ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় তা প্রচার হয়।

ক. ইভটিজিং কী? ১
খ. নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে কী বোঝ? ২
গ. উদ্দীপকে রবমানার ঘটনাটি বাংলাদেশের কোন সামাজিক সমস্যাকে ইঙ্গিত করে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. বাংলাদেশে উক্ত সামাজিক সমস্যার কারণ বিশ্লেষণ কর। ৪

২১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইভটিজিং হচ্ছে লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা।

খ পুরুষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। নারীর প্রতি এই সহিংস আচরণ কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তি সমষ্টি নানা অজুহাতে নারীর আর্থসামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে সহিংসতা ঘটিয়ে থাকে। নারীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে শারীরিক বা মানসিকভাবে এই নির্যাতন চালানো হয়। এ সহিংস আচরণ বাড়িঘর, রাস্তাঘাট, স্কুল, কলেজ, কর্মক্ষেত্র, হাটবাজার থেকে শুরু করে যেকোনো স্থানে ঘটতে পারে।

গ উদ্দীপকে রবমানার ঘটনাটি বাংলাদেশের যে সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত করে তাহলো নারীর প্রতি সহিংসতা। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা নারীর স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীর প্রতি সহিংসতার নানা প্রকৃতি রয়েছে। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারী এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে স্ত্রী প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, শিক্ষাবঞ্চনা, সম্পত্তির অধিকারের বঞ্চনা, অত্যধিক কাজে বোঝা চাপানো, কন্যাশিশুকে মারপিট, যৌনপীড়ন প্রভৃতি। যৌন হয়রানি, নির্যাতন ও ধর্ষণ, ফতোয়া, এসিড নিক্ষেপ, নারী ও শিশু পাচার প্রভৃতি হলো বর্বর, নির্মম ও পৈশাচিক সহিংসতা অনুরূপভাবে উদ্দীপকের রবমানা ও তার স্বামীর দ্বারা অমানবিক ও পৈশাচিক সহিংসতার শিকার হয়েছে। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে তার স্বামী তাকে নির্যাতন করেছে। এমনকি প্রতিবাদ করায় চোখ উপড়ে ফেলার মতো জঘন্য কুকর্মও করেছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষিকার

প্রতি স্বামীর কর্তৃক এ ধরনের নির্যাতন বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও বাড়িয়ে তুলবে।

ঘ উদ্দীপকে উলিরখিত নারীর প্রতি সহিংসতার মতো সামাজিক সমস্যার বহুবিধ কারণ রয়েছে। আমাদের সমাজে অনেক পুরবষ নারীকে দুর্বল ও অবলা হিসেবে মনে করে। গ্রামীণ ও শহুরে সমাজের কতিপয় পরিবারে পুরবষের দৃষ্টিভঙ্গি হলো নারীর কাজ গৃহসংসারে রান্নাবান্না, সন্তান জন্মদান, লালনপালন, সবজি বাগান করা, গবাদিপশু পালন, শিশুকে পাঠদান, শারীরিক শুশূ ষা করা প্রভৃতি। এদেশে পুরবষের আধিপত্য ও গোঁড়ামি প্রভৃতি যেমন : পুরবষ নারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, নারীরা স্বামীর সেবাদাসী প্রভৃতি থেকেই নারীর প্রতি সহিংসতার সৃষ্টি হয়। পুরবষের এমন সংকীর্ণমনা আচরণেরই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে উদ্দীপকে উলিরখিত ঘটনায়। শুধু সন্দেহের বশবর্তী হয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিবিকা হয়েও স্বামীর নির্মম নির্যাতনের হাত থেকে রবা পাননি রবমানা। রবমানার প্রতি এ পৈশাচিক নির্যাতন, শৈশবে নারীর প্রতি বঞ্চনার নিজ অভিজ্ঞতার শিবা একজন পুরবষকে যে সহিংস করে তুলতে পারে তারই প্রমাণ বলা যায়। কন্যা সন্তানকে শিবা দানের প্রতি গুরবত্ব না দেওয়া, কন্যা সন্তানের প্রতি মা–বাবার উদাসীনতা, পুত্র সন্তানকে প্রাধান্য দেওয়া, বিবাহে কন্যার ইচ্ছা–অনিচ্ছাকে উপেবা করার মনোভাব নারীর প্রতি সহিংসতাকে আরও একধাপ বাড়িয়ে দিয়েছে। নারীর প্রতি সহিংসতার গুরবত্বপূর্ণ কারণ দারিদ্র্য। দারিদ্র্য ঘোচাতে কাজের খোঁজে এসে অনেক নারী সহিংসতার শিকার হয়। আবাসিক সংকটের কারণে কিংবা রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরা প্রভৃতি সমস্যার কারণে তারা অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেক কন্যা শিশু ও নারী বাসাবাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে। এসব গৃহভৃত্য নারীর অধিকাংশই নির্যাতনের শিকার হয়। এছাড়া পাচারকারীদের খপ্পরে পড়াও দারিদ্র্যের কারণেই ঘটে।

প্রশ্ন– ২২ ▸▸ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজের করণীয়

একটি মোটরসাইকেল অথবা পঞ্চাশ হাজার টাকার জন্য আর যেন জুরাইনের কোহিনুরের মতো নববধূর মৃত্যু না হয়। এই দাবি প্রবীণ মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলমের। তিনি কোহিনুর হত্যার সাথে জড়িত তার স্বামী মিন্টুর বিচার দাবি অনুষ্ঠানে আরও বলেন, এ ধরনের নির্যাতন থেকে আমাদের মেয়েদের রবার জন্য আইন প্রণয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ নিশ্চিত করতে হবে। মেয়েদের অধিকার সংশিরষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি করতে হবে। প্রত্যেক ছেলেমেয়েকে নৈতিক মূল্যবোধের শিবা প্রদান করতে হবে।

ক. হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনের প্রকাশিত তথ্যমতে দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের কত শতাংশের বয়স ১৫ বছরের নিচে? ১

খ. 'সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আইন' কথাটি বুঝিয়ে বল। ২

গ. মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলমের দাবিগুলো নারীর প্রতি কোন ধরনের পদবেপ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের দাবিগুলো ছাড়াও নারীর প্রতি আর যেসব পদবেপ নেওয়ার আছে তা বিশেরষণ কর। ৪

২২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনের প্রকাশিত তথ্যমতে দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের ২৪% লোকের বয়স ১৫ বছরের নিচে।

খ সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধে আইন অত্যন্ত কার্যকরী পদবেপ। আমাদের দেশে প্রতিনিয়ত সড়ক দুর্ঘটনায় মানুষ প্রাণ হারায়। আইনের সঠিক প্রয়োগ হলে এই দুর্ঘটনা অনেকাংশে কমে যেত। রাস্তায় গাড়ি চালানোর সময় থেকে শুরব করে গাড়ি পার্কিং পর্যন্ত সবখানে নির্ধারিত আইনকানুন মানতে সংশিরষ্ট সবাইকে বাধ্য করতে হবে। তবেই সড়ক দুর্ঘটনা প্রতিরোধ করা সম্ভব হবে।

গ উদ্দীপকে মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলম সাহেব যৌতুকের শিকার জুরাইনের কোহিনুরের স্বামীর বিচারের দাবিতে যেসব দাবি করেছেন তা নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধের কয়েকটি পদবেপ। উদ্দীপকে দেখা যায়, তিনি যে দাবি করেছেন তাতে রয়েছে আইন প্রণয়ন ও আইনের যথাযথ প্রয়োগ। মেয়েদের অধিকার সম্পর্কে সংশিরষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টি, প্রত্যেক ছেলেমেয়েদের নৈতিক ও মূল্যবোধের শিবা প্রদান, নির্যাতন, সহিংসতার ধরন ও প্রকৃতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে আইন প্রণয়ন এবং এর যথাযথ প্রয়োগ পরিবারের ছেলেমেয়েদের পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিবা প্রদান করা। এ দাবিগুলো যথাযথভাবে পালন করলে নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ অনেকটাই সম্ভব হবে। বাংলাদেশে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমান্বয়েই বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা নারীর স্বাধীনতার বেত্রে প্রধান প্রতিবন্ধক। নারীর প্রতি সহিংসতার নানা প্রকৃতি রয়েছে। সাধারণত স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারী এ ধরনের নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে স্ত্রী প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, কন্যাশিশুকে মারপিট প্রভৃতি। তাই নৈতিক শিবা, সামাজিক সচেতনতা, আইনের প্রয়োগ এ ধরনের সহিংসতা প্রতিরোধে বেশি কার্যকর।

ঘ উদ্দীপকের মুক্তিযোদ্ধা শাহ আলম সাহেবের দাবিগুলো ছাড়াও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে আরও কিছু পদবেপ রয়েছে। যেমন :

১. নারীশিবা কার্যক্রম গ্রহণ, বিধবা ভাতা প্রদান এবং নারীর জন্য ঋণদান কর্মসূচি গ্রহণ করলে নারীর বমতায়ন বৃদ্ধি পাবে।
২. নারী অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশিরষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতা সম্প্রসারণের মাধ্যমেও সহিংসতা প্রতিরোধ করা সম্ভব।
৩. নারী নির্যাতনকারীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা করা।
৪. নারী নির্যাতন প্রতিরোধে প্রবর্তিত আইন যেমন : এসিড অপরাধ দমন আইন, যৌতুক প্রতিরোধ আইন, পারিবারিক আদালত অধ্যাদেশ, বাল্যবিবাহ অধ্যাদেশসমূহ ইত্যাদি অধ্যাদেশের যথাযথ প্রয়োগ।
৫. নারীর প্রতি সহিংসতার শাস্তি ও প্রভাব গণমাধ্যমে প্রচার করে এর প্রতিরোধ করা যায়। এছাড়াও সমাজের মূল্যবোধের অববয় রোধ, নারী ও পুরবষের শ্রদ্ধাপূর্ণ সম্পর্ক গড়ে তোলা ইত্যাদির মাধ্যমেও নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধ করা যায়।
৬. নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সংশিরষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মত্যপরতা বাড়ানো।
৭. নানাবিধ সামজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে নারীর প্রতি বৈষম্য প্রতিরোধ করা যায়।

প্রশ্ন– ২৩ ▸▸ শিশু শ্রম প্রতিরোধে বাংলাদেশের আইন

নাইমের বয়স ১০ বছর। একটি রড ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে দুটি পা হারিয়েছে সে। বর্তমানে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ভিবা করে। মর্মান্তিক এ ঘটনা শুনলে অনেকেরই চোখে পানি আসে। বড়ই পরিতাপের বিষয় হলো, ফ্যাক্টরি মালিক দুর্ঘটনার পর আর নাইমের খবরও নেয়নি। নাইমের বিষয়টি এখন আর নতুন কিছু নয়, তার কারণ এ বয়সে অনেকেই এখন কলকারখানা, বাস–ট্রাক ইত্যাদিতে শ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে।

ক. কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন কোনটি? ১

খ. কিশোর অপরাধী কারা?–বুঝিয়ে লেখ। ২

গ. নাইমের মতো ছেলেদের কর্মে নিয়োগের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের আলোকে ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নাইমের মতো ছেলেদের কাজে নিয়োগ করা অপরাধ–পাঠ্যপুস্তকের আলোকে বিশেরষণ কর। ৪

২৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক কিশোর অপরাধ বিচারের মূল আইন হিসেবে বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ ধরা হয়।

খ জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সবাই শিশু বলে বিবেচিত হবে। বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে এ সনদ অনুমোদন করে। বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী ১৬ বছরের কম বয়সী প্রত্যেকেই শিশু। এ বয়সের অপরাধীদের কিশোর অপরাধী বলে।

গ নাইমের মতো ছেলেদের কর্মে নিয়োগের বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকে বর্ণিত শিশুশ্রমকে নির্দেশ করেছে। উদ্দীপকে দেখা যায়, নাইমের বয়স যখন ১০ বছর তখন সে একটি ফ্যাক্টরিতে কাজ করতে গিয়ে দুটি পা হারায়। বর্তমানে সে ঢাকার যাত্রাবাড়ীতে ভিৰা করে। অথচ ফ্যাক্টরির মালিক দুর্ঘটনার পর তার খবর নেয়নি। নাইমের মতো ছেলেদের কর্মে নিয়োগের বিষয়টি শিশুশ্রম সম্পর্কিত বিষয়। যে বয়সে একটি শিশু স্কুলে যাওয়া–আসা করবে, সমবয়সীদের সাথে খেলাধুলা করবে, ঐ বয়সে নাইমের মতো দরিদ্র শিশুদের কাজ করতে হয় জীবিকা নির্বাহে। বাংলাদেশে শিশুশ্রমের প্রথম এবং প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পৰে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা–মায়ের পৰে সম্ভব হয় না। ফলে তাদের স্কুলে পাঠাতে অভিভাবকরা উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। এ অবস্থায় পিতা বা মাতা মনে করেন, সন্তান কোনো পেশায় নিয়োজিত হয়ে আয়–রোজগার করলে পরিবারের উপকার হবে। শিশুদের অল্প মূল্যে দীর্ঘৰণ কাজে খাটানো যায় বলে নিয়োগকর্তারাও শিশুদের কাজে লাগানোর জন্য উৎসাহী হয়। স্বল্পশিৰা, দারিদ্র্য এবং অসচেতনতার কারণে পিতামাতা শিৰাকে অলাভজনক কর্মকাণ্ড মনে করেন। শিৰা উপকরণ ও সুযোগের অভাব, শিশুশ্রমের কুফল সম্পর্কে অভিভাবকদের উদাসীনতায় শিশুশ্রম বৃদ্ধি পাচ্ছে। শহরজীবনে গৃহস্থালি কাজে গৃহকর্মীর ওপর অতিমাত্রায় নির্ভরশীলতাও শিশুশ্রম বৃদ্ধির কারণ।

ঘ উদ্দীপকে নাইমের মতো শিশুদের কাজে নিয়োগ করা অপরাধ। বাংলাদেশের সংবিধানে শিশুসহ সব নাগরিকের মৌলিক অধিকারকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। সংবিধানে রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতি অংশে শিশুদের জন্য বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিৰাসহ শারীরিক ও মানসিক প্রতিবন্ধীদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণের উদ্যোগের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের শ্রম আইন ২০০৬ এ শিশু ও কিশোরদের সংজ্ঞা নির্ধারণ করতে গিয়ে ন্যূনতম বয়স নির্ধারণ করা হয়েছে যথাক্রমে ১৪ বছর ও ১৪ থেকে ১৮ বছর। এছাড়া আইনে উল্লেখ আছে, ১৪ বছরের কম বয়সী কোনো শিশুকে কাজে নিয়োগ করা যাবে না এবং শিশুর পিতামাতা কিংবা অভিভাবক শিশুকে দিয়ে কাজ করানোর জন্য কারও সাথে কোনো প্রকার চুক্তি করতে পারবে না। কিশোর শ্রমিক নিয়োগ করতে হলে কোনো রেজিস্টার্ড ডাক্তারের কাছ থেকে মালিকের খরচে ফিটনেস সার্টিফিকেট সংগ্রহ করতে হবে। কিশোর শ্রমিকদের স্বাভাবিক কাজের সময়সীমা নির্ধারণ করা হয়েছে দৈনিক ৫ ঘণ্টা। তবে সন্ধ্যা ৭টা থেকে ভোর ৭টা পর্যন্ত কোনো কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কাজ করানো যাবে না। কিশোর শ্রমিককে দিয়ে কোনো ঝুঁকিপূর্ণ বা বিপজ্জনক কাজ করানো যাবে না। পাশাপাশি এই আইনে আরও বলা হয়েছে ১২ বছর বয়সী শিশু–কিশোরদের কেবল সে ধরনের হালকা কাজই করানো যাবে যে কাজে কোনো ৰতি হবে না এবং যা তাদের শিৰা গ্রহণকে বিঘ্নিত করবে না। কিন্তু উদ্দীপকের নাইমের ৰেত্রে বয়সসীমা মানা হয়নি। তদুপরি বিপজ্জনক কাজে তাকে নিয়োগ করা হয়েছে। ফলে তাকে দুটি পা–ই হারাতে হয়েছে। এ কারণে নাইমের মতো শিশুদের কাজে নিয়োগ করা অপরাধ।

প্রশ্ন– ২৪ ▸▸

মিসেস রবপা সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকরি করেন। চাকরির সুবাদে তিনি ঢাকায় বসবাস করেন। তার দুই ছেলেমেয়ে। তার ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে ২০০৯ সালে এবং মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে ২০১২ সালে। মিসেস রবপা তার ছেলের চেয়ে মেয়ের জন্মের পর বেশি দিন ছুটি কাটাতে পেরেছেন। এই ছুটি মা ও সন্তানের সুস্বাস্থ্যের জন্য খুবই প্রয়োজন।

ক. কারা জাতির মূল্যবান সম্পদ? ১

খ. নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মিসেস রবপা দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের সময় যে ধরনের ছুটি ভোগ করেছেন তার ফলাফল ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মিসেস রবপা দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় যে ছুটি ভোগ করেছেন তা কি কেবল সরকারি কর্মচারীদের প্রয়োজন? তোমার যৌক্তিক মতামত দাও। ৪

২৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ।

খ নারীর জীবনে সহিংসতার প্রভাব জটিল ও ভয়াবহ। নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতন কখনো কখনো নারীর অঙ্গহানি ঘটায়। সহিংস ঘটনায় নারীর শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য ৰতবিৰত হয়। অনেক ৰেত্রে নারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে থাকে। সহিংসতার শিকার নারীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নারীর প্রতি এই সহিংসতা আমাদের দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত মিসেস রবপা দ্বিতীয় সন্তান জন্মদানের সময় যে ধরনের ছুটি ভোগ করেছেন তাহলো ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি। উদ্দীপকে বর্ণিত মিসেস রবপা সমাজসেবা অধিদপ্তরে চাকরি করেন। অর্থাৎ তিনি সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত রয়েছেন। তার দুই ছেলেমেয়ে। তার ছেলে জন্মগ্রহণ করেছে ২০০৯ সালে আর মেয়ে জন্মগ্রহণ করেছে ২০১২ সালে। এজন্য তিনি ছেলের চেয়ে মেয়ের জন্মের পর বেশি দিন ছুটি কাটাতে পেরেছেন, যা ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটিকে নির্দেশ করে। কেননা বাংলাদেশ সরকার ১১ জানুয়ারি ২০১১ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারীকর্মীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করে। মাতৃত্বকালীন এ বর্ধিত ছুটির জন্য মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করানোর পাশাপাশি তাদের পরিপূর্ণ যত্ন নিতে পারবেন, যা শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করার পাশাপাশি শিশুর শারীরিক ও মানসিক বিকাশকে সহায়তা করবে।

ঘ মিসেস রবপা দ্বিতীয় সন্তানের জন্মের সময় যে ছুটি ভোগ করেছেন তা কেবল সরকারি কর্মচারীদের জন্য নয় বরং সকল শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজন। উদ্দীপকে বর্ণিত মিসেস রবপা যে ছুটি ভোগ করেছেন তা হলো ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি। তার কারণ, বাংলাদেশ সরকারের ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কার্যকর করার পরে তার ২য় সন্তানের জন্ম হয়েছে। আর এ ছুটি সকল শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য প্রয়োজন। কেননা এ ছুটি বৃদ্ধির ফলে মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করাতে সমর্থ হন। এর ফলে নবজাতক শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর হয়। ফলে শিশুরা সুস্থ থাকে। আর সুস্থ শিশু দেশের উন্নতিতে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। শিশুরা জাতির মূল্যবান সম্পদ। তাই শিশুরা যাতে শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ থাকে সেদিকে যত্নবান হওয়া অত্যন্ত গুরবত্বপূর্ণ। শুধু শিশু নয়, মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতিসেবা, প্রজননকালীন রবগ্নতা, মাতৃত্বজনিত মৃত্যুর হার রোধেও সচেতন হতে হবে। কেননা, মা সুস্থ না থাকলে শিশুও সুস্থ থাকবে না। তাই এ ছুটি মা ও শিশু উভয়ের জন্যই অপরিহার্য। ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটির ফলে মা সন্তানের কাছাকাছি থাকার সুযোগ পান, তার পরিপূর্ণ যত্ন নিতে পারেন, যা নবজাতকের জন্য খুবই গুরবত্বপূর্ণ। আর ছয় মাস

পর্যন্ত সন্তানের যত্ন নেওয়া শুধু সরকারি কর্মচারী মায়েদের জন্যই নয়, সকল শ্রেণির কর্মচারী মায়েদের জন্যই জরুরি। কেননা প্রতিটি শিশুই জাতির সম্পদ। সকল শিশুই আগামীর ভবিষ্যৎ। তাই বলা যায়, ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি কেবল সরকারি কর্মচারীদের জন্য নয় বরং সকল শ্রেণির কর্মচারীর জন্য প্রয়োজন।

প্রশ্ন– ২৫ ▸▸ জঙ্গি ও জঙ্গিবাদের ধারণা

নাইজেরিয়ায় একশ্রেণির লোক রয়েছে যারা নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে দেশটির শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায়। তারা সবসময় প্রকাশ করতে চায় তাদের ধারণাই সঠিক। নাইজেরিয়ায় বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়মনীতি, বিধিবিধান তারা মানতে চায় না। তারা গোপনে কর্মী প্রশিক্ষণ দিয়ে দেশে অরাজকতা সৃষ্টি করতে সদা তৎপর। তারা তাদের ধারণা মানুষকে জোরপূর্বক শিখিয়ে দিতে চায়। তারা মাঝে মধ্যে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত হয়।

ক. সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপকে কী বলা হয়? ১

খ. 'সঠিক বিচার না পাওয়া সামাজিক নৈরাজ্যের অন্যতম কারণ'–ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয়টি পাঠ্যপুস্তকের কোন ধারণাকে ইঙ্গিত করছে? তার ব্যাখ্যা দাও। ৩

ঘ. উদ্দীপকে উল্লিখিত শ্রেণিটি সমাজ তথা রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর– মতামতের পক্ষে যুক্তি দাও। ৪

২৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপকে সামাজিক নৈরাজ্য বলা হয়।

খ সঠিক বিচারব্যবস্থার অনুপস্থিতিতে মানুষ আইন নিজের হাতে তুলে নেয়। বিচারের আশা ত্যাগ করে তারা নিজেরাই সমস্যা সমাধানের পথ খুঁজতে থাকে। ফলে হানাহানি ও বিশৃঙ্খল পরিবেশের সৃষ্টি হয়। মূল্যবোধের অবক্ষয় দেখা দেয়। যার ফলে সমাজে আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটে এবং নৈরাজ্য সৃষ্টি হয়।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত বিষয় পাঠ্যপুস্তকের যে ধারণাকে ইঙ্গিত করেছে তা জঙ্গিবাদের কর্মকাণ্ডের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। উদ্দীপকে দেখা যায়, নাইজেরিয়ায় একশ্রেণির লোক রাষ্ট্রের নিয়মকানুন প্রথা, ঐতিহ্য না মেনে, নির্বাচনে অংশগ্রহণ না করে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হতে চায় এবং মাঝে মধ্যে তারা রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি করতে চায়, নিজেদের মতো জোরপূর্বক অন্যদের শেখাতে চায়। এগুলো জঙ্গিবাদের কার্যক্রমেরই বহিঃপ্রকাশ। জঙ্গির ইংরেজি প্রতিশব্দ Militant, ল্যাটিন শব্দ Militare থেকে এসেছে। মিলিটার শব্দের অর্থ সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। এরা নিজেদের উদ্দেশ্য পূরণে কোনো রাজনৈতিক ধারণা প্রতিষ্ঠায় চরম ও হিংসাত্মক পন্থার আশ্রয় নেয়। রাষ্ট্রের বিদ্যমান আদর্শ, মূল্যবোধ, নিয়মনীতি, বিধিবিধান তারা মানতে চায় না। হত্যা, খুন, ডাকাতিসহ নানা ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকে।

ঘ উদ্দীপকে উল্লিখিত জঙ্গি শ্রেণি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর। উদ্দীপক থেকে দেখা যায়, জঙ্গিরা রাষ্ট্রের বিধিবিধান মূল্যবোধ মানতে চায় না। নিজেদের ধারণা জোর করে মানুষকে শেখাতে চায় এবং রাষ্ট্রে অরাজকতা সৃষ্টি করে। অর্থাৎ জঙ্গিরা ধ্বংসাত্মক কার্যক্রমকে নিজেদের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করে। এরা গণতন্ত্রের পথে, সুশাসনের পথে বাধা সৃষ্টি করে। এরা সংখ্যায় কোনো দেশেই তেমন বেশি নয়। কিন্তু অধিক সংখ্যার শান্তিপ্রিয় মানুষকে অশান্তিতে রাখে সারা বছর। জঙ্গি কর্মতৎপরতার কারণে একটি দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড ব্যাহত হতে পারে। তাছাড়া জঙ্গি কার্যক্রম আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নানা প্রতিকূলতা সৃষ্টি করতে পারে। মানুষের জীবনযাত্রা অচল হয়ে যেতে পারে। আমেরিকার টুইন টাওয়ার ধসের কারণ এই জঙ্গিবাদ। হাজার হাজার মানুষকে হত্যাসহ বহু সম্পদ ধ্বংস হয়েছে এই জঙ্গি কর্মকাণ্ডে। মুম্বাইয়ের হোটেল তাজের হামলাও জঙ্গিদের কর্মকাণ্ড। একটি দেশে অব্যাহতভাবে জঙ্গি কার্যক্রম সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার জন্য হুমকিস্বরূপ। জঙ্গি কার্যক্রমে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিজের পরিবারের জন্যও হুমকিস্বরূপ। অনেক ক্ষেত্রে জঙ্গিদের সংঘটিত বোমা বিস্ফোরণে একই সাথে বসবাসকারী মানুষজন, আবাসস্থল, প্রতিবেশীদের ব্যাপক ক্ষতি হয়ে থাকে। উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে বলতে পারি, জঙ্গি শ্রেণিটি সমাজ ও রাষ্ট্রের জন্য ক্ষতিকর।

■ অনুশীলনমূলক কাজের আলোকে সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ২৬ ▸▸ নারীর প্রতি সহিংসতা

আলেয়া বাংলাদেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখে। সে পোশাক শিল্পের একজন উদ্যমী কর্মী। কিন্তু ইদানীং সে কর্মস্থলে যেতে অনীহা দেখাচ্ছে। কারণ নিরাপত্তাহীনতা। দীর্ঘ সময় কাজ করে রাতে বাসায় ফেরার পথে তাদের গার্মেন্টেসের সামনের রাস্তায় কয়েকটি উঠতি বয়সের ছেলে দাঁড়িয়ে আড্ডা দেয়। প্রায়ই তারা গার্মেন্টস ফেরত নারী কর্মীদের উত্ত্যক্ত করে। এ ধরনের যৌন হয়রানি আমাদের অর্থনীতিতে বিরূপ প্রভাব ফেলবে।

ক. সমাজে কারা নারীকে দুর্বল ও অবলা মনে করে? ১

খ. গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারে নারীর প্রতি সহিংসতার ধরনগুলো লিখ। ২

গ. আলেয়ার মতো নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হলে তা অর্থনীতিতে কীভাবে প্রভাব ফেলবে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আলেয়ার মতো নারীদের রক্ষাকল্পে তোমার করণীয় আলোচনা কর। ৪

২৬ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সমাজে অনেক পুরুষ নারীকে দুর্বল ও অবলা মনে করে।

খ গ্রামীণ দরিদ্র পরিবারের নারীরা নানাভাবে সহিংসতার শিকার হয়। গ্রামের প্রভাবশালী ব্যক্তিবর্গ মনগড়া আইন তথা ফতোয়ার মাধ্যমে নারীর ওপর সহিংসতা চালায়। দরিদ্র মেয়েরা যৌতুক দিতে না পারায় শ্বশুরবাড়িতে সহিংসতার শিকার হয়। কন্যা সন্তান জন্মদানের অপরাধে গ্রামের নারীরা সহিংসতার শিকার হয়। দারিদ্র্যের কারণে গ্রামীণ মেয়েরা বাসাবাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। অনেক সময় চাকরির প্রলোভন দেখিয়ে নানাভাবে অনৈতিক কাজে ব্যবহার করা হয়।

গ আলেয়া পোশাক শিল্পের একজন কর্মী। তার মতো নারীরা যৌন হয়রানির শিকার হলে দেশের অর্থনীতিতে তা নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে। আমাদের দেশের মোট জনসংখ্যার প্রায় অর্ধেক তাই নারীকে দূরে রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়ন সম্ভব নয়। নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় একটি দেশে অর্থনৈতিকভাবে সমৃদ্ধ হয়। বর্তমানে বাংলাদেশে রপ্তানির শীর্ষে রয়েছে তৈরি পোষাক শিল্প। আর এ লাভজনক শিল্পকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আমাদের দেশের নারী শ্রমিকরা। নারী শ্রমিকরা স্বল্প মজুরিতে শ্রম বিক্রয়ের মাধ্যমে পোষাক শিল্পের উৎপাদন খরচ হ্রাস করছে। উৎপাদন খরচ হ্রাস পাওয়ায় তৈরি পোষাক রপ্তানি করে আয় হচ্ছে অতিরিক্ত মুনাফা। কর্মক্ষেত্রে নারীদের সম্পৃক্ততার কারণে পরিবার সমূহ স্বচ্ছল হচ্ছে। নিত্যপ্রয়োজনিয় দ্রব্যের চাহিদা বৃদ্ধি পাচ্ছে যার ফলে বাজার বিস্তৃত হচ্ছে। কিন্তু যারা এদেশের অর্থনীতিকে সচল রাখছে তাদের নিরাপত্তা ব্যবস্থা খুবই করুন। আবাসিক সংকটের কারণে কিংবা রাতে

কর্মস্থল থেকে ফেরার সময় অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। এ সমস্ত যৌন হয়রানি বা নারীর প্রতি সহিংসতার কারণে যদি নারীরা এ শিল্পে কাজ করতে না পারে তাহলে এদেশের অর্থনীতি বিরাট ৰতির সম্মুখীন হবে। যে শিল্পখাত হতে সর্বোচ্চ বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয় যে খাতে যদি শ্রম সংকট দেখা দেয় তবে তা অর্থনীতিতে নেতিবাচক প্রভাব ফেলবৈ তাতে কোন সন্দেহ নেই।

ঘ আয়েশার মতো নারী যারা যৌন হয়রানির শিকার তা বন্ধের জন্য আমি নিম্নলিখিত পদৰেপ গ্রহণ করতে পারি।নারীর অধিকার প্রতিষ্ঠার সাথে সংশিৱষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের কর্মতৎপরতায় সহায়তা করা। নারী অধিকার এবং অধিকার সংশিৱষ্ট আইন বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করা। পরিবারে ছেলেমেয়ে উভয়কেই পারিবারিক জীবনে নৈতিক মূল্যবোধ গঠন সম্পর্কিত শিৰার ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ করা। নারীর ভূমিকা ও মর্যাদার যথাযথ মূল্যায়ন করা। ধর্মীয় মূল্যবোধ ও আদর্শ অনুশীলন করা। অপসংস্কৃতি রোধ করার জন্য সমাজে সচেতনতা সৃষ্টি করা। সামাজিক মূল্যবোধ অবৰয়ের বিরবদ্ধে কাজ করা।

প্রশ্ন– ২৭ ▸▸ শিশু শ্রম ও কিশোর অপরাধ

ঘটনা–১ : ৮ বছরের ছেলে আরিফ। সে পড়ালেখা করে না। সারাদিন লেদ কারখানায় কাজ করে। কিন্তু কারখানার মালিক তাকে ঠিকমতো খেতেও দেয় না।

ঘটনা–২ : জারিফের বয়স ১৪। সে নিয়মিত ধূমপানে ইতোমধ্যেই অভ্যস্ত হয়ে উঠেছে। একদিন রাস্তার মোড়ে ভিড়ের মধ্যে সে এক ভদ্রমহিলার হাতব্যাগ ছিনিয়ে নেওয়ার চেষ্টা চালায়।

ক. কোন ধরনের চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে। ১

খ. এইডস ছোঁয়াচে নয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. আরিফের শ্রম বন্ধে তুমি কী করবে? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. আরিফের সুপথে আনার জন্য করণীয় বিশেৱষণ কর। ৪

২৭ নং প্রশ্নের উত্তর

ক অদৰ ও প্রশিৰণবিহীন চালককে দিয়ে গাড়ি চালানোর কারণে অধিকাংশ দুর্ঘটনা ঘটে থাকে।

খ যেসব রোগে আক্রান্ত রোগীর সংস্পর্শে এলে, তার ব্যবহৃত জিনিস ব্যবহার করলে, রোগীর সেবাশুশ্রূ যা করলে যেসব রোগ ছড়ায় সেগুলোকে ছোঁয়াচে রোগ বলে। কিন্তু এইডস আক্রান্ত ব্যক্তির ব্যবহৃত থালা–বাসন, কাপ, গৱাস, জামাকাপড় ইত্যাদি ব্যবহার করলে এইডস ছড়ায় না। তাছাড়া আক্রান্ত ব্যক্তির সাথে করমর্দন, কোলাকুলি, খেলাধুলা, লেখাপড়া এবং সেবা শুশ্রূ যা করলে এ রোগ ছড়ায় না। যাদের দেহে এইচআইভি আছে, তারাই শেষ পর্যন্ত এইডস–এ আক্রান্ত হন। সুতরাং বলা যায়, এইডস ছোঁয়াচে রোগ নয়।

গ আরিফ ৮ বছরের ছেলে হয়েও লেদ কারখানায় সারাদিন পরিশ্রম করে। অর্থাৎ সে শিশুশ্রম দেয়। আরিফের শ্রম তথা শিশুশ্রম বন্ধে প্রথমে দেখতে হবে কেন সে শ্রম দিচ্ছে। আমাদের দেশে শিশুশ্রমের প্রধান কারণ হচ্ছে অর্থনৈতিক দুরবস্থা। দরিদ্র পরিবারের পৰে ভরণপোষণ মিটিয়ে সন্তানের লেখাপড়ার খরচ জোগানো বাবা–মা'র পৰে সম্ভব হয় না। তাই আমরা সবাই মিলে দরিদ্র শিশুদের বাবা–মাকে বোঝাতে পারি যে, বর্তমানে শিশুদের লেখাপড়ার কোনো খরচ লাগে না। প্রাথমিক শিৰা সম্পূর্ণ অবৈতনিক এবং বিনামূল্যে সরকার পাঠ্যবই দিচ্ছে। এরপর পরীৰার ফি ও অন্য সামান্য যে খরচ আছে সেগুলো সহপাঠী বন্ধুরা মিলে ব্যবস্থা করতে পারি। এছাড়া শিশুদের অভিভাবক ও নিয়োগকারী সবার মধ্যে সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করব যে শিশুশ্রম বেআইনি এবং প্রত্যেক শিশুর শিৰার অধিকার আছে। এ অধিকার ভোগ করার জন্য আমরা আইনের যথাযথ প্রয়োগের জন্য আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোকে উদ্বুদ্ধ ও সহযোগিতা করতে পারি।

ঘ উদ্দীপকে ১৪ বছরের জারিফ কিশোর অপরাধী। সামাজিক পরিবেশে মৌলিক চাহিদা থেকে বঞ্চিত হয়ে খারাপ সঙ্গ এবং পাচারকারী ও বিভিন্ন ধরনের অপব্যবহারকারীদের সঙ্গী হয়ে শিশু–কিশোর অপরাধী হয়ে ওঠে। জারিফও এমন এক অপরাধী। তাকে সুপথে আনতে অর্থাৎ কিশোর অপরাধীদের উন্নয়নের জন্য এবং সমান সুযোগ–সুবিধা প্রদানের লৰ্ব্যে সব ধরনের পদৰেপ নিতে হবে, যাতে তারা শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ এবং কর্মৰম হয়। গঠনমূলক পারিবারিক পরিবেশ সৃষ্টি, পরিবার ও বিদ্যালয়ে ধর্মীয় ও নৈতিক শিৰা, চিত্তবিনোদনমূলক কার্যক্রম, অপসংস্কৃতি রোধ প্রভৃতি পদৰেপের মাধ্যমে কিশোর অপরাধ মোকিবলা করা যেতে পারে। আবার যেসব শিশু ও কিশোর ইতোমধ্যে অপরাধের সাথে জড়িত হয়ে পড়েছে, তাদের চরিত্র সংশোধনের জন্য কিশোর আদালত, কিশোর হাজত, সংশোধনী প্রভৃতি মাধ্যমে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনা যেতে পারে।

■ অনুশীলনের জন্য সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক (উত্তরসংকেতসহ)

প্রশ্ন– ২৮ ▸▸ নারীর প্রতি সহিংসতা

পত্রিকার পাতায় চোখ রাখলেই দেখা যায়, স্কুল ছাত্রীর প্রতি এসিড নিৰেপ, যৌতুকের জন্য স্ত্রীকে হত্যা, মেয়েদের নিরাপত্তাহীনতা ইত্যাদিসহ নানা বিষয়াবলি আমাদের দেশে এ ধরনের ঘটনা নারী জাতির প্রতি আমাদের দায়িত্বহীনতা আর অবহেলার পরিচয় বহন করে। অথচ দেশের অর্ধেক জনসংখ্যাই নারী।

ক. কত সালে বিশ্বে প্রথম HIV- রোগী শনাক্ত করা হয়? ১

খ. নারীর প্রতি সহিংসতা বলতে কী বোঝায়? ২

গ. নারীদের প্রতি উক্ত আচরণের প্রভাব ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. নারীর প্রতি উক্ত আচরণ প্রতিরোধে কিছু পদৰেপ পাঠ্যপুস্তকের আলোকে মতামত দাও। ৪

২৮ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ১৯৮১ সালে বিশ্বে প্রথম HIV রোগী সনাক্ত করা হয়।

খ পুরবষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তা–ই নারীর প্রতি সহিংসতা। নারীর প্রতি এই সহিংস আচরণ কোনো ব্যক্তি বা অনেকে নানা অজুহাতে আর্থসামাজিক, শারীরিক কিংবা মানসিক দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে ঘটিয়ে থাকে।

***X-clusive লিংক** : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দৰতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–*

গ নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

ঘ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে আইনি প্রতিকার বিশেৱষণ কর।

প্রশ্ন– ২৯ ▸▸ দুর্নীতি

আবিদ সাহেব একজন সরকারি কর্মকর্তা। অর্থের অভাবে পরিবারের সদস্যদের ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করার সামর্থ্য তার ছিল না। কিন্তু অবৈধভাবে টাকা উপার্জন করে আবিদ সাহেব বর্তমানে কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক।

ক. জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী কারা শিশু বলে বিবেচিত হবে? ১

খ. এইডসের ধারণা দাও। ২

গ. আবিদ সাহেবের এ ধরনের কাজে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে কোন সামাজিক সমস্যাটি বিদ্যমান? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. 'উদ্দীপকে আবিদ সাহেবের কর্মকাণ্ড সামাজিক সৃজনশীলতার অন্তরায়'–উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

২৯ নং প্রশ্নের উত্তর

ক জাতিসংঘ শিশু অধিকার কনভেনশন অনুযায়ী ১৮ বছরের কম বয়সী সকলেই শিশু বলে বিবেচিত হবে।

খ এইচআইভি কয়েকটি নির্দিষ্ট উপায়ে মানবদেহে প্রবেশ করে ব্যক্তির রোগ–প্রতিরোধ ক্ষমতা এক পর্যায়ে অতিরিক্ত পরিমাণে ধ্বংস করে দেয়। এইচআইভি সংক্রমণের এই সর্বশেষ পর্যায় হলো এইডস। শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাওয়ার কারণে এইডস আক্রান্ত ব্যক্তি অতি সহজেই অন্য যেকোনো রোগে আক্রান্ত হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ দুর্নীতির ধারণাটি ব্যাখ্যা কর।

ঘ সমাজ জীবনে দুর্নীতির প্রভাব বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩০ নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজের করণীয়

শেফালী এক কন্যা সন্তানের জননী। তার স্বামী কাজল পুত্র সন্তানের আশায় বারবার শেফালীকে চাপ দেয়। শেফালী আও ২টি কন্যা সন্তানের জননী হয়। এতে কাজল শেফালীকে আরও মানসিক ও শারীরিকভাবে কষ্ট দিতে থাকে। শিক্ষক গোলাম রসুল নারী ও পুরুষের মর্যাদা ও অধিকারের বিষয়টি বুঝিয়ে বললে কাজল বুঝতে পারে এবং তার কৃতকর্মের জন্য অনুতাপ প্রকাশ করে।

ক. বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী কত বছর বয়সী ছেলেমেয়েরা শিশু? ১

খ. জঙ্গি বলতে কী বোঝ? ২

গ. নারী হিসেবে শেফালীকে মানসিক ও শারীরিক কষ্ট দেওয়াকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. শেফালীর কষ্ট লাঘবে জনাব গোলাম রসুলের অধিকার ছাড়াও আর কী করণীয় আছ? মূল্যায়ন কর। ৪

৩০ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ শিশু আইন ১৯৭৪ অনুযায়ী ১৬ বছর বয়সী ছেলেমেয়ে শিশু।

খ জঙ্গির ইংরেজি প্রতিশব্দ Militant ল্যাটিন শব্দ Militare থেকে এসেছে। Militare শব্দের অর্থ হলো সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অনুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে ।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ নারীর প্রতি সহিংসতার ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সমাজের করণীয় কাজগুলো বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩১ নারীর প্রতি সহিংসতায় প্রকৃতি এবং নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের করণীয়

সদ্য এমএ পাস করে একটি বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে চাকরি নিয়েছেন রুপা। অফিসে তার সহকর্মীদের দু–একজন তাকে অশ্লীল কথাবার্তা বলে। তার স্বামী ওয়াহিদ দেশের বাইরে থাকায় প্রায়ই শ্বশুর, শাশুড়ি ও ননদ কর্তৃক শারীরিক ও মানসিক নির্যাতনের শিকার হন।

ক. ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী কত বছরের কম বয়সীদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না? ১

খ. মাতৃকল্যাণ বলতে কী বোঝায়? ২

গ. উদ্দীপকে যে ধরনের সামাজিক সমস্যার ইঙ্গিত করা হয়েছে তার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রুপার মতো মেয়েদের উক্ত সমস্যা থেকে রক্ষা সকলের দায়িত্ব ও কর্তব্য– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩১ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ২০০৬ সালের শ্রম আইন অনুযায়ী ১৪ বছরের কম বয়সীদের কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

খ মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পুরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রুগ্নতা এবং মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যানের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ নারীর প্রতি সহিংসতার প্রকৃতি ব্যাখ্যা কর।

ঘ নারীর প্রতি সহিংসতা প্রতিরোধে সমাজের করণীয়গুলো বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩২ সামাজিক নৈরাজ্য ও মূল্যবোধের অবক্ষয়

জমিলা বেগম একজন সামাজিক বিজ্ঞানের শিক্ষিকা। তিনি দশম শ্রেণিতে পাঠদানকালে শিক্ষার্থীদের বলেন, 'বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, ছোটদের স্নেহ করা, অতিথিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন ইত্যাদি বিষয়গুলো আমাদের সমাজ থেকে ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছে।

ক. ইভটিজিং কী? ১

খ. কীভাবে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়? ২

গ. উদ্দীপকে জমিলা বেগম সমাজের কোন দিকের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. আমাদের সমাজে এরূপ অবস্থা প্রতিরোধে কী ধরনের পদক্ষেপ নেওয়া যায়? বিশ্লেষণ কর।

৩২ নং প্রশ্নের উত্তর

ক ইভটিজিং হচ্ছে লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের নিগ্রহ বা উত্যক্ত করা।

খ সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরণের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূপ যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয়ের ধারণা ব্যাখ্যা কর।

ঘ সামাজিক মূল্যবোধ অবক্ষয় প্রতিরোধে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর।

প্রশ্ন– ৩৩ কিশোর অপরাধ

"কোমলমতি শিশু যখন ভয়ঙ্কর অপরাধী" পত্রিকার এ শিরোনামটি পড়ে আঁতকে ওঠেন রহমান সাহেব। যে বয়সে একটি শিশু পড়ালেখা ও খেলাধুলা নিয়ে ব্যস্ত থাকার কথা সেই বয়সে সে বিভিন্ন কারণে নানা অপকর্মের সাথে জড়িয়ে পড়ছে। ফুটপাত ও বস্তির নিম্ন আয়ের শিশুদের পাশাপাশি সচ্ছল পরিবারের শিশুদের অনেকেই অপরাধ কী বুঝে ওঠার আগেই জড়িয়ে পড়ে নানা অপরাধমূলক কর্মকাণ্ডে। রহমান সাহেব এ সমস্যা থেকে উত্তরণের উপায় নিয়ে খুবই চিন্তিত।

ক. সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূপ কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয় ধারণাটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. শিশু–কিশোররা বিভিন্ন সামাজিক অপরাধের সাথে জড়িয়ে পড়ার প্রধান কারণ কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. কী কী পদক্ষেপ গ্রহণ করলে বিপথগামী হওয়া থেকে এ সমস্ত শিশু–কিশোরদের রক্ষা করা যেতে পারে বলে তুমি মনে কর? মতামত দাও। ৪

৩৩ নং প্রশ্নের উত্তর

ক সামাজিক বিশৃঙ্খলার চরম রূ প হলো সামাজিক নৈরাজ্য।

খ যেকোনো সমাজের রীতিনীতি, মনোভাব এবং সমাজের অন্যান্য অনুমোদিত ব্যবহারের সমন্বয়ে সামাজিক মূল্যবোধের সৃষ্টি হয়। যেমন– বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, অতিথির প্রতি সম্মান প্রদর্শন, ছোটদের প্রতি স্নেহ, মায়ামমতা প্রভৃতি সামাজিক মূল্যবোধের উদাহরণ। এই মূল্যবোধের অবনতিই সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়।

X-clusive লিংক : প্রয়োগ (গ) ও উচ্চতর দক্ষতার (ঘ) প্রশ্নের উত্তরের জন্য অনুরূ প যে প্রশ্নের উত্তর জানা থাকতে হবে–

গ কিশোর অপরাধের কারণগুলো ব্যাখ্যা কর।

ঘ কিশোর অপরাধ দমনে প্রয়োজনীয় আইনি পদক্ষেপ সম্পর্কে বিশ্লেষণ কর।

■ অধ্যায় সমন্বিত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন– ৩৪ ▸▸ পরিবারের প্রকারভেদ ও সামাজিক বিশৃখলা

তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর দবিরউদ্দিন পুত্র সন্তানের আশায় পুনরায় বিবাহ করলেন। এই পরিবারে আরও দুইটি সন্তানের জন্ম হয়।

ক. গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ কী? ১

খ. সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট একটি সামাজিক নৈরাজ্যের ব্যাখ্যা দাও। ২

গ. দবিরউদ্দিনের পরিবারের ধরন ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য কি দবিরউদ্দিনকে দায়ী করা যায়? তোমার মতের সপক্ষে যুক্তি দাও। ৪

৩৪ নং প্রশ্নের উত্তর

ক গোষ্ঠী জীবনের প্রথম ধাপ হচ্ছে পরিবার।

খ সামাজিক মূল্যবোধের অবক্ষয়ের ফলে সৃষ্ট একটি সামাজিক নৈরাজ্য হচ্ছে দুর্নীতি।

ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কর্তৃক অবৈধ পন্থায় নীতি বহির্ভূত বা জনস্বার্থ বিরোধী কাজই দুর্নীতি। যেমন– ঘুষ ও স্বজনপ্রীতি উভয় কাজই দুর্নীতি। রাজনৈতিক এবং সরকারি ও বেসরকারি প্রশাসনে দুর্নীতি বলতে ব্যক্তিগত স্বার্থ লাভের জন্য কার্যালয়ের অপব্যবহারকে বোঝায়। সাধারণত ঘুষ, বল প্রয়োগ বা ভয় প্রদর্শন, প্রভাব খাটানো এবং ব্যক্তি বিশেষকে বিশেষ সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে প্রশাসনের ক্ষমতা অপব্যবহার করে ব্যক্তিগত সুবিধা অর্জনকে দুর্নীতি বলে। এ অপরাধের প্রকৃতি ও কলাকৌশল আলাদা এবং এ কাজে দৈহিক শ্রমের চেয়ে ধূর্ত বুদ্ধি বেশি প্রয়োজন হয়।

গ দবিরউদ্দিনের পরিবারটি বহুপত্নী পরিবার। সমাজভেদে দেশভেদে বিভিন্ন ধরনের পরিবার রয়েছে। বিভিন্ন মাপকাঠির ভিত্তিতে পরিবারকে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করা হয়ে থাকে। এগুলোর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে– স্বামী–স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবার। স্বামী–স্ত্রীর সংখ্যার ভিত্তিতে পরিবার তিন ধরনের হয়ে থাকে। এই তিন ধরনের পবিারের মধ্যে অন্যতম একটি ধরন হচ্ছে বহুপত্নী পরিবার। একজন পুরুষের সঙ্গে একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে যে পরিবার গঠিত হয়, তাকে বহুপত্নী পরিবার বলে। এ ধরনের পরিবারে মূলত একজন পুরুষের একই সময়ে একাধিক স্ত্রী বর্তমান থাকে। উদ্দীপকেও দেখা যায়, তিনটি কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর দবিরউদ্দিন পুত্র সন্তানের আশায় পুনরায় বিবাহ করলেন এবং এ পরিবারে আরও দুইটি সন্তানের জন্ম হলো। অর্থাৎ দবিরউদ্দিনের সাথে একাধিক নারীর বিবাহের ভিত্তিতে পরিবার গঠিত হয়েছে এবং একই সময়ে তার একাধিক স্ত্রী বর্তমান রয়েছে। সুতরাং বলা যায়, দবিরউদ্দিনের পরিবারটি বহুপত্নী পরিবার।

ঘ সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য দবিরউদ্দিনকে দায়ী করা যায়। সামাজিক বিশৃঙ্খলা হতে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়। সামাজের প্রচলিত আচার–আচরণ, রীতি–নীতি, প্রথা প্রভৃতির নিয়ন্ত্রণেরই ব্যতিক্রমই সামাজিক বিশৃঙ্খলা। সামাজিক বিশৃঙ্খলা তখনই দেখা দিবে যখন ব্যক্তির উপর সামাজিক রীতিনীতির প্রভাব হ্রাস পাবে। অর্থাৎ সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙন শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হতে থাকে। সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্যের উল্লেখযোগ্য লক্ষণ হলো– অপরাধ, কিশোর অপরাধ, মাদকাসক্তি, অপহরণ, আত্মহত্যা, নারীর প্রতি সহিংসতা, বিবাহ বিচ্ছেদ, আইনশৃঙ্খলার অবনিত, ঘুষ, ছিনতাই, সন্ত্রাস, রাহাজানী, চাঁদাবাজি, স্বজনপ্রীতি, যৌনাচার, যৌনব্যধির প্রাদুর্ভাব, স্বেচ্ছাচার, শিশুশ্রম, শিশুদের প্রতি অবহেলা, হত্যা প্রভৃতি। পুরুষ বা নারী কর্তৃক যে কোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তাই নারীর প্রতি সহিংসতা। সমাজে নারীর প্রতি সহিংসতার বহু কারণ রয়েছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন কাজে নারীকে সর্বদা অপারদর্শী হিসেবে পরিগণিত করা হয়। বাইরের বিভিন্ন সামাজিক ও ধর্মীয় আচার–অনুষ্ঠান থেকে বঞ্চিত রাখা, যৌতুক, বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ, ক্রমাগত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণে পুত্র সন্তানদের প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠা প্রভৃতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারীর প্রতি সহিংসতা ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পাচ্ছে। উদ্দীপকে বর্ণিত দবিরউদ্দিনও পুত্র সন্তানের আশায় একাধিক বিবাহ করেছে। সুতরাং উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে দবিরউদ্দিনকে সামাজিক বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী করা যায়।

প্রশ্ন– ৩৫ ▸▸ সামাজিক পরিবর্তনের উপাদান ও নারী নির্যাতন প্রতিরোধ আইন

দ্রুত পরিবর্তন হচ্ছে সমাজ। নানা উপাদানের প্রভাবে যে পরিবর্তন ঘটছে তা স্বাভাবিক। কিন্তু এ দ্রুতগতির সভ্য সমাজে সমস্যাও যেন দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। যেমন, লাবণ্যের পাশের বাসার ভদ্রলোক প্রায়ই স্ত্রীকে মারধর করেন। সামাজিক মর্যাদার ভয়ে ইচ্ছা থাকা সত্ত্বেও লাবণ্য প্রতিবাদ করতে পারে না।

ক. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন করে? ১

খ. এইডস প্রতিরোধের উপায় লেখ। ২

গ. সামাজিক পরিবর্তনের নানাবিধ উপাদান বলতে উদ্দীপকে কোন উপাদানগুলো বুঝানো হয়েছে– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. তুমি কি মনে কর, বাংলাদেশ সরকার প্রণীত আইন উদ্দীপকে নির্দেশিত নির্যাতন প্রতিরোধে সহায়ক?– বিশ্লেষণ কর। ৪

৩৫ নং প্রশ্নের উত্তর

ক বাংলাদেশ ১৯৮৯ সালে জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ অনুমোদন করে।

খ এইডসের কোনো প্রতিষেধক নেই, মৃত্যুই এর একমাত্র পরিণাম। তাই বাঁচার একমাত্র উপায় প্রতিরোধ। এইডস প্রতিরোধের তিনটি উপায় উল্লেখ করা হলো ধর্মীয় অনুশাসন অনুসরণ করা এবং স্বভাব ও

আচরণে সমাজ নির্ধারিত আদর্শ মেনে চলা। রক্তের এইচআইভি পরীৰা করে রক্ত গ্রহণ করা। একমাত্র জীবনসঙ্গীর প্রতি বিশ্বস্ত থাকা বা যৌন সম্পর্কে একজন যৌনসঙ্গী থাকা।

গ উদ্দীপকে সামাজিক পরিবর্তনের বিভিন্ন উপাদান বুঝানো হয়েছে যা স্বাভাবিকভাবেই সমাজে ক্রিয়াশীল। সামাজিক পরিবর্তনের পেছনে বেশকিছু উপাদান সক্রিয় থাকে। উপাদানগুলো ব্যাখ্যা করা হলো–

১. **প্রাকৃতিক উপাদান :** ধীর এবং আকস্মিক ভৌগোলিক পরিবর্তন, জলবায়ু সংক্রান্ত পরিবর্তন, বৈশ্বিক উষ্ণায়ন প্রভৃতি বাংলাদেশের সমাজে ব্যাপক পরিবর্তন সাধন করে।

২. **জৈবিক উপাদান :** সমাজস্থ মানুষের জৈবিক অবস্থার পরিবর্তন, যেমন : জনসংখ্যা বৃদ্ধি বা হ্রাস, স্থানান্তর অথবা জনসংখ্যার ঘনত্বের পরিবর্তন সামাজিক পরিবর্তনে গুরবত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩. **সাংস্কৃতিক উপাদান :** সংস্কৃতি সামাজিক পরিবর্তন সূচনা করে। বৈচিত্র্যপূর্ণ সংস্কৃতি এবং মানুষের মূল্যবোধ সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান।

৪. **শিৰা :** সামাজিক পরিবর্তনের একটি বিশেষ উপাদান হলো শিৰা। কারণ, শিৰা হলো এক ধরনের সংস্কার সাধন। এছাড়াও সামাজিক পরিবর্তনের অন্যতম উপাদান হিসেবে কাজ করে প্রযুক্তি, যোগাযোগ, শিল্পায়ন ও নগরায়ন ইত্যাদি।

ঘ হ্যাঁ, আমি মনে করি, উদ্দীপকে নির্যাতন প্রতিরোধে তথা নারীর প্রতি নির্যাতন প্রতিরোধে বাংলাদেশ সরকার যে সকল আইন প্রণয়ন করেছে, তা কার্যকর করা গেলে নারী নির্যাতন অনেকাংশে কমে যাবে। বাংলাদেশে প্রচলিত নারী নির্যাতন রোধে প্রণীত আইনগুলো আলোচনা করলেই বিষয়টি সুস্পষ্ট হবে।

১. নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০ (২০০৩ সালে সংশোধিত) অনুযায়ী যদি কোনো পুরবষ নারীর প্রতি যৌন হয়রানিমূলক আচরণ ঘটায় তবে উক্ত ব্যক্তি অনূর্ধ্ব ৭ বছর এবং সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

২. এসিড অপরাধ দমন আইন–২০০২ অনুযায়ী কোনো ব্যক্তি এসিড নিৰেপের মাধ্যমে কারো মৃত্যু ঘটালে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ১ লৰ টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।এসিড নিৰেপের দ্বারা কারো অঙ্গ বিকৃত হয়ে গেলে নিৰেপকারী অনধিক ১৪ বছর কিন্তু অন্যূন ৭ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং অতিরিক্ত অনূর্ধ্ব ৫০ হাজার টাকা অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন।

৩. এছাড়াও নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন–২০০০–এ বলা হয়েছে, যদি কোনো ব্যক্তি নারী বা শিশু পাচারের সাথে জড়িত থাকেন তাহলে উক্ত ব্যক্তি মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড বা অনধিক ২০ বছর কিন্তু অন্যূন ১০ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন এবং এর অতিরিক্ত অর্থদণ্ডে দণ্ডিত হবেন। উপর্যুক্ত আলোচনায় সুস্পষ্ট যে, বাংলাদেশে প্রচলিত আইনের প্রয়োগের মাধ্যমেই নারী নির্যাতন কমানো সম্ভব।

নিশ্চিত কমন উপযোগী জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

■ জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ কত সালে বিশ্বে প্রথম এইচআইভি রোগী শনাক্ত করা হয়?

উত্তর : ১৯৮১ সালে বিশ্বে প্রথম এইচআইভি রোগী শনাক্ত করা হয়।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ ২০০১ সালে বাংলাদেশে HIV ভাইরাস বহনকারীর সংখ্যা কত ছিল?

উত্তর : ২০০১ সালে বাংলাদেশে HIV ভাইরাস বহনকারীর সংখ্যা ছিল ১৮৮ জন।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা কত?

উত্তর : বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমিত চিহ্নিত ব্যক্তির সংখ্যা ২০৮৮ জন।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ বাংলাদেশে এইডসে মৃত্যুবরণ করেছে কতজন?

উত্তর : বাংলাদেশে এইডসে মৃত্যুবরণ করেছে ২৪১ জন।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ বাংলাদেশে ইতোমধ্যে কত শতাংশ যৌনকর্মী এইচআইভি ভাইরাসে সংক্রমিত?

উত্তর : বাংলাদেশে ইতোমধ্যে ৬% যৌনকর্মী এইচআইভি ভাইরাসে সংক্রমিত।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ বাংলাদেশে কত শতাংশ যৌনকর্মী এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হবার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে?

উত্তর : বাংলাদেশে ৫২% যৌনকর্মী এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত হবার মারাত্মক ঝুঁকিতে রয়েছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদন অনুসারে ২০০২ সালে বাংলাদেশে কয়টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে?

উত্তর : বাংলাদেশ হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদন অনুসারে ২০০২ সালে বাংলাদেশে ৪,৯১৮টি সড়ক দুর্ঘটনা ঘটে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত ভিকটিমদের মধ্যে মারা যায় শতকরা কতজন?

উত্তর : ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত ভিকটিমদের মধ্যে মারা যায় ৫০.৫৮%।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত ভিকটিমদের মধ্যে গুরবতর আহত হয় শতকরা কতজন?

উত্তর : ২০০২ সাল থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত যানবাহন দুর্ঘটনায় পতিত ভিকটিমদের মধ্যে গুরবতর আহত হয় ৩৮.১০%।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনে প্রকাশিত তথ্যমতে দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের কত শতাংশের বয়স ১৬–৫০ বছরের মধ্যে।

উত্তর : হাইওয়ে পুলিশের প্রতিবেদনের প্রকাশিত তথ্যমতে দুর্ঘটনায় পতিত ব্যক্তিদের ৩৯% লোকের বয়স ১৬–৫০ বছরে মধ্যে।

প্রশ্ন ॥ ১১ ॥ জঙ্গির দ্বারা রচিত এবং প্রচারকৃত ধ্যানধারণা কী নামে পরিচিত?

উত্তর : জঙ্গির দ্বারা রচিত এবং প্রচারকৃত ধ্যানধারণা জঙ্গিবাদ নামে পরিচিত।

প্রশ্ন ॥ ১২ ॥ মূল্যবোধ কী?

উত্তর : যেসব ধ্যানধারণা, বিশ্বাস, লৰ্য ও উদ্দেশ্য, সংকল্প, মানুষের আচার–আচরণ এবং কার্যাবলিকে পরোৰভাবে নিয়ন্ত্রণ করে, সেগুলোর সমষ্টিই হলো মূল্যবোধ।

প্রশ্ন ॥ ১৩ ॥ মূল্যবোধের কোন পরিবর্তন সমাজ অনুমোদিত?

উত্তর : মূল্যবোধের ইতিবাচক পরিবর্তন সমাজ অনুমোদিত।

প্রশ্ন ॥ ১৪ ॥ নারীর প্রতি সহিংসতা কী?

উত্তর : পুরবষ বা নারী কর্তৃক যেকোনো বয়সের নারীর প্রতি শুধু নারী হওয়ার কারণে যে সহিংস আচরণ করা হয় তা–ই নারীর প্রতি সহিংসতা।

প্রশ্ন ॥ ১৫ ॥ নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী যৌন হয়রানিমূলক আচরণের জন্য সর্বনিম্ন কত বছর কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়?

উত্তর : নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইন অনুযায়ী যৌন হয়রানিমুলক আচরণের জন্য সর্বনিম্ন ২ বছর সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবে।

প্রশ্ন ॥ ১৬ ॥ বাংলাদেশ সরকার কত সালে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে?

উত্তর : ২০০২ সালে এসিড নিয়ন্ত্রণ আইন প্রণয়ন করে?

প্রশ্ন ॥ ১৭ ॥ ইভটিজিং কী?

উত্তর : লোক সমাগমপূর্ণ স্থানে পুরুষ কর্তৃক নারীদের যৌন হয়রানি নিগ্রহ বা উত্ত্যক্ত করা।

প্রশ্ন ॥ ১৮ ॥ জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হয় কখন?

উত্তর : জাতিসংঘ শিশু অধিকার সনদ প্রণীত হয় কখন ১৯৮৯ সালে।

প্রশ্ন ॥ ১৯ ॥ বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কিশোরদের ন্যূনতম বয়স কত?

উত্তর : বাংলাদেশের শ্রম আইন অনুযায়ী কিশোরদের ন্যূনতম বয়স ১৪–১৮ বছর।

প্রশ্ন ॥ ২০ ॥ ২০১১ সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী নারী পাচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি কী?

উত্তর : সালে প্রণীত আইন অনুযায়ী নারী পাচারে অভিযুক্ত ব্যক্তির সর্বোচ্চ শাস্তি মৃত্যুদণ্ডসহ পাঁচ লাখ টাকা অর্থদণ্ড।

প্রশ্ন ॥ ২১ ॥ জাতির মূল্যবান সম্পদ কারা।

উত্তর : শিশু জাতির মূল্যবান সম্পদ।

প্রশ্ন ॥ ২২ ॥ শিশু আদালত কাদের নিয়ে গঠিত?

উত্তর : প্রথম শ্রেণির ম্যাজিস্ট্রেট এবং অন্যান্য কর্মকর্তা নিয়ে শিশু আদালত গঠিত।

প্রশ্ন ॥ ২৩ ॥ স্বাস্থ্য কী?

উত্তর : স্বাস্থ্য একটি মানবাধিকার।

প্রশ্ন ॥ ২৪ ॥ কী কারণে প্রতিদিন প্রসূতি মা মারা যাচ্ছে?

উত্তর : মাতৃত্বজনিত কারণে প্রতিদিন প্রসূতি মা মারা যাচ্ছে।

প্রশ্ন ॥ ২৫ ॥ মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধির মূল কারণ কী?

উত্তর : মাতৃত্বকালীন ছুটি বৃদ্ধির মূল কারণ নবজাত শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর করা।

■ অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ॥ ১ ॥ মাতৃত্বকালীন ছুটি দরকার কেন?

উত্তর : বাংলাদেশ সরকার ১১ জানুয়ারি ২০১১ গেজেট প্রকাশের মাধ্যমে সরকারি চাকরিতে নিয়োজিত নারীকর্মীদের জন্য ৬ মাসের মাতৃত্বকালীন ছুটি ঘোষণা করে। এ ছুটি বৃদ্ধির ফলে মায়েরা তাদের সন্তানদের বুকের দুধ পান করাতে সমর্থ হবেন। এর ফলে নবজাতক শিশুদের অপুষ্টিজনিত সমস্যা দূর হবে। তাছাড়া এ ছুটিকালীন নারীর মাতৃত্বজনিত সমস্যা সম্পর্কে অবগত হওয়া যায়। ফলে মাতৃত্বকালীন জটিলতা রোধ করা যায় বিধায় মাতৃত্বকালীন ছুটি নারীদের জন্য অত্যাবশ্যক।

প্রশ্ন ॥ ২ ॥ সামাজিক ও জাতীয় পর্যায়ে এইডসের প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : এইডসের কারণে আমাদের দেশে নিরাপদ রক্ত গ্রহণ অনেকাংশে ঝুঁকির সৃষ্টি করেছে। দরিদ্র দেশগুলোর পাশাপাশি উন্নত দেশগুলোর অব্যাহত উন্নয়ন এবং সেবা ব্যবস্থা হুমকির সম্মুখীন হয়েছে। বিশ্বে এইডসের কারণে একদিকে অকাল মৃত্যুর হার বাড়ছে এবং গড় আয়ু কমেছে। অন্যদিকে অর্থনৈতিক উন্নয়ন বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এছাড়াও এইডসের কারণে প্রজনন হার হ্রাস পাচ্ছে, স্বাস্থ্য ব্যবস্থার ওপর চাপ সৃষ্টি হচ্ছে, উৎপাদনশীলতা হ্রাস পাচ্ছে এবং ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্র।

প্রশ্ন ॥ ৩ ॥ পারিবারিক সহিংসতা বলতে কী বোঝ?

উত্তর : নারীরা বাড়িতে শারীরিক ও মানসিক যেসব নির্যাতনের শিকার হয় তাকে বলে পারিবারিক সহিংসতা। স্বামী, শাশুড়ি, ননদ এবং পরিবারের অন্যান্য সদস্য দ্বারা নারীরা এ প্রকৃতির নির্যাতনের শিকার হয়। এসব সহিংসতার মধ্যে রয়েছে স্ত্রী প্রহার, যৌতুক সম্পর্কিত নির্যাতন, শিক্ষাবঞ্চনা, সম্পত্তির অধিকার বঞ্চনা, অত্যধিক কাজে বাধ্য করা, কন্যাশিশুকে মারপিট, যৌনপীড়ন ইত্যাদি।

প্রশ্ন ॥ ৪ ॥ দারিদ্র্য নারীর প্রতি সহিংসতার গুরুত্বপূর্ণ কারণ ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : বাংলাদেশে নারী শ্রমিকের একটা বিরাট অংশ পোশাক শিল্পে কাজ করে। যাদের সকলেই দারিদ্র্যের শিকার। আবাসিক সংকটের কারণে কিংবা রাতে কর্মস্থল থেকে ফেরা প্রভৃতি সমস্যার কারণে তারা অনেকেই যৌন নির্যাতনের শিকার হয়। দারিদ্র্যের কারণে অনেক কন্যা শিশু ও নারী বাসাবাড়িতে গৃহভৃত্যের কাজ করে। এসব গৃহভৃত্য নারীর অধিকাংশই নির্যাতনের শিকার হয়।

প্রশ্ন ॥ ৫ ॥ কীভাবে সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়?

উত্তর : সামাজিক রীতিনীতি যখন ব্যক্তির আচরণকে নিয়ন্ত্রণ করতে ব্যর্থ হয় তখন মানুষের নৈতিক অবনতি শুরু হয়। নৈতিক অবনতি ব্যাপক আকার ধারণ করলে সামাজিক প্রতিষ্ঠান ভাঙা শুরু হয়। সামাজিক প্রতিষ্ঠানের ভাঙনের ফলে সামাজিক বিশৃঙ্খলা ও নৈরাজ্য দেখা দেয়। এসব পরিস্থিতিতে সমাজে নানা ধরনের সামাজিক সমস্যার সৃষ্টি হয়।

প্রশ্ন ॥ ৬ ॥ নারীর প্রতি সহিংসতার প্রভাব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : নারীর প্রতি শারীরিক নির্যাতন কখনো কখনো নারীর অঙ্গহানি ঘটায়। সহিংস ঘটনায় নারীর শারীরিক, মানসিক স্বাস্থ্য ক্ষতিক্ষত হয়। অনেক ক্ষেত্রে নারী আত্মহত্যা পর্যন্ত করে। সহিংসতার শিকার নারীরা সমাজে স্বাভাবিক জীবনযাপন করতে পারে না। নারীর প্রতি এই সহিংসতা দেশের অর্থনীতিকেও প্রভাবিত করছে।

প্রশ্ন ॥ ৭ ॥ সামাজিক চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে কীভাবে নারীর প্রতি সহিংসতা রোধ করা যেতে পারে?

উত্তর : নারীর ক্ষেত্রে সহিংস ঘটনার ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট অপরাধী কিংবা অপরাধীর পরিবারকে ক্ষতিপূরণ সামাজিকভাবে এক ঘরে করে রাখা প্রভৃতির ক্ষেত্রে সমাজের মানুষের ঐক্যবদ্ধ চাপ প্রয়োগের মাধ্যমে সহিংস ঘটনা প্রতিরোধ করা যেতে পারে। কিংবা অপরাধীকে খুঁজে বের করার ক্ষেত্রেও সামাজিক চাপ প্রয়োগ করা যেতে পারে।

প্রশ্ন ॥ ৮ ॥ মাতৃকল্যাণ বলতে কী বোঝ?

উত্তর : মাতৃকল্যাণ বলতে মায়ের স্বাস্থ্য, সুরক্ষা এবং ভালো থাকার জন্য সমাজ এবং সামাজিক সংগঠন কর্তৃক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টাসমূহকে বোঝায়। মাতৃত্বকালীন স্বাস্থ্যসেবা, প্রয়োজনীয় খাদ্য ও পুষ্টি চাহিদা পূরণ, নিরাপদ প্রসূতি সেবা, সন্তান ভূমিষ্ঠ হওয়ার সময় প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ধাত্রীর উপস্থিতি ও পরিচর্যা, প্রজননকালীন রুগ্নতা এবং মাতৃত্বজনিত মৃত্যুহার রোধ প্রভৃতি মাতৃকল্যাণের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দিক।

প্রশ্ন ॥ ৯ ॥ জঙ্গি বলতে কী বোঝ?

উত্তর : জঙ্গির, ইংরেজি প্রতিশব্দ Mililant ল্যাটিন শব্দ Militare থেকে এসেছে। Militare শব্দের অর্থ হলো সৈনিক হিসেবে কাজ করা। আচরণিক দৃষ্টিভঙ্গিতে জঙ্গি বলতে তাদের বোঝায় যারা যুদ্ধবাজ, আক্রমণাত্মক, হিংসাত্মক এবং ধ্বংসকারী। জঙ্গিরা আক্রমণাত্মক ও হিংসাত্মক উপায়ে রাষ্ট্র বা সমাজ অনুমোদিত কোনো সংস্কারের সমর্থনে সমবেতভাবে কাজ করে।

প্রশ্ন ॥ ১০ ॥ মূল্যস্তর বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতি দুর্নীতির অন্যতম কারণ– ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মূল্যস্তর বৃদ্ধি এবং মুদ্রাস্ফীতির কারণে ব্যবসায়ী, আড়তদার, মজুতদার, মুনাফাখোর, মধ্যস্বত্বভোগী, ফটকা কারবারিরা দুর্নীতির স্বর্গরাজ্য গড়ে তোলে। তারা প্রতারণা ও দুর্নীতির মাধ্যমে অধিক মুনাফা

অর্জন করে। আবার এর ফলে স্বল্প আয়ের লোকেরা বাঁচার তাগিদে দুর্নীতির আশ্রয় নেয়।